চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 68 Tuesday, 7 February, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ৬৮ সংখ্যা ❋ ২৩ মাঘ, ১৪২৯, মঙ্গলবার, ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

উচ্চশিক্ষায় অবদানের জন্য মমতাকে ডি.লিট সেন্ট জেভিয়ার্সের

‘যোগ্য নেত্রী এই সম্মান পেলেন’ রাজ্যপাল বোস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় অবদান ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডি.লিট সম্মান সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতার। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জন ফেলিক্স এই সম্মান প্রদান করেন। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এই সম্মান সাধারণ মানুষকে উৎসর্গ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘‘এই সম্মানে আমি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছি। সেন্ট জেভিয়ার্স পরিবারকে আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ। আমি এই ডিগ্রি সাধারণ মানুষকে উৎসর্গ করছি। কারণ আমি সবসময় সাধারণ মানুষ হয়ে থাকতে চাই। আমি নিজে সাধারণ মানুষ, আমি সাধারণ মানুষের জন্যই। আমি আমার তরফ থেকে এই সম্মান দেশের সাধারণ মানুষ ও রাজ্যের সাধারণ মানুষের জন্য উৎসর্গ করতে চাই।’’ সোমবার ছিল সেন্ট জেভিয়ার্স ইউনিভার্সিটি কলকাতায় চতুর্থ বছরের সমাবর্তন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘এর আগে আমার সঙ্গে যখন জন ফেলিক্স সাহেবের কথা হয়, আমি বলেছিলাম এখানে সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয় করা যায় না? কারণ বিশ্বজুড়ে এই প্রতিষ্ঠানের নাম। এত জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান। এখানকার ছাত্ররা সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে পাস করার পর তো সরাসরি সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়েই ভর্তি হতে পারেন। আমি খুব খুশি, কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁরা তা শুরু করেন। ক্লাসও শুরু হয়। এবার সমাবর্তনের চার বছর। আমি সকলকে শুভেচ্ছা জানাই। বিশ্বজুড়ে সেন্ট জেভিয়ার্স প্রতিষ্ঠানের যে যশ এদিন বারবার নিজের বক্তব্যে তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, তিনি যে কোনও রাজ্য কিংবা যে কোনও দেশে গিয়ে দেখেছেন এই প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি কতটা। সেই প্রতিষ্ঠান থেকে এই সম্মান পেয়ে তিনিও অনুপ্রাণিত বলে মন্তব্য করেন। জানান, এই সম্মান আরও বেশি করে তাঁকে কাজে অনুপ্রেরণা দেবে। এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা

করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজ্যপাল বোস বলেন, ‘‘যোগ্য মহিলা নেত্রী হিসাবে এত বড় সম্মান পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এটা রাজনীতির জন্য নয়। এই সম্মান তিনি রাজ্যের মানুষের কাছ থেকেই পেয়েছেন।’’ মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসায় রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস তুলে আনেন মনুস্মৃতির শ্লোক। বলেন, ‘‘যত্র নারীয়াস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবত। একজন নারী যখন সম্মানিত হন দেবতাও হর্ষিত হন।’’ চার্চিল, মিল্টন, বাজপেয়ীর উন্নয়নযজ্ঞের সঙ্গে একই সারিতে মমতাকে বসান রাজ্যপাল। রাজনীতির গুরুত্বভার কাঁধে নিয়েও লেখালেখিতে নিজেদের ছাপ রেখেছেন এমন বহু গুণী রয়েছেন। এ প্রসঙ্গেই তুলে ধরেন চার্চিল, মিল্টন, বাজপেয়ীর কথা। রাজ্যপালের বক্তব্য, মিল্টনের লেখার কথা সকলেরই জানা। কিন্তু একইসঙ্গে তিনি ছিলেন একজন ‘স্টেটসম্যান’। দেশের কমনওয়েলথ অ্যাফেয়ার্সে তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। যদিও রাজ্যপালের এই বক্তব্যকে সামনে রেখে রাজনৈতিক তরজা শুরু। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, ‘‘রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করবেন, মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালের প্রশংসা করবেন এটা হওয়াই তো ভাল। ইদানিং তো মুখ্যমন্ত্রী প্রাক্তন রাজ্যপালেরও প্রশংসা করেন। যে কোনও কারণেই হোক রাজ্যপাল সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর মনোভাব বদলেছে। হয়ত দিল্লির চাপে। হতেই পারে। তবে রাজ্যপালকে আমার এতটুকুই বলার, ডিলিট পেয়েছেন ভাল কথা। উনি কিন্তু পিএইচডিও পেয়েছেন নিজের যোগ্যতায়। যদিও পরে দেখা যায় সেটা ভুয়ো। উনি কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও ডি.লিট পেয়েছেন। সেটাও নিজের যোগ্যতায়। পরে দেখা গেল ডি.লিটের প্রস্তাবক এখন জেলে বসে আছেন।’’ বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, ‘‘একটা সৌজন্য হিসাবে মঞ্চে কেউ কারও সম্পর্কে বলতে পারেন। সেটা নিয়ে রাজনীতি হয় না। উনি হাতেখড়ি নিয়েছেন, শিখছেন। আরও শিখবেন। দেখা যাক কী হয়। রাজ্যপাল কী বললেন বা কী না বললেন, সেটা মানুষ কতটা গ্রহণ করবে সেটা মানুষের উপর নির্ভর করবে। মানুষ ১১ বছরে যে শিক্ষা নিয়েছেন, তা রাজ্যপাল যদি শুনতে না পান বা শুনেও যদি না শোনেন আমাদের কিছু করার নেই।’’ এর আগে ২০১৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও সাম্মানিক ডি.লিট. দেওয়া হয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। প্রাক্তন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী এই সম্মান তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং সামাজিক ক্ষেত্রে অবদানের জন্য সে বছর এই সম্মান পান তিনি। সে সময় ডি.লিট নিয়ে মমতা বলেছিলেন, এ সাম্মানিক তিনি সাম্মানিক হিসাবেই রাখবেন। কোনওদিন ব্যবহার করবেন না। একইসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, তাঁর জীবন পূর্ণতা পেল। এদিনও ডি.লিট পাওয়ার পর এই সম্মান সাধারণ মানুষের উদ্দেশে উৎসর্গ করেন মমতা। বলেন, তিনি আজীবন সাধারণ মানুষ হয়েই থাকতে চান। এই সম্মান তাঁকে অনুপ্রাণিত করে।

‘ত্রিপুরা আমার দ্বিতীয় ঘর’

আগরতলায় পা রেখেই বললেন মমতা

আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ ত্রিপুরা নিজেরই ঘর। সোমবার আগরতলায় পা রেখে এমনই মন্তব্য করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ‘‘ত্রিপুরা আমার ঘরের মতো। বাংলা যদি আমার প্রথম ঘর হয় তাহলে ত্রিপুরা আমার দ্বিতীয় ঘর।’’ ত্রিপুরা কেন তাঁর নিজের ঘর তাও ব্যাখ্যা করেন মমতা। বলা যায়, বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে কর্মসূচি ছিল না। ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে পুজো দেন মমতা। তারপর মন্দির থেকে বেরিয়ে ফেরার পথেই আগরতলায় নিজস্ব ভঙ্গিতে জনসংযোগ শুরু করেন তৃণমূল সুপ্রিমো। দার্জিলিঙে গিয়ে দোকানে ঢুকে মোমো বানাতে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কচিকাঁচাদের ফুচকা করে খাওয়াতে দেখা গিয়েছিল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এবার আরও এক ধাপ এগিয়ে আগরতলায় রাস্তার পাশে একটি সাংবাদিকদের উপর অত্যাচার চলছিল, আমাদের কর্মীদের উপর অত্যাচার হয়েছে। তখন তৃণমূল পাশে থেকে কাজ করেছে।’’ তৃণমূল দলটা ত্রিপুরায় খুব পুরোনো হলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে যে এই রাজ্য নতুন জায়গা নয়, তা উল্লেখ করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। পুরোনো স্মৃতিচারণা করে তিনি বলেন, ‘‘কংগ্রেস প্রথম যখন ত্রিপুরায় আসে, তখন আমি ত্রিপুরায় ঘরের মতো থেকে কাজ

আগরতলায় এক শিঙাড়ার দোকানে ঢুকে ময়দার লেচি বেললেন মমতা।

এই মন্তব্যের মধ্য দিয়েই ত্রিপুরাবাসীকে আপন করে নিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। এদিন ত্রিপুরাবাসীর পাশে থাকার আশ্বাস ও শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘আমি মনে করি, এটা আমার নিজেরই ঘর। ত্রিপুরায় এলে মনে হয় যেন নিজের ঘরেই এসেছি। এখানে এলে নিজের ভাষায় কথা বলতে পারি। সেটা খুব ভাল লাগে। এখানকার মানুষদের খাওয়া-দাওয়া, বেশভূষা, চলন-বলন যেমন, আমাদেরও তাই। সবচেয়ে বড় কথা হল, নিজের ভাষায় কথা বলতে পারি।’’ তিনি ও তাঁর দল সর্বদা ত্রিপুরাবাসীর পাশে রয়েছে জানিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘যখন তোমার কেউ ছিল না তখন ছিলাম আমি। আজ এই কথাটাই বলতে এসেছি।’’ ত্রিপুরা বিধানসভার নির্বাচনী প্রচারেই দু-দিনের সফরে আগরতলা এসেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তাঁদের কোনও রাজনৈতিক তেলেভাজার দোকানে ঢুকে সিঙ্গারা ভাজলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ ত্রিপুরা তৃণমূলের নেতা-কর্মীরাও। তৃণমূল সুপ্রিমো কেবল সিঙ্গারা ভেজে থেমে থাকেননি, একেবারে নিজে উদ্যোগ নিয়ে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত দলীয় নেতা-কর্মীদের চা, সিঙ্গারা খাওয়ার বন্দোবস্তও করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর একটি পানের দোকানে ঢুকে পানের খিলিও তৈরি করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। প্রতিবেশী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা জাতীয় রাজনৈতিক দলের প্রধানকে এই ভূমিকায় দেখে অভিভূত হয়ে যান আগরতলার বাসিন্দারা। তবে এটা তৃণমূল নেত্রীর জনসংযোগের অংশ মাত্র বলে দাবি রাজনৈতিক মহলের। এদিন কোনও রাজনৈতিক কথা বলতে না চাইলেও শাসকদলের সাম্প্রতিক অত্যাচারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। বিজেপিকে একহাত নিয়ে তিনি বলেন, ‘‘ত্রিপুরাবাসীকে একটা কথা বলতে চাই, যখন ত্রিপুরাবাসীর কাছে কেউ ছিল না, বিজেপির অত্যাচার চলছিল, করেছি। এখানকার সমস্ত জায়গা আমি বাংলার মতোই চিনি। সেই সময় যাঁদের সঙ্গে কাজ করেছি, তাঁদের অনেকেই হয়ত হারিয়ে গিয়েছেন। এখনও তাঁদের মনে-মনে খুঁজে বেড়াই।’’ এদিন আগরতলা বিমানবন্দরে নেমেই ত্রিপুরার পাহাড়িয়া ভাই-বোন, উদ্বাস্তু থেকে সমস্ত ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন দুপুর সাড়ে ৩টে নাগাদ আগরতলা বিমানবন্দরে নামেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতে আসেন রাজ্যের মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ সুস্মিতা দেব সহ ত্রিপুরা তৃণমূল নেতৃত্ব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিমানবন্দরে দেখা মাত্রই তাঁর নাম ধরে শ্লোগান উঠতে থাকে। ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ’ থেকে ‘দিদি এগিয়ে চল, আমরা সাথে আছি’-শ্লোগানও ওঠে।

সিবিআই-কে চূড়ান্ত ভর্ৎসনা হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ নবম দশম ওএমআর শিট বিকৃতি মামলায় আবারও কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর ভর্ৎসনার মুখে পড়ে সিবিআই। সোমবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তদন্তের গতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। বিচারপতি জানতে চান, সিবিআই কবে তদন্ত শেষ করবে? কারা পিছন থেকে মদত দিয়েছেন? চক্রান্তকারী কারা? বিচারপতির আরও প্রশ্ন, ওএমআর প্রভাবিত করা হলে, কারা করিয়েছেন? তাঁদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করেছেন? যাঁরা ওএমআর শিট বিকৃত করলেন, তাঁদের কী জিজ্ঞাসাবাদ হয়েছে? বিচারপতি সিবিআই-এর আইনজীবীর কাছে জানতে চান, ‘‘আপনার কী মনে হয় না হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ প্রয়োজন? সব সুবিধাবাদীদের নাম কেন দেওয়া হয়নি? কারোর নাম চার্জিশিটে এল, আর কারোর নাম বাদ পড়ল কেন? যে বা যাঁরা টাকা পেয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে এত ঢিলেঢালা মনোভাব কেন?’’ বিচারপতি বসু বলেন, ‘‘এই ছ’বছরে অনেক টাকা তো পাচার হল। তদন্ত শেষ করুন। আপনারা কী করবেন আদালত তা বার বার বলে দেবে এটা ভাল দেখায় না। নিজেদের কাজ নিজেরা করুন। কাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন সেটাও বলে দিতে হচ্ছে। প্রতিদিন আসছেন আর কী করবেন, সেটার উপদেশ শুনে চলে যাচ্ছেন। যা করার তাড়াতাড়ি করুন। তদন্ত শেষ করুন।’’ এরপরই সিবিআই-এর তরফে আইনজীবী বলেন, ‘‘বৃহৎ ষড়যন্ত্র। শুধু কিছু জন সুবিধা পেয়েছেন, বিষয়টা সেই হিসাবে দেখা হচ্ছে না। চার্জশিট দেওয়া হয়েছে। এটা পাবলিক স্ক্যাম। একটার সঙ্গে একটা যুক্ত করতে হচ্ছে। সিবিআই-এর তরফে জানানো হয়, শূন্য থেকে নম্বর কীভাবে ৫৩, সেটা দেখার কাজ চলছে। এদিনের কমিশনের তরফে আইনজীবী হাইকোর্টে জানান, নির্দিষ্ট করে সময় বলা সম্ভব নয়, কত দিনের মধ্যে ৯৫২ জনের চাকরি বাতিল করা হবে।’’ সব শুনে বিচারপতি বসুর পর্যবেক্ষণ, মামলা চলতেই থাকলে নিয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। এক্ষেত্রে দ্রুত তদন্ত শেষ হওয়া প্রয়োজন।

‘রাজনীতি করতে গিয়ে কেন্দ্র টাকা বন্ধ করে দিচ্ছে’

বিজেপি ছেড়েই বোমা ফাটালেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ আলিপুরদুয়ারের বিজেপি বিধায়কের দলবদল রীতিমতো হইচই ফেলে দিয়েছে বঙ্গ রাজনীতিতে। স্তম্ভিত বিজেপিও। আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালের দলত্যাগ নিয়ে এই মুহূর্তে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড়। ঠিক কী কারণে সুমনের ফুলবদল, তা নিয়ে বিজেপির অন্দরেই যখন প্রশ্ন, সংবাদমাধ্যমে সুমন কাঞ্জিলাল জানালেন এমন সিদ্ধান্তের কারণ। জানালেন, তৃণমূলের উন্নয়নযজ্ঞে শামিল হতেই রবিবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে গিয়েছিলেন তিনি। জানালেন, মানুষ রাজনীতির জন্য ভোট দেন না। তাঁরা পরিষেবা চান। কিন্তু রাজনীতির জাঁতাকলে পড়ে বঞ্চিত হতে হচ্ছে তাঁদের। সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, ‘‘আমি আলিপুরদুয়ারের জনপ্রতিনিধি। আমি মানুষের রায়ে নির্বাচিত। আলিপুরদুয়ারের মানুষকে পরিষেবা দেওয়াই আমার প্রথম কাজ। রাজ্য সরকার যেভাবে প্রান্তিক এলাকার মানুষের জন্য কাজ করছেন তাতে যুক্ত হতে চাই, তাই এই প্রচেষ্টা করেছি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে মানুষ যেভাবেই সমর্থন করুক না কেন, তার থেকেও অগ্রাধিকার পায় তাদের সুখ দুঃখ।’’ সুমনের কথায়, ২ বছর হয়ে গেল তিনি বিধায়ক হয়েছেন। অথচ এলাকার মানুষকে পরিষেবা দিতে

গিয়ে বারবার তাঁকে হোঁচট খেতে হচ্ছে। সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, ‘‘পরিষেবা দিতে পারা যায় কি না বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে তার জন্য চেষ্টা করেছিলাম। সেখানে আমি ভয়ানকভাবে ব্যর্থ হয়েছি। কোনও সদর্থক ভূমিকা দেখিনি দলের অন্দরে। তাই মনে হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে, তাকে সমর্থন করা উচিত।’’ গত কয়েকদিনে একাধিক কেন্দ্রীয় বরাদ্দের প্রকল্প নিয়ে রাজ্যের শাসকদল ও বিরোধীদের মধ্যে আকচাআকচি তুঙ্গে। কেন্দ্র টাকা দেয় না, বারবার অভিযোগ তৃণমূলের। এতে মানুষই বঞ্চিত হচ্ছেন বলেও দাবি করেছে তারা। সোমবার বিজেপির টিকিটে জেতা সুমন কাঞ্জিলালের মুখেও শোনা গেল সে কথাই। সুমন বলেন, ‘‘আমার আলিপুরদুয়ার এলাকায় বিজেপির সাংসদ প্রতিমন্ত্রী হয়েছেন, পার্শ্ববর্তী আরেকজন সাংসদও প্রতিমন্ত্রী হয়েছেন। ১৮ জন সাংসদ রয়েছে বিজেপির। তারপরও কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও প্রকল্প আমরা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারছি না এই এলাকায়। এমনও শুনছি কেউ বা কারা বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক ফায়দা আদানপ্রদান করার জন্য জনগণের জন্য বরাদ্দ কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা বন্ধ করে দিচ্ছে। বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে আমার মনে হয়েছে, মানুষ এগুলো ভালভাবে নিচ্ছেন না। তাঁরা চান যে কোনও সরকার মানুষের পাশে দাঁড়াক। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে গিয়ে সর্বশেষে যদি মানুষকেই বঞ্চনার শিকার হতে হয় তা মেনে নেওয়া যায় না।’’

৮ জেলার ৩০ স্কুল ঘুরে তথ্য সংগ্রহ প্রতিনিধি দলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ কেন্দ্রের পাঠানো জয়েন্ট রিভিউ মিশনের প্রতিনিধি দল বিগত কয়েকদিন ধরে ঘুরে দেখেছেন রাজ্যের বিভিন্ন জেলার মিড ডে মিলের বাস্তব চিত্র। ৮টি জেলার ১৩টি ব্লকের ৩০টি স্কুল ঘুরে দেখেছেন তাঁরা। তাঁদের হাতে ৮৯৬ জন পড়ুয়ার তথ্য এসেছে। সেগুলি বিশ্লেষণ করে তারপর রিপোর্ট পেশ করা হবে। এদিন রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েও আলোচনা হয়েছে। রাজ্যের তরফে একাধিক বিষয় তুলে ধরা হয়েছে কেন্দ্রের পাঠানো প্রতিনিধি দলের কাছে। রাজ্যের স্কুলগুলিকে কিছুক্ষেত্রে স্বনির্ভর করার ভাবনার কথাও হয়েছে। বিগত কয়েকদিন ধরে যে যৌথ সমীক্ষা চালানো হয়েছে, তার তথ্য বিশ্লেষণের পর রাজ্যকে পরামর্শ দেবে কেন্দ্র। জয়েন্ট রিভিউ মিশনের চেয়ারপার্সন অনুরাধা দত্ত এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বললেন, ‘‘অনেক তথ্য উঠে এসেছে এবং বর্তমানে সেগুলি বিশ্লেষণ করার কাজ চলছে। শেষ পর্যন্ত কী বেরিয়ে আসবে, তা এখনই বলা সম্ভব হচ্ছে না।

বিগত কয়েকদিনে জেলায় জেলায় ঘুরে যে তথ্যগুলি পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি পুরোপুরি বিশ্লেষণ হলে তারপর কোনও পরামর্শ দেওয়া সম্ভব হবে।’’ এখন কেন্দ্রের পাঠানো এই প্রতিনিধি দল, রাজ্যের স্কুলগুলি পরিদর্শনের পর প্রাপ্ত তথ্যে ভিত্তিতে কী রিপোর্ট জমা দেয়, সেই দিকেই নজর ওয়াকিবহাল মহলের। এর আগে সাম্প্রতিক অতীতে রাজ্যে মিড ডে মিলের পরিস্থিতি নিয়ে একাধিক অভিযোগ উঠেছে। প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও। কিছুদিন আগে কলকাতায় এসে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানও জানিয়েছিলেন, মিড ডে মিল নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ এসেছে তাঁর কাছে। সেই সময় কলকাতায় বসেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়ে গিয়েছিলেন, রাজ্যের বাস্তব চিত্র খতিয়ে দেখার জন্য জয়েন্ট রিভিউ মিশন পাঠানোর সিদ্ধান্তের কথা। সেই মতো রাজ্যে মিড ডে মিলের পরিস্থিতি সরেজমিনে ঘুরে দেখেন জয়েন্ট রিভিউ মিশনের প্রতিনিধি দল। বিগত কয়েকদিন ধরে রাজ্যের একের পর এক স্কুল ঘুরে দেখেন তাঁরা।

‘বিজেপি-র বিধায়ক-সাংসদ যোগাযোগ রাখছেন’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালের দলবদল ঘিরে জোর শোরগোল পড়ে গিয়েছে। আর এরই মধ্যে কার্যত বোমা ফাটালেন তৃণমূল মুখপাত্র তথা শাসক দলের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ। দলবদলের জল্পনা আরও উস্কে দিয়ে কুণালের দাবি, বিজেপির একাধিক নেতা তৃণমূলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। অন্তত ১৩ জন বিধায়ক ও ৬ জন সাংসদ তৃণমূলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন বলে দাবি কুণালের। বললেন, ‘‘যাঁরা যাঁরা এখন বিজেপির হয়ে বিবৃতি দেবেন, জেনে রাখুন তাঁদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন।

যতক্ষণ ওখানে (বিজেপি) থাকবেন, ততক্ষণ তাদের মতো করেই থাকতে হবে। সংখ্যাটি ১৩-র নীচে নয়। সর্বোচ্চ কত, তা সঠিকভাবে বলতে পারবেন অভিষেক।’’ পাশাপাশি সেই তালিকায় ৬ জন সাংসদ রয়েছেন বলেও দাবি কুণালের। কেন এতজন নেতা বিজেপি ছাড়তে চাইছেন? সেই ব্যাখ্যাও আছে তৃণমূল মুখপাত্রও কাছে। বলছেন, ‘‘এলাকাতে তাঁরা সেই স্পন্দনটি অনুভব করছেন। এলাকার মানুষ চাইছেন না বিজেপিকে। ফলে সেই জনপ্রতিনিধিরাও বুঝতে পারছেন, মানুষের সঙ্গে থাকাটাই ভাল।’’ কোন কোন নেতা-বিধায়কের সঙ্গে যোগাযোগ থাকছে, সেই বিষয়টি খোলসা না করলেও কুণালের বক্তব্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনাক্রমে শীর্ষ নেতৃত্ব এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। ততক্ষণ যেন ওই নেতারা বিজেপিতে যে নেতার ঘনিষ্ঠ, সেই মতোই থাকেন। বললেন, ‘‘কেউ দিলীপবাবুর সঙ্গে থাকুন, কেউ সুকান্তর সঙ্গে থাকুন, কেউ শুভেন্দুর সঙ্গে থাকুন বৈঠকগুলিতে থাকুন, যা যা ঘটবে, আমাদের জানাতে থাকুন।’’ যদিও এই বিষয়ে বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ এই বিষয়ে বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটি নতুন ট্রেন্ড হয়েছে। অনেকের পকেটে পকেটে এত বিধায়ক ঘুরছে শুনে জনগণ আঁতকে উঠছে। এর বদলে জনগণ যে কাজের দায়িত্ব রাজনীতিক ও জনপ্রতিনিধিদের দিয়েছে, সেই দিকে নজর দেওয়া হলে পকেটে ঘোরার বিষয়টি বন্ধ হয়ে যাবে।’’

ওঁকে স্বামী হিসাবেই মানি, এখনও আমার বাড়িতে পুরুষ মানুষ ঢোকে না রত্না

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ শোভন চট্টোপাধ্যায় ও রত্না চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ বিচ্ছেদ মামলার শুনানি ছিল সোমবার। তবে এদিন আলিপুর আদালতে শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে উপস্থিত থাকলেও আসেননি রত্না চট্টোপাধ্যায়। গত ৩০ তারিখ আদালতে তাঁদের শুনানি চলাকালীন ঝামেলা হয়। সেই কারণে এদিন পুলিশি ঘেরাটোপের মধ্যেই হয় শুনানি। এ দিন আদালত চত্বর থেকে বেরনোর পর রত্না চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘‘শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় ভয় পেয়েছেন। আমি এতে খুশি। ভয় কাকে বলে সেটা ওনারা বুঝুক। ওনারা যা করে বেরিয়েছেন বহু মানুষ ভয় পেয়েছে। আজ ওঁরা ভয় পাচ্ছে। আমার কোনও মানসিকতাই নেই ওনাকে কোনও নোংরা কথা বলার। উনি পুলিশ প্রোটেকশন নিয়ে রাজ্য সরকারের টাকা নষ্ট করছেন। আমি কোনও অন্যায় করিনি। তাই ভয় পাই না।’’ এখানেই শেষ নয়, রত্না আরও বলেন, ‘‘এই ডিভোর্স কেস চলবে। শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেছেন আমি নাকি চ্যাটার্জি থেকে দাস হব। কিছুদিনের মধ্যেই। তাতে আমার কোনও লজ্জা নেই। বাবার পদবী নিলে আমি খুশিই হব।’’ আজ আদালত থেকে বের হওয়ার পর সাংবাদিকদের সামনে শোভন চট্টোপাধ্যায় দাবি করেন, এটা একটা ডেড ম্যারেজ কেস। কারণ বহুদিন আমার ওনার সঙ্গে সম্পর্ক নেই। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রত্না বলেন, ‘‘ওনার কাছে সম্পর্কটা ডেড-ম্যারেজ হতেই পারে। কিন্তু আমি এখনও স্বামী হিসাবে মানি। আমি ডিভোর্সি নই। এখনও এই বিবাহ বিচ্ছেদ মামলা ওনাকে টানতে হবে। আমি চট্টোপাধ্যায় পদবী ব্যবহার করতে গর্ববোধ করি। কারণ আমি এখনও ওনাকে স্বামী হিসেবে মানি।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘আমার শুভবুদ্ধি চিরকালই ছিল। এখনও আছে। আমার শুভবুদ্ধি রয়েছে বলেই ওরা এখনো লিভইন করে। আমি এখনও সমাজের কাছে ভদ্র মহিলা। আমার বাড়িতে এখনও কোনও পুরুষ মানুষ ঢোকে না। আর উনি একজন অন্য মহিলার স্বামীকে কেড়ে নিয়ে লিভিং করেন। শোভন চট্টোপাধ্যায় মেয়র থাকার পরেও এখনও এত ভীতু সেটা আমি আগে বুঝতে পারিনি।’’

বেসরকারি ও কর্পোরেট সংস্থায় লভ্যাংশ বৃদ্ধির ফলে আর্থিক সংস্থাগুলির ঋণদান বেড়েছে

নয়াদিল্লি,৬ ফেব্রুয়ারিঃ সম্প্রতি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন সংসদে ২০২২-২৩ এর অর্থনৈতিক সমীক্ষা পেশ করেছেন। সমীক্ষার মূল বিষয়গুলি নিম্নরূপঃ ২০২২ - ২৩ এ দেশের অর্থনীতিঃ অতিমারীজনিত সঙ্কোচন, রাশিয়া - ইউক্রেন যুদ্ধ এবং মুদ্রাস্ফীতি থেকে ভারতীয় অর্থনীতি ব্যাপক ভিত্তির পুনরুদ্ধার হয়েছে এবং ২০২৩ অর্থবর্ষে প্রাক্-অতিমারী পর্যায়ে পৌঁছবে। ২০২৪ অর্থবর্ষে ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার ৬ - ৬.৮ শতাংশ হতে পারে। ২০১৫ অর্থবর্ষ থেকে এ পর্যন্ত পণ্যের ব্যক্তিগত চাহিদা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। ফলে, দেশে উৎপাদন ক্ষেত্রে বিকাশ নিশ্চিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের মূলধনী ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্ষেত্রে ২০২২ - এর জানুয়ারি থেকে নভেম্বরের মধ্যে ৩০.৬ শতাংশ হারে ঋণদান বৃদ্ধি পেয়েছে।২০২২ - এর নভেম্বরে খুচরো মুদ্রাস্ফীতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে এসেছে। ২০২২ - এর এপ্রিল থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে বিশ্বের বিকাশশীল বাজার অর্থনীতিগুলির মধ্যে ভারতীয় টাকার মূল্যমান উল্লেখযোগ্যভাবে বজায় থেকেছে।২০২২ - এর এপ্রিল থেকে নভেম্বরের মধ্যে প্রত্যক্ষ কর রাজস্ব আদায় উর্ধ্বমুখী। কর্মসংস্থানের হার বাড়ায় দেশের শহরাঞ্চলে বেকারত্বের হার কমেছে এবং কর্মচারী ভবিষ্যনিধিতে মোট নথিভুক্তির সংখ্যা বেড়েছে।ভারতীয় অর্থনীতির মধ্যবর্তী বৃদ্ধির পূর্বাভাষঃ ভারতীয় অর্থনীতিতে ব্যাপক ভিত্তির কাঠামোগত এবং সরকারি সংস্কার হওয়ায় ২০১৪ - ২২ এর মধ্যে দেশের অর্থনীতির দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। জীবনযাপনের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এবং সহজে ব্যবসার সুবিধা দিতে ২০১৪ সালের পর বিশ্বাস-ভিত্তিক প্রশাসন পরিচালন, বিকাশের লক্ষ্যে বেসরকারি ক্ষেত্রের সঙ্গে অংশীদারিত্ব এবং কৃষি উপাদনশীলতা বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়েছে।২০১৪ - ২২ সালের মধ্যে বেসরকারি ও কর্পোরেট ক্ষেত্রে মুনাফার সমস্যা দেখা দিয়েছিল। ফলে ঋণদান, পুঁজি-সৃজন এবং অর্থনৈতিক বিকাশ বিঘ্নিত হয়েছিল। ১৯৯৮ - ২০০০ সালের মধ্যেও অনুরূপভাবে সরকারি ক্ষেত্রে রূপান্তরমূলক সংস্কারের সরকারি উদ্যোগের ফলে অর্থনীতিতে সাময়িক ধাক্কা লাগায় বৃদ্ধি কমেছিল। তবে, ২০০৩ সাল থেকে কাঠামোগত সংস্কারের সুফল অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পাওয়া যেতে শুরু করে। অনুরূপভাবে, ভারতীয় অর্থনীতি অতিমারী এবং ২০২২ - এর বিশ্বব্যাপী পণ্য মূল্য বৃদ্ধির সমস্যা কাটিয়ে উঠেছে। ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক নয় এমন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেট ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মুনাফা হওয়ায় ঋণদানের ক্ষেত্রে নতুন করে অনুকূল পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। গত কয়েক মাসে ঋণদান বৃদ্ধির হার দুই অঙ্ক ছাড়িয়েছে।ডিজিটাল প্রযুক্তি ভিত্তিক অর্থনৈতিক সংস্কার ভারতীয় অর্থনীতিতে উচ্চ হারে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং অর্থনৈতিক সুযোগ নিশ্চিত করেছে। ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পূর্বাভাষ হিসাবে প্রাক্-অতিমারী সময়ের বিকাশ-ভিত্তিক পর্যায়ে উঠে আসার কথা বলা হয়েছে।আর্থিক বিষয়সমূহ - উর্ধ্বমুখী রাজস্ব সংগ্রহঃ২০২৩ অর্থবর্ষে অর্থনৈতিক কাজকর্ম বৃদ্ধি, প্রত্যক্ষ কর এবং পণ্য ও পরিষেবা কর বাবদ রাজস্ব আয় বৃদ্ধি।২০২২ - এর এপ্রিল থেকে নভেম্বরের মধ্যে মোট কর রাজস্ব বাবদ আয় ১৫.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি।অর্থবর্ষের প্রথম ৮ মাসে প্রত্যক্ষ কর রাজস্ব গত অর্থবর্ষের একই সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।পণ্য ও পরিষেবা কর কেংদ্র ও রাজ্য সরকারগুলির গুরুত্বপূর্ণ রাজস্বের উৎস হিসাবে উঠে এসেছে। এ বাবদ রাজস্ব আয় ২০২২ - এর এপ্রিল থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ২৪.৮ শতাংশ বেড়েছে।কেন্দ্রীয় সরকার মূলধনী খাতে ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়েছে। ২০০৯ - ২০২০'র মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে গ। ব্যয় মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ১.৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২২ অর্থবর্ষে ২.৫ শতাংশ হয়েছে। কেন্দ্র মূলধনী খাতে রাজ্যগুলিকে ব্যয়ে উৎসাহিত করতে সুদ মুক্ত ঋণ এবং ঋণ গ্রহণের সর্বোচ্চ সীমা বাড়িয়েছে।সড়ক, মহাসড়ক, রেল, আবাসন, নগোরন্নয়নের মতো পরিকাঠামো ভিত্তিক ক্ষেত্রে জোর দিতে মূলধনী খাতে ব্যয় বৃদ্ধির ফলে মধ্যবর্তী পর্যায়ের আর্থিক বিকাশে সদর্থক প্রভাব পড়েছে।আর্থিক পরিচালনঃএকটি সদর্থক বর্ষঃ ২০২২ - এর এপ্রিল মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উদ্যোগে যে কঠোর আর্থিক ব্যবস্থার সূচনা হয়েছে, তার ফলে রেপো রেট ২২৫ বেসিস পয়েন্ট বেড়েছে। ফলে, নগদ অর্থ সরবরাহ কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থার মুনাফা বৃদ্ধির ফলে আর্থিক সংস্থাগুলি বর্ধিত হারে ঋণ প্রদান করেছে। এর ফলে, বেসরকারি বিনিয়োগ ক্ষেত্রে উর্ধবগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। ব্যাঙ্ক নয়, এ ধরনের আর্থিক সংস্থাগুলি কর্তৃক ঋণদানের পরিমাণও বেড়েছে। তফশিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি মোট অনুপাদক সম্পদের হার ৭ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন ৫ শতাংশ হয়েছে। দেউলিয়া বিধির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কগুলির আর্থিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের হারও উল্লেখযোগ্য হয়েছে। মুল্য ও মুদ্রাস্ফীতিঃ ২০২২ - এ উন্নত দেশগুলিতে উচ্চ হারে মুদ্রাস্ফীতি ফিরে এলেও ভারতে বিভিন্ন পণ্যের মূল্য হার নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছে। ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে ভারতে মুদ্রাস্ফীতির হার ৭.৮ শতাংশ হলেও বর্তমানে এই হার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লক্ষ্যমাত্রা ৬ শতাংশের মধ্যে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। সরকার বিভিন্ন ধরনের পণ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধে বহুমুখী ব্যবস্থা নিয়েছে। পেট্রোল ও ডিজেলের রপ্তানী শুল্ক পর্যায়ক্রমে কমানো হয়েছে। বিদেশে রপ্তানীযোগ্য পণ্যের উপর শুল্ক কমিয়ে শূন্যে নামিয়ে আনা হয়েছে এবং লৌহ আকরিকের মতো পণ্যের উপর রপ্তানী মাশুল ৩০-৫০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে।তুলো আমদানীর উপর শুল্ক ২০২২ - এর ১৪ এপ্রিল থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে ছাড় দেওয়া হয়েছে। গমের মতো পণ্যের রপ্তানী নিষিদ্ধ করা হয়েছে। খনিজ তেল, রিফাইন্ড পাম তেল, সয়াবীন ও সূর্যমুখী তেলের উপর শুল্ক কমানো হয়েছে।আবাসন ক্ষেত্রে যথাযথ সময়ে সরকারি হস্তক্ষেপ, গৃহ ঋণের কম সুদের হার এই ক্ষেত্রকে ক্রেতাদের জন্য অনুকূল করে তুলেছে।আবাসনের জন্য আর্থিক ক্ষেত্রে উর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। আবাসন মূল্য সূচকে স্থিতিশীলতার ফলে গৃহ ক্রেতাদের এবং গৃহ ঋণদাতাদের আস্থা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।সামাজিক পরিকাঠামো এবং কর্মসংস্থানঃ সামাজিক ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বাজেট ব্যয় ২০২৩ অর্থবর্ষে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ২.১ শতাংশে পৌঁছেছে। সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ ২০২৩ অর্থবর্ষে ২১.৩ লক্ষ কোটি টাকা ছুঁয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচকের হিসাব অনুসারে ২০০৫-৬ থেকে ২০১৯-২০'র মধ্যে ৪১.৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্য সীমার উপরে উঠে এসেছেন।অসংগঠিত শ্রমিকদের সুবিধার্থে একটি জাতীয় তথ্য ভান্ডার তৈরি করতে ই-শ্রম ভান্ডার তৈরি হয়েছে। শ্রম বাজারে প্রাক্-কোভিড পর্যায়ের মতো গ্রাম ও শহরাঞ্চলে বেকারত্বের হার ২০১৮-১৯ এর ৫.৮ শতাংশ থেকে কমে ২০২০-২১ এ ৪.২ শতাংশ হয়েছে। ২০২২ অর্থবর্ষে স্কুলে মোট অন্তর্ভুক্তির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। অনুর্ধ্ব ৫ বছরের শিশু মৃত্যুর সংখ্যা দীর্ঘস্থায়ীভাবে কমেছে।সারা দেশে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে ২২ কোটি মানুষ সুবিধাভোগ করেছেন। এই প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে ১ লক্ষ ৫৪ হাজার স্বাস্থ্য কেন্দ্র কাজ করছে।জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশঃ ২০৭০ সালের মধ্যে ভারত কার্বন গ্যাস নির্গমন মুক্ত দেশের লক্ষ্য অর্জন করবে।ভারত ২০৩০ সালের আগেই দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৪০ শতাংশ জীবাশ্ম মুক্ত জ্বালানী থেকে পাবে। ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে শক্তি ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভর করে তুলতে জাতীয় গ্রিন হাইড্রোজেন মিশন ঘোষণা করা হয়েছে।২০২২ - এর অক্টোবরের মধ্যে দেশে জাতীয় সৌর মিশনে ৬১.৬ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রে ভারতে গত ৭ বছরে ৭ হাজার ৮১০ কোটি ডলার বিনিয়োগ হয়েছে। ২০২২ সালের অগাস্ট পর্যন্ত সারা দেশে ৬২ লক্ষ ৮০ হাজার পারিবারিক শৌচাগার এবং ৬ লক্ষ ২০ হাজার জনশৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে।কৃষি ও খাদ্য পরিচালন ব্যবস্থাঃবিগত কয়েক বছরে ধরেই কৃষি ও সংশ্লিষ্ট শিল্পের বিকাশে উর্ধ্বগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দেশের খাদ্যশস্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কৃষকদের জন্য বাজার পরিকাঠামো সহ বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগে কৃষি পরিকাঠামো তহবিল থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কৃষি থেকে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করতে বিভিন্ন কৃষি পণ্যের লাভজনক মূল্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ঋণের পরিমাণ বেড়ে ১৮ লক্ষ্য ৬০ হাজার কোটি টাকা হয়েছে। দেশের খাদ্যশস্য উপাদন ২০২১-২২ এ ৩১ কোটি ৫৭ লক্ষ টনে পৌঁছেছে। জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন অনুসারে ২০২৩ এর পয়লা জানুয়ারি থেকে আরও এক বছরের জন্য ৮১ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষকে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হবে।শিল্পঃ ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের প্রথমার্ধে শিল্প ক্ষেত্রে মোট মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ৩.৭ শতাংশ হারে বেোছে। ২০২১ সালের জুলাই মাস থেকে পরবর্তী ১৮ মাসে শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা উর্ধ্বমুখী থেকেছে। ২০১৯ - ২০২২ এর মধ্যে ইলেক্ট্রনিক্স পণ্যের রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১ হাজার ১৬০ কোটি ডলার হয়েছে। সারা বিশ্বের মধ্যে মোবাইল ফোন উপাদনে ভারত দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থান অর্জন করেছে। ওষুধ শিল্পে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ ২০২২ অর্থবর্ষে প্রায় ৭ কোটি ডলারে পৌঁছেছে।পরিষেবাঃ পরিষেবা রপ্তানীর ক্ষেত্রে ২০২১ সালের মধ্যে ভারত বিশ্বের ১০টি শীর্ষ স্থানীয় দেশের মধ্যে স্থান পেয়েছে। ২০২১ সালে বিশ্বের মোট বাণিজ্যিক পরিষেবার ৪ শতাংশ ভারত থেকে রপ্তানী হয়েছে। পর্যটন ক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয়েছে। ২০২৩ অর্থবর্ষে ভারতে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি হয়েছে। ভারতে ডিজিটাল মঞ্চের মাধ্যমে আর্থিক পরিষেবা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে।

তুরস্কে ভূমিকম্পে প্রাণহানির ঘটনায় ব্যথিত প্রধানমন্ত্রী, দু ঃসময়ে পাশে থাকার বার্তা মোদীর

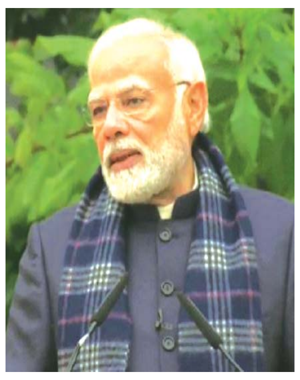

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃতুরস্কে ভূমিকম্পে প্রাণহানি ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতিতে দু ঃখপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি। আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুক এই কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এই দু ঃখের সময়ে ভারত সরকার তুরস্কের পাশে রয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।সোমবার ভোরে ৭.৮ তীব্রতার ও ৬.৭ তীব্রতার শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভূত হয় তুরস্কে, কেঁপে ওঠে সিরিয়াও। এখনও পর্যন্ত দুই দেশে ভূমিকম্পে মৃত্যু হয়েছে ১৫০০ জনের, আহতের সংখ্যা এক হাজারের বেশি। ভেঙে পড়েছে অজস্র বহুতল। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

মহীন অন্তহীনঃবাপিদা'র জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃবাংলার প্রথম নগরবাউলদের দল মহীনের ঘোড়াগুলির অন্যতম স্থপতি বাপিদা ওরফে তাপস দাস ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত। গান গেয়েই দিন গুজরান তাঁর। ইতিমধ্যেই রাজরোগের মোকাবিলায় চিকিৎসা ও আনুষঙ্গিক ব্যয় সামলাতে গিয়ে তাঁর ছোট্ট মধ্যবিত্তের সংসারের যসামান্য জমানো অর্থের নিরাপত্তায় ব্যাপক টান পড়েছে। বাপিদাকে সুস্থ দেখতে তাঁর পাশে বারবার দাঁড়াতে চেয়েছেন দুই বাংলার শিল্পীরা। মহীনের ঘোড়াগুলির সলতে পাকানো সত্তরের প্রেসিডেন্সির ক্যান্টিনে। মহীন তো বটেই মহীনের ধারাবাহিকতার গানবাজনার সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজের, এবং একই সূত্রে বাপিদার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিবিড়। সেই দায় থেকেই, আরও বড়ো হয়ে ডাক দেয় আন্তরিকতা। আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে এক মঞ্চে আসতে চলেছেন বাংলার শিল্পীরা, বাপিদা'র জন্য। অনুষ্ঠান থেকে সংগৃহীত অর্থ 'আইকন-এর পক্ষ থেকে বাপিদা ও তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে ইংরেজি স্নাতক, তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়া বরিষণ রায় জানান, অনুষ্ঠানে সঙ্গে থাকছেন অনিন্দ্য, উপল, পরমা, আব্রাহাম মজুমদার, প্রদীপ চট্টোপাধ্যায় (কুলা), অয়ন মুখার্জী, সিধু, গাবু, ইন্দ্রজি সেন, প্রবুদ্ধ ব্যানার্জী, সাত্যকি, রূপঙ্কর, নবমিতা দাস, সোনার বাংলা সার্কাস, দেবদীপ এবং আরও অনেকে। প্রবেশ আমন্ত্রণমূলক। আমন্ত্রণপত্রের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুনঃ অপলক (৭৪৩৯৩০৩২৭৯),সৃজনী (৯২৩৯২ ২২৭৫৭),অভিজিৎ (৯৮০৭২১৯৭৫)।

সাগরদিঘিতে অন্তত ৫০ হাজার ভোটে জিতবে তৃণমূল, দাবি ফিরহাদের

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃসামনেই সাগরদিঘি বিধানসভা উপনির্বাচন। সেখানে অন্তত ৫০ হাজার ভোটে জিতবে তৃণমূল। এমনটাই দাবি পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতা পুরনিগমের মেয়র ফিরহাদ হাকিমের।সম্প্রতি ফিরহাদ সাংবাদিকদের কাছে দাবি করেন, বাম, বিজেপি এবং কংগ্রেস একত্রে লালেও সেখানে একা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হবে তৃণমূল। ব্যবধান থাকবে অন্তত ৫০হাজার।পঞ্চায়েত ভোটে বীরভূমে তৃণমূলের জয় নিয়েও আত্মবিশ্বাসী ফিরহাদ। তিনি বলেন, ১০০ শতাংশ আসনে জয়ী হবে তৃণমূল। বাম এবং বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেন, অন্যদিকে ল।াই করবে দু'টো বাচ্চা ছেলে। তাঁর দাবি, পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরে লোকসভাতেও ব্যাপক হার হবে তৃণমূল বিরোধীদের।মেয়র এদিন বলেন, রুবেলা এবং হামের ভ্যাকসিন নিয়ে অনেকের মধ্যে বিভ্রান্তি আছে। সেই বিভ্রান্তি কাটতে হবে। ফিরহাদের সচেতনতা বার্তা, ভ্যাকসিনগুলি সম্পূর্ণ নিরাপদ।

আদানি ইস্যুতে আলোচনার দাবিতে অনড় বিরোধীরা, দু'টো পর্যন্ত মুলতুবি উভয়কক্ষের অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃআদানি ইস্যুতে আলোচনার দাবিতে অন। বিরোধীদের তুমুল হৈ-হট্টগোলের জেরে সোমবারও বিঘ্নিত হল সংসদের উভয় কক্ষের কাজকর্ম। তুমুল হইচইয়ের কারণে লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন দুপুর দু'টো পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে গিয়েছে। সংসদ চত্বরে এদিন বিরোধী দলগুলি এই বিষয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটি অথবা সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে তদন্তের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান।সংসদের বাজেট অধিবেশনে নিজেদের রণকৌশল ঠিক করতে সোমবার সকালেই বৈঠকে বসেন বিরোধী দলের সাংসদরা। বৈঠকের পরে তাঁরা আদানি ইস্যুতে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে তাঁরা বিক্ষোভ দেখান। পরে অধিবেশন শুরু হওয়ার পর, যৌথ সংসদীয় কমিটি অথবা সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে আদানি গ্রুপের শেয়ার সংক্রান্ত কথিত বিতর্কের তদন্তের দাবি জানাতে থাকেন বিরোধী সাংসদরা। সংসদের উভয়কক্ষে এই ইস্যুতে আলোচনার দাবি জানান বিরোধী সাংসদরা। তুমুল হইচইয়ের কারণে দুপুর দু'টো পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয় লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন।

আপ-বিজেপি ঝামেলায় তৃতীয়বারের জন্য আটকে গেল দিল্লির মেয়র নির্বাচন

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃসোমবার তৃতীয়বার দিল্লির মেয়র নির্বাচনকে ঘিরে হইহট্টগোলে বানচাল হয়ে গেল। লেফটেন্যান্ট গভর্নের মনোনীত ১০ সদস্যকে ভোটদানের অনুমোদন দেওয়ার বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদে শামিল হন আম আদমি পার্টির কাউন্সিলররা। পাল্টা বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। সবমিলিয়ে পরিস্থিতি ঘোরালো হলে সভা মুলতুবি করে দেন প্রিসাইডিং অফিসার। এর আগে দু'বার বিজেপি এবং আপের মধ্যে ঝামেলার জেরে তা স্থগিত হয়ে গিয়েছিল মেয়র নির্বাচন। রাজধানীর লেফটেন্যান্ট গভর্নরের পাওয়া ১০ সদস্য ভোটদান করতে পারবে কি না সেই বিতর্কেই স্থগিত হয় ৬ জানুয়ারির মেয়র নির্বাচন। এরপর ২৪ জানুয়ারি বিশৃঙ্খলার কারণ দেখিয়ে সভা মুলতুবি করে দেন প্রিসাইডিং অফিসার।১৫ বছর ধরে পুরবোর্ডের ক্ষমতায় ছিল বিজেপি। তাকে সরিয়ে সদ্য ক্ষমতায় এসেছে আপ। সংখ্যার জোরে মেয়র পদে তারাই জিতবে। তবে স্ট্যান্ডিং কমিটির নির্বাচনের ক্ষেত্রে ততটা নিশ্চিত নয় অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল। ১৮ সদস্যের স্ট্যান্ডিং কমিটির ৬ জনের নির্বাচন হবে। এর মধ্যে আপ তিনটি জিতবে এবং বিজেপি দুটি। ছ' নম্বর আসনও বিজেপির জেতার কথা যদি লেফটেন্যান্ট গভর্নরের মনোনীত ১০ সদস্যকে ভোট দিতে দেওয়া হয়। বাকি ১২ জন স্ট্যান্ডিং কমিটি সদস্যকে জোনাল নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচন।

তৃতীয়বার গ্র্যামি জিতলেন ভারতের রিকি কেজ, সঙ্গীতশিল্পীকে অভিনন্দন অনুরাগ ঠাকুরের

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ একমাত্র ভারতীয় হিসেবে তৃতীয়বার গ্র্যামি পুরস্কার জিতলেন ভারতীয় সঙ্গীতশিল্পী রিকি কেজ। তাঁর ডিভাইন টাইডস অ্যালবামের জন্য এই বছর তিনি গ্র্যামি পুরস্কার পেলেন। সেরা মগ্ন করে দেওয়ার মত অ্যালবাম বিভাগে এই পুরস্কার জিতেছেন তিনি। ২০১৫ সালে রিকি নিজের প্রথম গ্র্যামিটি জিতেছিলেন। গত বছর দ্বিতীয়বার গ্র্যামি জেতেন। তিনি আইকনিক ব্রিটিশ রক ব্যান্ড দ্য পুলিশ-এর ড্রামার স্টেয়ার্ট কোপল্যান্ডের সঙ্গে যৌথভাবে পুরস্কারটি পেয়েছেন।উল্লেখ্য, ডিভাইন টাইডস অ্যালবামে বসুধৈব কুটুম্বকম অর্থাৎ বিশ্ব এক পরিবারের ভাবনাকে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। ৯টি গান ও ৮টি মিউজিক ভিডিও-তে ভারতের হিমালয় থেকে স্পেনের তুষারাবৃত জঙ্গলের সৌন্দর্যকে তুলে ধরা হয়েছে। এক বিবৃতিতে রিকি কেজ বিশ্ব সঙ্গীতের এই সর্ববৃহ মঞ্চে দেশকে গর্বিত করতে পেরে তাঁর কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন। রিকি সর্বকনিষ্ঠ এবং চতুর্থ ভারতীয় হিসেবে গ্র্যামি জিতলেন। এক ট্যুইট বার্তায় রিকি তাঁর এই সম্মান সমগ্র ভারতবাসীকে উসর্গ করেছেন।

বিধানসভায় নতুন বিধায়কদের রীতির পাঠশালা

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃসোমবার বিধানসভায় নতুন বিধায়কদের পরিষদীয় রীতি-নীতির পাঠ দিলেন বিশিষ্ট সাংসদ এবং বিধায়করা।পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ৭০ শতাংশ নতুন বিধায়ক। নতুন বিধায়করা, বিধানসভার রীতিনীতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা না থাকার কারণে প্রায়ই খুব সমস্যায় পড়েন। কীভাবে মুলতুবি প্রস্তাব আনতে হয়, দৃষ্টি আকর্ষণীয় প্রস্তাব আনতে হয় ও প্রস্তাব আনতে হয়, তার পাঠ দিতেই এই বিশেষ কর্মশালা। এই কর্মশালায় শিক্ষক হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায়, ছিলেন মানস রঞ্জন ভুঁইয়া ও শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের মতো প্রবীণ জনপ্রতিনিধিরা।কর্মশালার পৌরহিত্য করেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়েছে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, মনোজ টিপ্পা, নির্মল ঘোষ ও তাপস রায়কে।বিধানসভাকে বলা হয় আইনসভা। এখানে থেকে রাজ্যের আইন তৈরি হয়। গণতন্ত্রে বিরোধীদের জায়গা বলা হয় বিধানসভাকে। নতুন বিধায়করা অনেকেই বিধানসভার রীতিনীতি জানেন না।যার ফলে কী প্রক্রিয়ায় নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরতে হবে তা তাঁরা বুঝতে পারেন না। অনেকে নিয়ম না জানার ফলে বলতে সাহস পান না। সেই বিধায়কদের রীতি শেখানোর জন্যে এই পাঠ দেওয়া হয়। এটা অলিখিত রীতি। যা চলে আসছে।প্রতিবারই এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বর্ষীয়ান জনপ্রতিনিধি এবং পরিষদীয় মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। বিধানসভায় বক্তব্য রেকর্ডেড থাকে। এখানে রীতি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখনও অনেককে স্মৃতিচারণ করে বলতে শোনা যায় বেশ কয়েকজন সাংসদ, বিধায়কের কথা। যাঁরা আইনসভার রীতিনীতিতে পারদর্শী ছিলেন। অসাধারণ বাগ্মিতাকে কাজে লাগিয়ে আইনসভাকে আলোকিত করতেন।

নাগাল্যান্ড বিধানসভা নির্বাচনে মনোনয়ন জমা মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিওর

কোহিমা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ নাগাল্যান্ড বিধানসভার আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও। ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক প্রগ্রেসিভ পার্টি (এনডিপিপি) প্রার্থী হিসেবে আজ সোমবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিওকে উত্তর আঙ্গামী-২ আসনের জন্য তাঁর মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।মনোনয়নপত্র পেশ করে বাইরে অপেক্ষারত সংবাদিকদের সঙ্গে বার্তালাপ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী রিও বলেন, ' এখন পর্যন্ত আমার উপর আস্থা রাখার জন্য আমি আমার নির্বাচনী এলাকার জনগণকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবারের ভোটেও আমি বিনীতভাবে তাঁদের আশীর্বাদ ও সমর্থন কামনা করছি।' তিনি বলেন যে, আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় ভোটে শরিক দল বিজেপির সঙ্গে ৪০-২০ আসনে রফা হয়েছে। এবারও এনডিপিপি-র নেতৃত্বে নাগাল্যান্ডে তাঁর সরকার গঠন হবে। রাজ্যের মানুষ উন্নয়নের ভিত্তিতে এনডিপিপি জোটকেই ভোট দেবেন।

বিহারে মদ পাচারের অভিযোগে ধৃতদের ১৪ দিনের জেল হেফাজত

কিশনগঞ্জ, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ বিহারের কিশনগঞ্জে রবিবার দুপুরে একটি গাড়ি থেকে প্রচুর পরিমান মদ উদ্ধার করে কিশনগঞ্জ আবগারি দফতর। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় দুই পাচারকারীকে। সোমবার ধৃতদের কিশনগঞ্জ আদালতে তোলা হয়। ধৃতদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে।জানা গেছে, গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে কিশনগঞ্জ আবগারি দফতরের কর্মীরা ৩১ নম্বর জাতীয় স।কে রামপুর আবগারি চেকপোস্টে একটি গাড়িকে আটক করে তল্লাশি চালায়। তল্লাশি চালাতেই গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ৩২৭ লিটার বিদেশী মদ। এই মদ পাচারের ঘটনায় গ্রেফতার হয় মহম্মদ আবুল কালাম(২০)ও মহম্মদ আবদুল ওয়াহিদ(২১)নামে দুই পাচারকারীকে। এই দুজনের বাড়ি বিহারের আরারিয়ায়। বাজেয়াপ্ত করা হয় পাচারে ব্যবহৃত গাড়িটিকেও। জেলার আবগারি সুপার তারিক মাহমুদ জানান, উদ্ধার হওয়া মদ বিহারের আরারিয়ায় পাচার করা হচ্ছিল উত্তরদিনাজপুরের কানকি থেকে এনে। ধৃতদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে কিশনগঞ্জ আদালত।

নতুন ৫ বিচারপতি পেল সুপ্রিম কোর্ট, শীর্ষ আদালতে বিচারকের সংখ্যা বেড়ে ৩২

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ নতুন ৫ জন বিচারপতি পেল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন বিচারপতি পঙ্কজ মিথাল, বিচারপতি সঞ্জয় কারোল, বিচারপতি সঞ্জয় কুমার, বিচারপতি আহসানউদ্দিন আমানুল্লাহ এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্র।নতুন ৫ জন বিচারপতিকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়। নতুন ৫ জন

বিচারপতি শপথ নেওয়ার পর, সর্বোচ্চ আদালতে মোট বিচারকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২, যা পূর্ণ ক্ষমতার খেতে দুই কম।

সংক্রমণ কমে ৯১ মৃত্যুও থেমেছে, আরোগ্যের সংখ্যায় ফের বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃভারতে করোনা ভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ ফের ১০০-র নীচে নেমে এসেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৯১ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়নি কারও। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৯১ জন, নতুন করে কারও মৃত্যু না হওয়ার পর ভারতে করোনায় মোট মৃতের সংখ্যা এই মুহূর্তে ৫,৩০,৭৪৫।দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে ১ হাজার ৮১৭-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৫০,৮৯২ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৪,৪৬,৮৩,৪৫৪।এদিকে, দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৪৩ হাজার ২৭৭ জন প্রাপক, ফলে ভারতে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৫৭,৯৬,৩০৩। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৫ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ৬২,৭৯০ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। অন্যদিকে বিশ্বজুড়ে ওয়াশিংটনে, টানা কয়েকদিন বাদে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ ও মৃত্যু স্বস্তি দিল। বিশ্বজুড়ে মারণ ভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ এক লক্ষ ও দৈনিক মৃত্যু পাঁচশোর গণ্ডির নিচে নামল। গত ২৪ ঘন্টায় প্রাণঘাতী ভাইরাসে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৮৯ হাজার ৮৫০ জন। আর করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৪৮৬ জনের। দৈনিক সংক্রমণ ও মৃত্যুর নিরিখে শীর্ষে রয়েছে জাপান। একই সময়ে করোনাকে হারিয়ে জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়েছেন এক লক্ষ ৩০ হাজার ৬৪৯ জন। অ্যাকটিভ কেসের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ৮ লক্ষ ৪৯ হাজার ৫৭৪ জনে।সোমবার সকালে পরিসংখ্যান সংক্রান্ত ওয়েবসাইট 'ওয়াল্ডোমিটারের'তথ্য অনুযায়ী গত ২৪ ঘন্টায় পূর্ব এশিয়ার দেশ জাপানে করোনা ভাইরাসে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৩২ হাজার ৪৫৯ জন। এ নিয়ে মহামারীর প্রকোপ শুরু হওয়ার পরে দেশটিতে করোনায় সংক্রমিত হলেন ৩ কোটি ২৭ লক্ষ ৪৪ হাজার ৭০৫ জন। মারণ ভাইরাসের ছোবলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন আরও ১৮৮ জন। এ নিয়ে প্রাণ হারালেন ৬৯ হাজার ৪৭৭ জন।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৭ ফেব্রুয়ারি ঃরবিবার, ২৩মাঘ মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৭ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২৩ মাঘ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৩ মাঘ মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ২৩ মাঘ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হবে। পরে পরিস্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.০১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৬.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৩৩শতকরা। বৃষ্টি হয়নি শনিবার । জোয়ার- সকাল ১১টা ২০ মিনিট এবং রাত-১১টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-১১টা ২০মিনিট। রাত-১১টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৬ টা ১৫মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজকের দিনেঃ ৫ টা - ২৬মিনিটের মধ্যে হবে আবহাওয়া পরিবর্তন

রাশিফল

মেষ রাশিঃমদ্যপান করবেন না- এতে ঘুমের ব্যাঘাত হয় এবং গাঢ় বিশ্রাম হয় না। আজ কোনও নিকট আত্মীয়ের সহায়তায় আপনি আপনার ব্যবসায় ভাল করতে পারবেন যা আপনাকে আর্থিকভাবেও উপকৃত করবে।।
বৃষ রাশিঃ আজ, আপনার স্বাস্থ্য সুস্থ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আপনার সুস্বাস্থ্যের কারণে আপনি আজ আপনার বন্ধুদের সাথে খেলার পরিকল্পনা করতে পারেন। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন।
মিথুন রাশিঃঅন্যদের সাথে খুশি ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে স্বাস্থ্যের বিকাশ ঘটতে পারে।
কর্কট রাশিঃতেলমশলাযুক্ত এবং উচ্চ কোলেস্টেরল খাবার এড়ানোর চেষ্টা করুন। আজকের জন্যই বাঁচার আপনার যে প্রবণতা সেটিকে এবং বিনোদনের খাতে অত্যধিক খরচ করায় লাগাম দিন।
সিংহ রাশিঃবিবাহের যোগ। সন্তান হতে পারে। আর্থিক সংকট হবে।
কন্যা রাশিঃশরীর ভালো থাকবে। বাড়িতে অতিথি আসবে আজ।
তুলা রাশিঃআপনার ভয়ের প্রতিকার করার জন্য এটি উপযুক্ত সময়। নিয়মিত রোজ ব্যায়াম কর
বৃশ্চিক রাশিঃআপনি আজ খুব সক্রিয় এবং চটপটে থাকবেন।
ধনু রাশিঃ আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। বিবাহের যোগ হবে।
মকর রাশিঃআর্থিক সঞ্চয় দূর হবে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিনহবে
কুম্ভ রাশিঃআপনি অবসর যাপনের আনন্দ উপভোগ করবেন। সন্তান হতে পারে আজ
মীন রাশিঃবন্ধুবান্ধবদের সাথে সন্ধ্যাযাপন সুখকর হবে কিন্তু অতিরিক্ত খাওয়া এবং মদ সম্পর্কে যত্নশীল হোন। স্বাস্থ্যের জন্য আপনাকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। পড়াশুনোর পরিবর্তে বাইরের কাজকর্মে

বাগনানে ঝড়খণ্ডের ইউটিউবার খুনে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ঝাড়খন্ডের ইউটিউবার রিয়া কুমারী খুনের ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধার করলো পুলিশ বাগনানের চন্দ্রপুর থেকে, ঝাড়খণ্ডের ইউটিউবার রিয়া কুমারী ওরফে ঈশা আলিয়া খুনে ব্যবহৃত নাইন এম এম পিস্তল ও গুলির খোল । জানা গিয়েছে, ঈশা আলিয়ার স্বামী ও তার দেওর ও দুই বন্ধুকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করে খুনের স্থল বাগনানের মহিষরেখা এলাকায় তল্লাশি চালায় পুলিশ। সোমবার সেখান থেকেই উদ্ধার হয় এগুলি। ঝাড়খন্ডের ইউটিউবার রিয়া কুমারী খুনের ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধার করলো পুলিশ বাগনানের চন্দ্রপুর থেকে। উল্লেখ্য গত ইংরেজি ২৮ ডিসেম্বর বাগানের চন্দ্রপুরের কাছে ১৬ নং জাতীয় সড়কে খুন হন ঝাড়খন্ডের ইউটিউবার রিয়া কুমারী। এই খুনের তদন্ত করতে পুলিশ এখনও পর্যন্ত ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এদিন সোমবার চন্দ্রপুরের কাছে তল্লাশি চালিয়ে খুনে ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর এই এলাকায় শনিবার, রবিবার ও সোমবার এই তিনদিন ধরে জোর তল্লাশি চলছিল । তল্লাশি চালাচ্ছিল জেলা ইনটেলিজেন্স বুরো ও বাগনান থানার পুলিশ যৌথভাবে । এদিন সোমবার মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। এবং সেখান থেকেই এদিন উদ্ধার হল একটি পিস্তল। খুবই সাবধানে পিস্তলটিকে তোলা হয়। পিস্তলটি একটি কালো প্লাস্টিকের মধ্যে ছিল। পিস্তলটিকে ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রসঙ্গত রীয়া কুমারীকে দুষ্কৃতীরা ছিনতাই করতে এসে গুলি করে মেরেছিল বলে পুলিশের কাছে জানিয়েছিল মৃতার স্বামী । তারপর পুলিশ তদন্ত করে মৃতার স্বামী সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করে। এদিন সোমবার এই খুনে ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধার করলো পুলিশ। উল্লেখ্য, গত ইংরেজি ২৮ ডিসেম্বর বাগানের চন্দ্রপুরের কাছে ১৬ নং জাতীয় সড়কে খুন হন ঝাড়খন্ডের ইউটিউবার রিয়া কুমারী, এই খুনের তদন্ত করতে পুলিশ এখনও পর্যন্ত ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে, আজ চন্দ্রপুরের কাছে তল্লাশি চালিয়ে খুনে ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। পরে বাগনান থানায় সাংবাদিক সম্মেলন করে বিস্তারিত বলেন হাওড়া জেলা গ্রামীন পুলিশ সুপার স্বাতী ভাঙ্গালিয়া।

স্কুল বাস বাড়িয়ে পুলকার কমানো প্রয়োজন, দাবি কলকাতার পুলিশ কমিশনারের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রয়োজনে স্কুলবাসের ব্যবহার আরও বাড়িয়ে পুলকার কমানোর প্রয়োজন। এই মন্তব্য করেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত কুমার গোয়েল। সোমবার কলকাতা পুলিশের রোড সেফটি অ্যাওয়ারনেস কার্যক্রমের সূচনা করতে গিয়ে এমনটাই জানালেন পুলিশ কমিশনার। তিনি বলেন, শহরে যে সব এলাকায় বড় স্কুল রয়েছে, সেখানে স্কুল শুরু এবং শেষের আগে প্রচুর ভিড় হয়। কখনও কখনও সেই ভিড় বড় রাস্তার মাঝে চলে আসে। একই সঙ্গে পুলকারেরও ভিড় লেগে থাকে। সিপি এর জন্য পুলকারের অতিরিক্ত ব্যবহারকেই দায়ী করেন। এই বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা, প্রয়োজনে স্কুলবাসের ব্যবহার আরও বাড়িয়ে পুলকার কমানোর প্রয়োজন। তাঁর মতে, বিভিন্ন বড় রাস্তায় স্কুলের পুলকারের জন্য যানজট লেগে থাকে অনেক সময়। শহরে যাতায়াতকারী মানুষের বড় অভিযোগ, নামিদামী স্কুলগুলির জন্য যানজটের সৃষ্টি হয়। মধ্য এবং দক্ষিণ কলকাতায় একাধিক বড় স্কুল রয়েছে রাস্তার পাশে। স্কুল শুরু এবং শেষের অনেক আগে থেকেই পুলকার, স্কুলবাসে ভিড় লেগে থাকে রাস্তায়। মধ্য কলকাতায় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডের উপর স্কুলগুলির সামনে যানজট একটা বড় সমস্যা। স্কুলপড়ুয়া, তাদের অভিভাবক, পুলকার, স্কুলবাসের ভিড়ে ওই সব রাস্তা একেবারে তালগোল পাকিয়ে যায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমসিম খেতে হয় পুলিশকে। কলকাতায় আগের থেকে পথ দুর্ঘটনার পরিমাণ অনেক কমেছে বলে দাবি কলকাতার পুলিশ কমিশনার। সোমবার কলকাতা পুলিশের রোড সেফটি অ্যাওয়ারনেস কার্যক্রমের সূচনা করতে গিয়ে এমনটাই জানালেন পুলিশ কমিশনার। সিপির মতে, কলকাতা শহরে বায়ু দূষণও একটা বড় সমস্যা। অনেক সময় পুরনো গাড়ির কারণেই দূষণ ছড়ায়। তিনি জানান, রাজ্য সরকারের পরামর্শ মেনে কলকাতা পুলিশও তাদের অনেক পুরনো গাড়ি বাতিল করে দিচ্ছে। পাশাপাশি ধাপে ধাপে পুলিশের গাড়িগুলি ইলেকট্রিক ভেহিকেলে পরিনত করা হবে। ইতিমধ্যেই প্রায় কুড়ি শতাংশ পুলিশের গাড়ি বিদ্যুৎচালিত করা হয়েছে।

বিপদজনক অবস্থায় থাকা সদ্যোজাত কুকুর শাবকদের উদ্ধারে ছুটে এল দমকল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বিপদজনক অবস্থায় থাকা সদ্যোজাত কুকুর শাবকদের উদ্ধারে ছুটে এলো দমকল। পাশে এসে দাঁড়ালেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মী থেকে শুরু করে কলেজ ছাত্রী, পথচলতি মানুষ। সোমবার হাওড়ার বঙ্কিম সেতুতে দীর্ঘক্ষণ আটকে থাকা বেশ কয়েকটি সদ্যোজাত কুকুর ছানাকে ব্রিজের সাইড রেলিং ভেঙে উদ্ধার করেন দমকল ও পুলিশ কর্মীরা। সকাল থেকেই বঙ্কিম ব্রিজে পথচলতি মানুষজন একটি কুকুরকে ব্রিজের রেলিং এর সামনে চেঁচাতে দেখেন। যা দেখে তিন কলেজ ছাত্রী পড়ুয়ার কৌতুহল বাড়ে। তারা ব্রিজের রেলিং-এর অপর দিকে উঁকি দিলে দেখতে পান পাঁচিল ঘেরা সংকীর্ণ জায়গায় বেশ কয়েকটি সদ্যোজাত কুকুর ছানা আটকে রয়েছ। তৎক্ষণাত তাঁরা পরিচিত এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে খবর দেন। কিছুক্ষণ পর সেখানে উপস্থিত হয় দমকল এবং পুলিশ কর্মীরা। এরপরেই বঙ্কিম সেতুর ওই রেলিংয়ের পাঁচিলের একাংশ ভেঙে অক্ষত অবস্থায় কুকুর ছানাগুলোকে উদ্ধার করা হয়। এরপর তাদের মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এদিন দমকলের তরফে সুজন মন্ডল বলেন, ৪ টে সদ্যোজাত কুকুরের বাচ্চা ছিল। সাধারণ মানুষ এবং সবার সাহায্য নিয়ে এদের জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়। তবে, যে অবস্থায় এরা আটকে ছিল যে কোনও সময়েই দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। এদিকে, বেসরকারি এক এনজিও সংস্থার কর্ণধার শৈলেশ উপাধ্যায় বলেন, তিন কলেজ পড়ুয়া ছাত্রী এদিন কলেজে যাওয়ার সময় কুকুর ছানাদের কান্নার আওয়াজ শুনতে পান। এবং দেখেন তারা বিপজ্জনক অবস্থায় আটকে রয়েছে। তাঁরাই খবর দেন। এসে দেখি ৪ টে কুকুর ছানা বিপজ্জনকভাবে আটকে আছে। এদের বার করা প্রায় অসম্ভব ছিল। পশুপ্রেমী সংগঠনের লোকেরা আসেন। দমকল আসে। সকলের প্রচেষ্টায় এদের উদ্ধার করা হয়। হাওড়া পুরনিগমের কাছে আমাদের আবেদন কুকুরদের নির্বীজকরণ যাতে করা হয়। তাতে কুকুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে।

আদানি ইস্যুতে হাওড়ায় কুশপুতুল জ্বালিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি কংগ্রেসের

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ আদানি ইস্যুতে এবার পথে নামলো কংগ্রেস। সোমবার গোটা দেশ জুড়ে এসবিআই ও এলআইসি অফিসের এর সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন কর্মসূচি নেওয়া হয়। হাওড়াতেও হয় বিক্ষোভ। হাওড়ায় কুশপুতুল জ্বালিয়ে বিক্ষোভ হয়। আদানি-হিন্ডেনবার্গ ইস্যু নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এদিন সোচ্চার হন কংগ্রেস কর্মীরা। এলআইসি এবং এসবিআই অফিসের সামনে হয় আন্দোলন। আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তদন্তের দাবিতে দেশজুড়েই এদিন বিক্ষোভ প্রদর্শন চলছে বলে কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি। সারা দেশের জেলাগুলিতে এলআইসি এবং এসবিআই অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের ডাক দিয়েছিল কংগ্রেস। হাওড়ার কর্মসূচি নিয়ে পর প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ জয়সোয়াল বলেন, শুধু এখানকার নয় সমগ্র ভারতের এসবিআই, আরবিআই, এলআইসি অফিসের সামনে বিক্ষোভ সভা অল ইন্ডিয়া কংগ্রেসের পক্ষ থেকে হচ্ছে। গরিব মানুষের টাকা তছরুপ করে যেভাবে জালিয়াতি করেছে তার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন। বিজেপির সংরক্ষণের নীতির জন্য এরা টাকা লুঠ করিতে পেরেছে। রাহুল গান্ধী বারে বারে সংসদে বলছেন জয়েন্ট পার্লামেন্ট কমিটি বানিয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য। মোদী বহুরুপী। উনি ভান করে, হিন্দুবাদী কথা বলছেন। এদিন প্রতিবাদ সভা ছিল। আদানি এবং নরেন্দ্র মোদীর কুশপুত্তলিকা দাহ হয়েছে। আমাদের প্রশ্ন এলআইসির ১৮ হাজার কোটি টাকা কি করে গায়েব হল। এলআইসির উপর থেকে মানুষ ভরসা হারাচ্ছে। এই সবের বিরুদ্ধেই আমাদের আন্দোলন।

টায়ারের শোরুমে অগ্নিকান্ড, দমকলের প্রয়াসে নিভল আগুন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ এবার আগুন লাগল রবীন্দ্র সদন মেট্রো স্টেশনের কাছে এক্সাইড মোড়ের একটি টায়ারের শোরুমে। আগুন লাগার ফলে এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। আগুন লাগা মাত্রই খবর দেওয়া হয় দমকলে। দমকলের ছ'টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দমকলের প্রায় ঘণ্টা খানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। কেউ হতাহত হননি। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই শোরুমে এক প্রৌঢ় আটকে ছিলেন। নিশ্চিত কোনও তথ্য জানা যায়নি।

দুর্ঘটনা প্রবণ এলাকা চিহ্নিত করতে ডিজিটাল তথ্য ভান্ডার তৈরির সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা কমাতে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রকের নির্দেশ মেনে রাজ্য সরকার দুর্ঘটনা প্রবণ এলাকা চিহ্নিত করতে ডিজিটাল তথ্য ভান্ডার তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইন্টিগ্রেটেড রোড এক্সিডেন্ট ডেটাবেসের মাধ্যমে কোথায়, কখন, কিভাবে, কেন দুর্ঘটনা ঘটছে তার যাবতীয় তথ্য জমা হবে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। ওয়েব বেসড এই ব্যবস্থায় পুলিশ, পরিবহন, পূর্ত ও স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে এই তথ্যভান্ডার তৈরি করা হবে। এরপরে চেন্নাই আই আই টি দুর্ঘটনাপ্রবন এলাকার মূল সমস্যা কি এবং কিভাবে তা সমাধান করা যাবে তা বিশ্লেষন করে জানাবে। এইজন্য পুলিশ ও পরিবহন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে প্রশিক্ষন পর্ব শুরু হয়েছে। কলকাতা পুলিশ কমিশনার ও প্রত্যেক জেলার জেলাশাসকরা প্রকল্পের নোডাল আধিকারিক হিসাবে কাজ করবে।

নাগরিক সুবিধার্থে আইন পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যের পঞ্চায়েত এলাকাতে গড়ে ওঠা উপনগরি ও বহুতল আবাসনের বাসিন্দাদের সবরকম নাগরিক সুযোগ সুবিধা সুনিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার আইন পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিধানসভার বাজেট অধিবেশনেই এই সংক্রান্ত বিষয়ে পুর আইনের একটি সংশোধনী আনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে পরিষদীয় দফতর সূত্রে জানা গেছে। বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার গ্রামীণ এলাকায় আধুনিক উপনগরী ও আবাসন তৈরি হচ্ছে। কিন্তু আইনগত জটিলতার কারনে সেখানকার বাসিন্দাদের শহর অঞ্চলের সমতুল নাগরিক পরিষেবা পেতে অসুবিধা হচ্ছে। এই সমস্যার নিষ্পত্তি করতেই পঞ্চায়েত ও পুর দফতরের কর্তারা আলোচনা করে আইনে কিছু পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কর ব্যবস্থার সরলীকরণ সহ একাধিক বিষয় আইনে সংযুক্ত করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। যে সমস্ত জেলায় এই ধরনের উপনগরী গড়ে উঠেছে বা বহুতল তৈরি হয়েছে সে সব জেলার জেলাশাসকদের থেকে রিপোর্ট নিয়ে এই সংশোধনী তৈরি করা হয়েছে।

চলতি বছরেই পাঁচ বড় চমক মেট্রোর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতা মেট্রো রেল চলতি বছরের অক্টোবর মাসে তাদের নির্মীয়মান তিনটি প্রকল্পের অংশে বানিজ্যিক ভাবে ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজ মেট্রো রেলের তরফে জারি করা এক বিবৃতিতে রুবি মোড় থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ, নোয়াপাড়া-বিমানবন্দর-বারাসত লাইন ছাড়াও চালু থাকা জোকা-তারাতলা সেকশনে পুজো উপহার হিসাবে তারাতলা থেকে মাঝেরহাট লাইন চালু করবে বলে জানান হয়েছে। কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটির সবুজ সংকেত পেলে চলতি মাসেই নিউ গড়িয়া-এয়ারপোর্ট রুটে রুবি মোড় পর্যন্ত ট্রেন চলবে বলে জানিয়েছে। অন্যদিকে, ইস্ট ওয়েস্ট করিডরের শিয়ালদহ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত সাত দশমিক ২৫ কিলোমিটার অংশও আগামী ডিসেম্বরে খুলে দেওয়া হবে বলে জানান হয়েছে। উল্লেখ্য কলকাতার বিভিন্ন মেট্রো প্রকল্পের জন্য রেল মন্ত্রক আগামী অর্থ বছরে তিন হাজার ২২০ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। চলতি বছরে এই প্রকল্পগুলি চালু হলে বর্তমানে মেট্রোর মোট ৪৮ কিলোমিটার রেল পথের সঙ্গে আরও তিরিশ কিলোমিটারের বেশি অংশ যুক্ত হবে।

ভাঙড়ে তৃণমূল-আইএসএফ সংঘর্ষে ধৃত শাসকদলের নেতাও, মোট পাকড়াও ৫৭

দুরন্ত বার্তা, ভাঙড়, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ দক্ষিণ ২৪ ভাঙড়ে তৃণমূল কংগ্রেস এবং আইএসএফের সংঘর্ষের ঘটনায় এক তৃণমূল নেতাকেও গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতের নাম জহিরুল মোল্লা। তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনার চালতাবেড়িয়ার তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকার বেশ কিছু তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। উল্লেখ্য, গত ২১ জানুয়ারির ওই সংঘর্ষের ঘটনায় এই প্রথম শাসক দলের কোনও নেতা গ্রেফতার হলেন। এই নিয়ে ভাঙড়ে সংর্ষের ঘটনায় ধৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫৭। প্রসঙ্গত, গত ২১ জানুয়ারি ছিল আইএসএফ-এর প্রতিষ্ঠাতা দিবস। ওই দিন কলকাতার ধর্মতলায় একটি সভা ছিল আব্বাস সিদ্দিকির দলের। কিন্তু সকাল সকাল উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ভাঙড়। ভাঙড়ের হাতিশালায় তৃণমূল এবং আইএসএফের ঝামেলা হয়। দু'পক্ষ একে অন্যকে আক্রমণের অভিযোগ করে। ওই দিনই ধর্মতলার সভায় ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পুলিশ এবং আইএসএফের সংঘর্ষের ঘটনায় গ্রেফতার হন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ-সহ তাঁর দলের ১৮ জন। নওশাদ এখনও পুলিশি হেফাজতে রয়েছেন।

ঠাকুরপুকুরে মৃত্যু হাসপাতাল কর্মীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ সোমবার সকালে পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক হাসপাতাল কর্মীর। মৃতার নাম রূপা মণ্ডল (৩৯)। এই ঘটনার ফলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য তা বিদ্যাসাগর হাসপাতালে পাঠায়। পাশাপাশি ঘাতক বাসের চালককে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। রাতে কাজ করে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরছিলেন ছেলের স্কুটিতে। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঠাকুরপুকুর থ্রি-এ বাসস্ট্যান্ডে। স্থানীয় সূত্রে খবর, ইএসআই হাসপাতালের ওই কর্মীকে পিষে দেয় একটি বাস। স্কুটিতে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন ঠাকুরপুকুরের বাসিন্দা রূপা। স্কুটিটি চালাচ্ছিলেন তাঁর ছেলে। ওই সময় পৈলানের দিক থেকে দু'টি বেসরকারি বাস রেষারেষি করে ছুটে আসছিল বলে অভিযোগ। থ্রি-এ বাস স্ট্যান্ড মোড়ের কাছে স্কুটিটিকে ধাক্কা মারে এসডি-১৬ নম্বর রুটের একটি বাস। স্কুটি থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়েন মা ও ছেলে।

সৃজনশীল, রবীন্দ্রনৃত্য থেকে বাংলার লোকজ রূপের মিশেল নিয়ে উৎসব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ শিল্পের নিজস্ব ভাষা আছে। তার মাধ্যমে শিল্পী তাঁর চিন্তাকে উপস্থাপন করতে পারেন, জড়বস্তুকে জীবন দিতে পারেন। সোমবার দক্ষিণ কলকাতার মধুসুদন মঞ্চে নৃত্যনাট্য, উৎসব আয়োজন করে বিশিষ্ট নৃত্য প্রতিষ্ঠান 'মালশ্রী'। 'চণ্ডালিকা' রূপে তিনি যখন মঞ্চে অবতীর্ণ হতেন, মনে হত সত্যিকারের চণ্ডালিকা যেন আবির্ভূর্তা হয়েছেন। শুধু রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকা নয়, যেন প্রকৃতির থেকে সৃষ্ট এক নারী। তাঁর নাচে শান্তিনিকেতনী ঘরানার সঙ্গেই মিশে যেত আফ্রিকান ডান্স মুভমেন্ট। অঙ্গ সঞ্চালনে খেলত বিদ্যুৎ তরঙ্গ। যেন নিবিড় অরণ্যের মধ্যে থেকে সৃজিতা চণ্ডালিকা। তিনি রঞ্জাবতী সরকার। বাঙালি তথা বিশ্বমননে নামটি এখনও দ্যুতিময়। যদিও এই প্রজন্ম রঞ্জাবতীকে চেনে না তেমন করে। তবে মাঝে মাঝেই নামটি আলোচনায় আসে মৃদুস্বরে। এ-বছর 'মালশ্রী' পঁচিশে পা দিল। শাস্ত্রীয় নৃত্য, সৃজনশীল, রবীন্দ্রনৃত্য থেকে বাংলার লোকজ রূপ- সবের মিশেল থাকছে এই উৎসবে। উল্লেখযোগ্য হল, 'নাট্যম সুগীতম বাদিত্রম'। রয়েছে শি সেড'- রঞ্জাবতী সরকার একটি পরীক্ষামূলক কাজ। এছাড়াও ছিল আরও নানা কিছু। সেই সঙ্গে এই ডিজিটাল যুগে মঞ্চানুষ্ঠান স্বাভাবিক ভাবেই নস্টালজিক।

আবার ঊর্ধ্বমুখী তিলোত্তমার তাপমাত্রা, থাকবে কুয়াশা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতায় আরও কিছুটা বাড়ল তাপমাত্রার পারদ। রবিবারের তুলনায় সোমবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় ১ ডিগ্রি কম থাকলেও আগের দিনের তুলনায় সামান্য বেড়েছে। সোমবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি কম। মঙ্গলবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৭.২ ডিগ্রি থেকে বেড়ে ২৮.২ ডিগ্রি হবে। এই মরশুমের শীতের স্পেল সোমবারই শেষ। সোমবার বিকেলের পর থেকে উত্তুরে হাওয়ার প্রভাব কমবে। তার জায়গা নেবে দখিনা বাতাস। সোমবারের পরে বঙ্গের তাপমাত্রা আর স্বাভাবিকের নিচে নামবে না বলেই জানা গিয়েছে। কলকাতায় সকালে মাঝারি কুয়াশা থাকলেও পরে পরিষ্কার আকাশ দেখা যাবে। এই রাজ্যে হালকা উত্তুরে হওয়া চলবে সোমবার বিকেল পর্যন্ত। তারপর আর স্বাভাবিকের নিচে নামবে না পারদ। সোম ও মঙ্গলবার সিকিম এবং দার্জিলিংয়ে সামান্য বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। বাকি আর কোথাও বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গে কুয়াশা থাকবে আরও দুদিন। মঙ্গলবার থেকে মাঝারি কুয়াশা এবং কোথাও কোথাও ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ শক্তি হারিয়ে ঘূর্ণাবর্তে পরিণত হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে রবিবার রাতেই নতুন করে ঢুকেছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। বুধবার আরও একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকবে উত্তর-পশ্চিম ভারতে। ঘন কুয়াশার দাপট থাকবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। এছাড়াও আগামী ২৪ ঘন্টা থেকে ৪৮ ঘন্টা কুয়াশার দাপট থাকবে হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখন্ড, উত্তর প্রদেশ, অসম, মিজোরাম এবং ত্রিপুরাতে।

হরিপালে ভূমিহীন মানুষদের মধ্যে জমির পাট্টা বিতরণ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় সোমবার হরিপাল বিডিও অফিসের হলে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১২ জন ভূমিহীন ব্যক্তির হাতে জমির পাট্টা প্রদান করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না, হরিপালের বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না, হরিপালের বিডিও জয়ন্ত সাহা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ভূমিহীন মানুষদের হাতে জমির পাট্টা তুলে দিয়ে রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, এই পাট্টা প্রাপক ব্যক্তিরা জমির পাট্টা পেয়ে অত্যন্ত খুশি তারা এই জায়গার উপর সরকারি আবাস যোজনা সহ অন্যান্য সুবিধা পাবেন। তিনি জানান আগামী কয়েকদিন পর আরও ৬- ৭ জনকে পাট্টা দেওয়া হবে।

চারটি বাঘরোলের ছানা উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বিরল প্রজাতির চারটি বাঘরোলের ছানা উদ্ধার হল গ্রামবাসীদের তৎপরতায়। সোমবার সকালে ক্যানিংয়ের হাটপুকুরিয়া এলাকায় একটি ফাঁকা মাঠ থেকে এই সদ্যজাত বাঘরোলের ছানাগুলিকে প্রথমে উদ্ধার করেন গ্রামবাসীরা। পরে বন দফতরের হাতে সেগুলিকে তুলে দেওয়া হয়। বন দফতর ও স্থানীয় সূত্রের খবর, এদিন সকালে মাঠের মাঝে এই বাঘরোলের শাবকগুলিকে ঘিরে ধরেছিল কয়েকটা কুকুর। বিষয়টি গ্রামবাসীরা দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি সেগুলিকে উদ্ধার করে। পরে বন দফতর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এলে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বর্তমানে সেগুলিকে ঝড়খালিতে রাখা হয়েছে।

রেলওয়ে অধিসূচনা

সংখ্যা. সি/৪০৭/এপিডিজে/ডিটিটি তারিখ: ০২.০২.২০২৩। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফ থেকে জ্যেষ্ঠ মণ্ডল বাণিজ্য প্রবন্ধক, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার জংশন, পিন: ৭৩৬১২৩ এ কমিশনের আধারে জেটিয়াগুড়ি স্টেশনের জন্যে টিকিট বিক্রির হেতু ঠিকা প্রদান করার জন্যে ইচ্ছুক প্রার্থী থেকে সীলবন্ধ আবেদন আহ্বান করছে। যেকোনো ইচ্ছুক যোগ্য ব্যক্তি শনিবার, রবিবার এবং বন্ধের দিন ছাড়া ১০-০২-২০২৩ তারিখ থেকে ০৪-০৩-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ১০.০০ ঘন্টা থেকে ১৭.৩০ ঘন্টা পর্যন্ত কার্যশীল সময়ের ভেতরে অংশগ্রহণের জন্যে জ্যেষ্ঠ মণ্ডল বাণিজ্য প্রবন্ধকের কার্যালয়, আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে আবেদন পত্র বিনামূল্যে সংগ্রহ করতে পারবেন। জেটিয়াগুড়ি হল্ট স্টেশনের জন্যে থাকা আবেদন প্যারে আবেদন পত্র জমা করতে হবে, যেটা সহকারি বাণিজ্য প্রবন্ধক (I), আলিপুরদুয়ার জংশন, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের চেম্বারে রাখা হবে। সিলবন্ধ অবস্থায় থাকা আবেদনপত্রের লেফাফার ওপরে জ্যেষ্ঠ মণ্ডল বাণিজ্য প্রবন্ধক, উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার জংশনের ঠিকানায় প্রেরণ করা আবেদন পত্র ০৬-০৩-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে এবং ০৬-০৩-২০২৩ তারিখের ১৬.০০ ঘন্টায় খোলা যাবে। যোগ্যতার মানদণ্ড, অন্যান্য শর্তাবলি এবং নির্দেশাবলি, আবেদনপত্র বিন্যাস আদি ওয়েবসাইট www.nfr.indianrailways.gov.in থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন।

জ্যেষ্ঠ. ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার মণ্ডল
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার ডিভিশনে ক্যাটারিংয়ের জন্য ই-নিলাম (জিএমইউ ও এসএমইউ)

কাটিহার ডিভিশনে ক্যাটারিং (জেনারেল মাইনর ইউনিট এবং স্পেশাল মাইনর ইউনিট) জন্য ই-নিলাম আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। নিলাম ক্যাটালগ নং: সি-ক্যাটারিং-ডিএইচআর। একক দর: বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সমস্ত লট): ১৫-০২-২০২৩ তারিখে সকাল ১০টা। যাত্রা/দিন: ১৮২৭।

ক্রম নং.	লট নং./শ্রেণী	বর্ণনা
এএ/১	সিএটিজি-কেআইআর-এসএডি-জিএমইউ-২৫-২৩-১	সোনাদা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ জিএমইউ ক্যাটারিং স্টল নং. ১২-এর বরাদ্দ
এএ/২	সিএটিজি-কেআইআর-এসএডি-জিএমইউ-২১-২৩-১	সোনাদা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ জিএমইউ ক্যাটারিং স্টল নং. ৮-এর বরাদ্দ
এএ/৩	সিএটিজি-কেআইআর-এসএডি-জিএমইউ-১৯-২৩-১	সোনাদা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ জিএমইউ ক্যাটারিং স্টল নং. ৬-এর বরাদ্দ
এএ/৪	সিএটিজি-কেআইআর-এসএডি-জিএমইউ-১৭-২৩-১	সোনাদা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ জিএমইউ ক্যাটারিং স্টল নং. ৪-এর বরাদ্দ
এএ/৫	সিএটিজি-কেআইআর-এসএন-জিএমইউ-১-২৩-১	সুকনা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ একটি ক্যাটারিং স্টল নং. ০৩ (জিএমইউ)-এর বরাদ্দ
এএ/৬	সিএটিজি-কেআইআর-এসএডি-জিএমইউ-২৩-২৩-১	সোনাদা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ জিএমইউ ক্যাটারিং স্টল নং. ১০-এর বরাদ্দ
এএ/৭	সিএটিজি-কেআইআর-এসএডি-জিএমইউ-১৫-২৩-১	সোনাদা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ জিএমইউ ক্যাটারিং স্টল নং. ২-এর বরাদ্দ
এএ/৮	সিএটিজি-কেআইআর-এসএন-জিএমইউ-৮-২৩-১	সুকনা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ একটি ক্যাটারিং স্টল নং. ০৬ (জিএমইউ)-এর বরাদ্দ
এবি/১	সিএটিজি-কেআইআর-এসএডি-এসএমইউ-২৬-২৩-১	সোনাদা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ এসএমইউ ক্যাটারিং স্টল নং. ১৩-এর বরাদ্দ
এবি/২	সিএটিজি-কেআইআর-এসএন-এসএমইউ-৪-২৩-১	সুকনা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ একটি ক্যাটারিং স্টল নং. ৪ (এসএমইউ)-এর বরাদ্দ
এবি/৩	সিএটিজি-কেআইআর-এসএন-এসএমইউ-৭-২৩-১	সুকনা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ একটি ক্যাটারিং স্টল নং. ৫ (এসএমইউ)-এর বরাদ্দ
এবি/৪	সিএটিজি-কেআইআর-এসএন-এসএমইউ-৩-২৩-১	সুকনা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ একটি ক্যাটারিং স্টল নং. ২ (এসএমইউ)-এর বরাদ্দ
এবি/৫	সিএটিজি-কেআইআর-এসএডি-এসএমইউ-১৮-২৩-১	সোনাদা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ এসএমইউ ক্যাটারিং স্টল নং ৫-এর বরাদ্দ
এবি/৬	সিএটিজি-কেআইআর-এসএডি-এসএমইউ-২৪-২৩-১	সোনাদা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ এসএমইউ ক্যাটারিং স্টল নং ১১-এর বরাদ্দ
এবি/৭	সিএটিজি-কেআইআর-এসএডি-এসএমইউ-২০-২৩-১	সোনাদা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ এসএমইউ ক্যাটারিং স্টল নং ৭-এর বরাদ্দ
এবি/৮	সিএটিজি-কেআইআর-এসএন-এসএমইউ-২-২৩-১	সুকনা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ একটি ক্যাটারিং স্টল নং. ১ (এসএমইউ)-এর বরাদ্দ
এবি/৯	সিএটিজি-কেআইআর-এসএডি-এসএমইউ-১৬-২৩-১	সোনাদা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ এসএমইউ ক্যাটারিং স্টল নং ৩-এর বরাদ্দ
এবি/১০	সিএটিজি-কেআইআর-এসএডি-এসএমইউ-২২-২৩-১	সোনাদা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং. ১-এ এসএমইউ ক্যাটারিং স্টল নং ৯-এর বরাদ্দ

বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১৫-০২-২০২৩ তারিখ দুপুর ০১.২০ মিনিট। প্রাথমিক কুলিং অফ সময় হল ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। আইআরইপিএস-এর ই-নিলাম মডিউলে লট ভিত্তিক বন্ধের সময় দেখা যেতে পারে। টীকা: সম্ভাব্য দরদাতাকে আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিআরএম(সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

হাওড়া ডিভিশনে ট্র্যাফিক ও পাওয়ার ব্লকের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

সংশোধনী ও সংযোজনী

হাওড়া ডিভিশনে পিকিউআরএস ব্লক, বিসিএম ব্লক এবং ২x২৫ কেভি কাজ সম্পাদন সহ বর্ধমানে বর্তমান রোড ওভারব্রিজ নং ২১৩ ভেঙে ফেলার কাজ চালু থাকার কারণে ট্র্যাফিক ও পাওয়ার ব্লকের জন্য ট্রেন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত পূর্বে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত শীর্ষাঙ্কিত বিজ্ঞাপনের প্রেক্ষিতে এতদ্দ্বারা জানানো হচ্ছে যে, ট্রেন চলাচলে নিম্নলিখিত সংশোধনী এবং সংযোজনী করা হয়েছেঃ

● মেমু বাতিল ঃ (১) ০৮.০২.২০২৩ (বুধবার) ঃ বর্ধমান-হাওড়া মেমু - ০৩০৫২। (২) ০৯.০২.২০২৩ (বৃহস্পতিবার) ঃ হাওড়া-বর্ধমান মেমু, ০৩০৫১।

● ০৯.০২.২০২৩ তারিখে (বৃহস্পতিবার) ঃ ● প্রথম ইএমইউ যা মেন লাইন দিয়ে হাওড়া থেকে বর্ধমান যাবে - ৩৭৮৪৩ এবং প্রথম ইএমইউ যা মেন লাইন দিয়ে বর্ধমান থেকে হাওড়া যাবে - ৩৭৮৫০।

● ০৯.০২.২০২৩ তারিখে (বৃহস্পতিবার) ঃ ● প্রথম ইএমইউ যা কর্ড লাইন দিয়ে হাওড়া থেকে বর্ধমান যাবে - ৩৬৮৩৯ এবং প্রথম ইএমইউ যা কর্ড লাইন দিয়ে বর্ধমান থেকে হাওড়া যাবে - ৩৬৮৫০।

শাট্‌ল ইএমইউ লোকাল

● ০৮.০২.২০২৩ তারিখে ঃ একটি অতিরিক্ত শাট্‌ল ইএমইউ লোকাল বর্ধমান থেকে হাওড়া পর্যন্ত চলবে ঃ ডাউন স্পেশাল-১০ ঃ বর্ধমান থেকে ছাড়বে রাত ১০.০০ মিনিটে, হাওড়া পৌঁছবে রাত ০০.১৫ মিনিটে।

● ০৯.০২.২০২৩ তারিখে ঃ কেবলমাত্র নিম্নলিখিত শাট্‌ল ইএমইউ লোকালগুলি নিম্নরূপ সময় অনুযায়ী চলবে ঃ হাওড়া—শক্তিগড়—হাওড়া ইএমইউ লোকাল ঃ (১) আপ স্পেশাল-১ ঃ হাওড়া থেকে ছাড়বে ভোর ০৫.০০ মিনিটে, শক্তিগড়ে পৌঁছবে সকাল ০৭.০০ মিনিটে। (২) আপ স্পেশাল-৩ ঃ হাওড়া থেকে ছাড়বে ভোর ০৫.৩৫ মিনিটে, শক্তিগড়ে পৌঁছবে সকাল ০৭.৩৫ মিনিটে। (৩) আপ স্পেশাল-৫ ঃ হাওড়া থেকে ছাড়বে সকাল ০৬.২০ মিনিটে, শক্তিগড়ে পৌঁছবে বেলা ০৮.২৫ মিনিটে। (৪) আপ স্পেশাল-৭ ঃ হাওড়া থেকে ছাড়বে সকাল ০৭.০০ মিনিটে, শক্তিগড়ে পৌঁছবে সকাল ০৯.০০ মিনিটে। (৫) আপ স্পেশাল-৯ ঃ হাওড়া থেকে ছাড়বে সকাল ০৮.০৫ মিনিটে, শক্তিগড়ে পৌঁছবে সকাল ১০.০৫ মিনিটে। (৬) আপ স্পেশাল-১১ ঃ হাওড়া থেকে ছাড়বে সকাল ১০.০৫ মিনিটে, শক্তিগড়ে পৌঁছবে বেলা ১২.০৫ মিনিটে। (৭) আপ স্পেশাল-১৩ ঃ হাওড়া থেকে ছাড়বে দুপুর ০২.২০ মিনিটে, শক্তিগড়ে পৌঁছবে বিকেল ০৪.২০ মিনিটে। (৮) আপ স্পেশাল-১৫ ঃ হাওড়া থেকে ছাড়বে দুপুর ০৩.৪০ মিনিটে, শক্তিগড়ে পৌঁছবে সন্ধ্যা ০৫.৪০ মিনিটে। (৯) আপ স্পেশাল-১৭ ঃ হাওড়া থেকে ছাড়বে বিকেল ০৪.৪৫ মিনিটে, শক্তিগড়ে পৌঁছবে রাত্রি ০৬.৪৫ মিনিটে। (১০) আপ স্পেশাল-১৯ ঃ হাওড়া থেকে ছাড়বে সন্ধ্যা ০৫.৩৫ মিনিটে, শক্তিগড়ে পৌঁছবে রাত্রি ০৭.৩৫ মিনিটে। (১১) ডাউন স্পেশাল-২ ঃ শক্তিগড় থেকে ছাড়বে ভোর ০৪.২০ মিনিটে, হাওড়াতে পৌঁছবে সকাল ০৬.২০ মিনিটে। (১২) ডাউন স্পেশাল-৪ ঃ শক্তিগড় থেকে ছাড়বে সকাল ০৬.৩০ মিনিটে, হাওড়াতে পৌঁছবে সকাল ০৮.৩০ মিনিটে। (১৩) ডাউন স্পেশাল-৬ ঃ শক্তিগড় থেকে ছাড়বে সকাল ০৭.১৫ মিনিটে, হাওড়াতে পৌঁছবে সকাল ০৯.১৫ মিনিটে। (১৪) ডাউন স্পেশাল-৮ ঃ শক্তিগড় থেকে ছাড়বে সকাল ০৭.৫৫ মিনিটে, হাওড়াতে পৌঁছবে সকাল ০৯.৫৫ মিনিটে। (১৫) ডাউন স্পেশাল-১০ ঃ শক্তিগড় থেকে ছাড়বে সকাল ০৮.৩৫ মিনিটে, হাওড়াতে পৌঁছবে সকাল ১০.৩৫ মিনিটে। (১৬) ডাউন স্পেশাল-১২ ঃ শক্তিগড় থেকে ছাড়বে সকাল ০৯.১০ মিনিটে, হাওড়াতে পৌঁছবে বেলা ১১.১০ মিনিটে। (১৭) ডাউন স্পেশাল-১৪ ঃ শক্তিগড় থেকে ছাড়বে সকাল ১০.১৫ মিনিটে, হাওড়াতে পৌঁছবে বেলা ১২.১৫ মিনিটে। (১৮) ডাউন স্পেশাল-১৬ ঃ শক্তিগড় থেকে ছাড়বে বেলা ১১.৩৫ মিনিটে, হাওড়াতে পৌঁছবে দুপুর ০১.৩৫ মিনিটে। (১৯) ডাউন স্পেশাল-১৮ ঃ শক্তিগড় থেকে ছাড়বে বেলা ১২.৩৬ মিনিটে, হাওড়াতে পৌঁছবে দুপুর ০২.৩৬ মিনিটে। (২০) ডাউন স্পেশাল-২০ ঃ শক্তিগড় থেকে ছাড়বে দুপুর ০১.৫২ মিনিটে, হাওড়াতে পৌঁছবে বিকাল ০৩.৫২ মিনিটে। (২১) ডাউন স্পেশাল-২২ ঃ শক্তিগড় থেকে ছাড়বে বিকেল ০৪.৩৫ মিনিটে, হাওড়াতে পৌঁছবে সন্ধ্যা ০৬.৩৫ মিনিটে। (২২) ডাউন স্পেশাল-২৪ ঃ শক্তিগড় থেকে ছাড়বে সন্ধ্যা ০৫.৫০ মিনিটে, হাওড়াতে পৌঁছবে রাত্রি ০৭.৫০ মিনিটে। হাওড়া—মশাগ্রাম—হাওড়া ইএমইউ লোকাল ঃ (১) আপ স্পেশাল-১ ঃ হাওড়া থেকে ছাড়বে ভোর ০৪.৫৫ মিনিটে, মশাগ্রামে পৌঁছবে সকাল ০৬.২৫ মিনিটে। (২) আপ স্পেশাল-৩ ঃ হাওড়া থেকে ছাড়বে সকাল ০৬.১০ মিনিটে, মশাগ্রামে পৌঁছবে সকাল ০৭.৪৫ মিনিটে। (৩) আপ স্পেশাল-৫ ঃ হাওড়া থেকে ছাড়বে সকাল ০৭.০০ মিনিটে, মশাগ্রামে পৌঁছবে সকাল ০৮.৩৭ মিনিটে। (৪) আপ স্পেশাল-৭ ঃ হাওড়া থেকে ছাড়বে সকাল ০৮.০০ মিনিটে, মশাগ্রামে পৌঁছবে সকাল ০৯.৩০ মিনিটে। (৫) আপ স্পেশাল-৯ ঃ হাওড়া থেকে ছাড়বে সকাল ০৯.৩০ মিনিটে, মশাগ্রামে পৌঁছবে বেলা ১১.১৫ মিনিটে। (৬) আপ স্পেশাল-১১ ঃ হাওড়া থেকে ছাড়বে বেলা ১১.২২ মিনিটে, মশাগ্রামে পৌঁছবে বেলা ০১.০০ মিনিটে। (৭) আপ স্পেশাল-১৩ ঃ হাওড়া থেকে ছাড়বে বেলা ০১.৩২ মিনিটে, মশাগ্রামে পৌঁছবে দুপুর ০৩.১১ মিনিটে। (৮) আপ স্পেশাল-১৫ ঃ হাওড়া থেকে ছাড়বে দুপুর ০৩.৩৫ মিনিটে, মশাগ্রামে পৌঁছবে বিকেল ০৫.১০ মিনিটে। (৯) আপ স্পেশাল-১৭ ঃ হাওড়া থেকে ছাড়বে বিকেল ০৫.৩৫ মিনিটে, মশাগ্রামে পৌঁছবে রাত্রি ০৭.৩৫ মিনিটে। (১১) ডাউন স্পেশাল-২ ঃ মশাগ্রাম থেকে ছাড়বে ভোর ০৪.১০ মিনিটে, হাওড়াতে পৌঁছবে সকাল ০৫.৪৫ মিনিটে। (১২) ডাউন স্পেশাল-৪ ঃ মশাগ্রাম থেকে ছাড়বে সকাল ০৬.০৫ মিনিটে, হাওড়াতে পৌঁছবে সকাল ০৭.৪০ মিনিটে। (১৩) ডাউন স্পেশাল-৬ ঃ মশাগ্রাম থেকে ছাড়বে সকাল ০৬.৩৫ মিনিটে, হাওড়াতে পৌঁছবে সকাল ০৮.১০ মিনিটে। (১৪) ডাউন স্পেশাল-৮ ঃ মশাগ্রাম থেকে ছাড়বে সকাল ০৭.১১ মিনিটে, হাওড়াতে পৌঁছবে সকাল ০৮.৪৫ মিনিটে। (১৫) ডাউন স্পেশাল-১০ ঃ মশাগ্রাম থেকে ছাড়বে সকাল ০৭.৫৫ মিনিটে, হাওড়াতে পৌঁছবে সকাল ০৯.৩০ মিনিটে। (১৬) ডাউন স্পেশাল-১২ ঃ মশাগ্রাম থেকে ছাড়বে সকাল ০৯.০০ মিনিটে, হাওড়াতে পৌঁছবে সকাল ১০.৩৫ মিনিটে। (১৭) ডাউন স্পেশাল-১৪ ঃ মশাগ্রাম থেকে ছাড়বে সকাল ০৯.৪০ মিনিটে, হাওড়াতে পৌঁছবে বেলা ১১.১৫ মিনিটে। (১৮) ডাউন স্পেশাল-১৬ ঃ মশাগ্রাম থেকে ছাড়বে বেলা ১১.৩০ মিনিটে, হাওড়াতে পৌঁছবে বেলা ০১.০৫ মিনিটে। (১৯) ডাউন স্পেশাল-১৮ ঃ মশাগ্রাম থেকে ছাড়বে দুপুর ০১.১০ মিনিটে, হাওড়াতে পৌঁছবে দুপুর ০২.৪৫ মিনিটে। (২০) ডাউন স্পেশাল-২০ ঃ মশাগ্রাম থেকে ছাড়বে দুপুর ০৩.২৫ মিনিটে, হাওড়াতে পৌঁছবে বিকেল ০৫.০০ মিনিটে। (২২) ডাউন স্পেশাল-২২ ঃ মশাগ্রাম থেকে ছাড়বে বিকেল ০৫.২০ মিনিটে, হাওড়াতে পৌঁছবে সন্ধ্যা ০৭.০৫ মিনিটে। যাত্রীদের সংশ্লিষ্ট স্টেশনে পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে ঘোষণা শুনতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ৬৮ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৩ মাঘ, ১৪২৯

কাশ্মীর থেকে বিদায় রাষ্ট্রপুঞ্জ

ভারত থেকে বলে দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জকে এবার কাশ্মীর থেকে তাদের বিদায় গ্রহণ করতে হবে। কাশ্মীরে এতদিন ধরে রাষ্ট্রপুঞ্জ যে তদারকি বাহিনী রেখেছিল তা তুলে নিতে হবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের থাকার আর কোনও প্রয়োজন নেই। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ফলে পাকিস্তান ইতিমধ্যে ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছে। তারা ভাবতে শুরু করেছে যে ভারত আগামি দিনে পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল করে নেবে। এটা তো ভারত বারবার কাশ্মীরকে বলেছে যে পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের অংশ। কাশ্মীর এখন ভারতের কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল। কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও রকমভাবে আলোচনা করতে চায় না। পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে শুরু করেছে। তার ফলে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বসবাসকারীরা বলতে শুরু করেছে তাদের পাকিস্তানের সঙ্গে থেকে কোনও লাভ নেই। তারা এতদিন ধরে ভারতের সঙ্গে থাকলে বেশি লাভ হতো। ঘরবাড়ি থেকে শুরু করে খাদ্য এবং শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারতো। ভারতের কাশ্মীরের বসবাসকারী জনগণ তারা এখন শিক্ষা গ্রহণ করে বড় বড় কোম্পানিতে কাজ করতে শুরু করেছে। কেউ ডাক্তার এবং ইঞ্জিনিয়ার হতে শুরু করে দিয়েছে। কাশ্মীরের মেয়েরা লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে যা পাকিস্তানে একেবারে অসম্ভব। সব দিক দিয়ে বিচার করলে তারা দেখতে পাচ্ছে বঞ্চিত হতে শুরু করেছে। তাই ক্ষোভ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। পাকিস্তানে এখন খাদ্য থেকে শুরু করে তেল, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম একেবারে আকাশ ছোঁয়াতে পরিণত হয়েছে। সাধারণ মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যেতে শুরু করেছে। পাক বন্ধু চিন এখন আর পাকিস্তানকে কোনও রকম সাহায্য করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেনি। বিশ্বব্যাঙ্ক টাকা ঋণ দেওয়ার কথা বলেছে বটে। কিন্তু শর্তগুলি তুলে দিতে হবে। নাহলে কিন্তু ঋণ পাওয়া সম্ভব হবে না। কতবছরের মধ্যে ঋণ শোধ করা সম্ভব হবে তা নিয়ে তারা কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে পাকিস্তানের সঙ্গে। পাকিস্তানে নিয়ন্ত্রণ করার মতো কোনও বলিষ্ঠ নেতা নেই। পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ইসলামিক দেশগুলির কাছে আর্থিক সহায়তার আবেদন রেখেছেন বটে। কিন্তু তা এখন আর্থিক সহায়তা করতে পারছে না। কারণ সবার অবস্থা খুবই খারাপ। সবাই একন অর্থ মজুদ করার চেষ্টা করছে। করোনা পরিস্থিতি এবং রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ গোটা বিশ্বের আর্থিক অবস্থাকে বিপাকে ফেলে দিয়েছে। তার থেকে উদ্ধার পেতে গেলে আরও বেশ দশটি বছর লেগে যাবে। ততদিন পাকিস্তানটা টিকে থাকবে কিনা তা নিয়ে সবাই চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে আফগান তো পাক সীমান্তের বেশ কিছু অঞ্চল দখল করে রেখে দিয়েছে। তারা আগেই বলেছিল পাকিস্তান হচ্ছে তাদের দ্বিতীয় ঘর। পাকিস্তানের এই সুযোগ নিয়ে যদি আফগান পাক সীমান্তগুলি দখল করে নেয় তাহলে সেটা বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সেটা যাতে না হতে পারে তার জন্য মাথা ঠাণ্ডা রেখে দিয়েছেন পাক প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু আফগানে তালিবান নেতারা তা একেবারে শুনতে বা বুঝতে নারাজ। তারা বেপরোয়া হয়ে উঠতে শুরু করেছে। পাক জঙ্গিরা এখন মরিয়া হয়ে অর্থ জোগার করছে যাতে করে তাদের সংগঠনগুলিকে টিকিয়ে রাখা যায়। জঙ্গি সংগঠনগুলি বেশ তৎপর ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় জঙ্গি সংগঠনগুলি সক্রিয় হয়ে উঠতে পারছে না। তবে তারা আন্তর্জাতিক সাহায্য পেয়ে থাকে। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান পরিস্থিতিটা আগাম বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরে ছিলেন যে পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ হবে এবং খাদ্যাভাব দেখা দেবে। সেই কারণে তিনি বাধ্য হয়ে ভারত বন্দনা করতে শুরু করেছিলেন। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পরিস্কার করে বলেছিলেন ইমরান খানকে আপনি ভারতের সেঙ্গ যে দ্বন্দ্ব রয়েছে তা মিটিয়ে ফেলুন যদি বাঁচতে চান। সেটাই ইমরান খান করতে গিয়েছিলেন। ভারতের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে শত্রুতা করে পাকিস্তানের কোনও লাভ হয়নি। উল্টে বিপুল হয়েছে। পাকিস্তান মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। আর্থিক দিক দিয়ে পাকিস্তান ক্রমশ পিছু হটতে শুরু করে দিয়েছিল। পাকিস্তানের মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবার গোটা দেশটাকে পরিচালনা করে। তাদের মধ্যে রয়েছেন ভুট্টো পরিবার, খান পরিবার এবং শরিফ পরিবার। ভারতে এক সময় যেমন গান্ধি পরিবার ভারতকে পরিচালনা করার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিল ঠিক সেই রকম আরকি। পরিবারতন্ত্র দেশ হচ্ছে পাকিস্তান। ভারত এখন পরিবারতন্ত্র থেকে দেশকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বকলমে পরিবারতন্ত্র এসে উপস্থিত হতে শুরু করেছে। একটি সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল রাজার ছেলে রাজা হতো। আজকেও বহু দেশে শাসকদের ছেলেরা শাসক হয়ে থাকে। তার মধ্যে উত্তর কোরিয়ার কথা বলতে হবে। ব্রিটেনে রাজতন্ত্র রয়েছে। কিন্তু তারা দেশের মূল শাসনতন্ত্রে নেই। এই ব্যাপারটা দেখভাল করে মন্ত্রীসভা। তাদের হাতেই প্রকৃত শাসন ক্ষমতা। তার জন্য রাজার কাছে গিয়ে উপস্থিত হতে হয় না। পার্লামেন্টে রয়েছে। তারা এর দখভাল করে থাকে। ব্রিটেনের পার্লামেন্ট খুবই শক্তি ধরে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট খুবই শক্তিশালী। কিন্তু সেখানে সেনেট রয়েছে। সেনেট প্রয়োজন হলে প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে কাজের কারণ জানতে চাইতে পারে। সেই অধিকার রয়েছে। প্রেসিডেন্ট তখন সেনেটে উপস্থিত হয়ে সদস্যদের সামনে সেই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব চলে। কিন্তু পাকিস্তানে সেটা হওয়ার কোনও উপায় নেই। প্রেসিডেন্ট মুশারফ ছিলেন আগে জেনারেল। পরে তিনি সেনা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। তিনি ভারত বিরোধী ব্যক্তি ছিলেন। দিল্লিতে তাঁর জন্ম। পরে সেখান থেকে তিনি পাকিস্তানে চলে যান। নওয়াজ শরিফ যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি মোদির সঙ্গে সখ্যতা বজায় রেখে চলছিলেন। নওয়াজের সময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানে হঠাৎ করে উপস্থিত হয়েছিলেন যা পাক সেনার কর্তারা একেবারে মেনে নিতে পারেননি। তারা গোপনে নওয়াজের বিরুদ্ধে মত দিতে থাকে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

সব মতই সাধনা বিস্তারের জন্য, তবে তা নানান প্রকারের হতে পারে আর যতটুকু বিস্তারে যা হয় তাই অনুভূতি ও জ্ঞান। তাই ধর্ম অনুভূতির উপর। যদি সাধনায় উন্নতি লাভ করতে চাও, তবে কপটতা ত্যাগ কর। কপট হয়োনা, নিজে ঠকও হয়োনা, আর অপরকেও ঠকিও না।

রামকৃষ্ণদেবের কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শি হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ঠাকুর বলতেন, সবার শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি।

কলকাতা বইমেলাতে শিক্ষা প্রচারে 'বহুরূপী'

এই সাজের মধ্যে সর্বশিক্ষার অর্থ লুকিয়ে রয়েছে

রবীন্দ্রকুমার শীল্

কলকাতার উপস্থিত যে কোন সমাবেশে বা মেলাতে এই বহুরূপীর সঙ্গে সবার পরিচয় ঘটে। দর্শকেরা শুধু দেখে। কে সে বহুরূপী সেজে এই রকম করে ঘুরে বেড়াচ্ছে তা একবারের জন্য কারোর কোনও কৌতূহল হতে দেখা যায় নি। কিন্তু যদি সব কিছু খতিয়ে দেখা যায় তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে যে এই বহুরূপীর সাজের মধ্যে অর্থ লুকিয়ে রয়েছে। সেই অর্থ সবার কাছে প্রচার করাটাই একমাত্র উদ্দেশ্য। এবারে কলকাতা বইমেলাতেও তাঁকে দেখতে পাওয়া যাবে। দুই হাত মাথার ওপর তোলা। হাতে ধরা রয়েছে একটি রঙীন বাঁশে খুঁটি। সেখান থেকে একটি প্লাকার্ড ঝুলছে তাতে লেখা রয়েছে সর্বশিক্ষা অভিযান। শিক্ষার প্রচারে অংশ গ্রহণ করেছেন এই বহুরূপী। বহুলোক ভ্রম করে একে মূর্তি ভাবতে থাকে। আবার যারা প্রায় সবমেলাতে দেখেছেন তারা কিন্তু জানেন ইনি বহুরূপী। বহুরূপে সেজে বেড়িয়ে পয়সা রোজগার করেন। তিনি কারোর কাছ থেকে হাত পেতে কিছু নেন না। নিচের দিকে একটি খোলা থলে আছে। সেখানে যে যার ইচ্ছা মতো পয়সা দিতে পারেন। কেউ কম দিলে তাঁর রাগ নেই। আবার কেউ না দিলেও তাতে তার রাগ নেই। হাত তুলে ভিক্ষা চাওয়াটা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সল্টলেকের করুনাময়ী বই মেলা প্রাঙ্গনে কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলাতে প্রতিদিনই এই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন গোপাল মণ্ডল। তিনি এবরে বইমেলাতে সর্বশিক্ষা অভিযান প্রচার করতে নেমেছেন। বইমেলাকে সর্বশিক্ষা অভিযান প্রচারের উপযুক্ত স্থান বলে তিনি মনে করেন। এইখানে যদি সর্বশিক্ষা অভিযান প্রচার করা যায় তাহলে এই সর্বশিক্ষা পরিকল্পনা সার্থক লাভ করতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। শিক্ষার দ্বার ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে আসতে শুরু করে দিয়েছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। গরীব পরিবারের পক্ষে শিক্ষা গ্রহণ করা হয় না। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করা গেলেও মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করাটা খুবই মুশকিল হয়ে পড়ে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আর্থিক অনটন। সংসারে আর্থিক অনটন থাকলে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করা একেবারে অসম্ভব। ময়েদের ক্ষেত্রে প্রায় হয়ই না। মেয়েরা বড় হলে স্কুল ছাড়িয়ে তাঁকে গিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে বসতে হয়। মা বাবা আর তার পড়াশুনা চালাতে পারে না। মেদিনীপুরে ইদানিং কয়েকটি সফরে গিয়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে সেখানকার শিক্ষকেরা অভিযোগ করতে শুরু করেছে যে বেশির ভাগ নবম এবং দশম শ্রেনির ছাত্রীদের বিবাহ হয়ে গিয়েছে। তারা স্কুল ছেড়ে গিয়ে সংসার ধর্ম পালন করছে। ছেলেরা রাজ্যের বাইরে গিয়ে শ্রমিক সেজে কাজ করছে। বেশি করে টাকা রোজগার করছে। তারা কিন্তু শ্রমিক হয়ে থাকছে। তার বাইরে আর অন্য কোন স্থানে গিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারছে না। শহরের ছেলেরা লেখা পড়া শিখছে বটে। কিন্তু তাদের কাজের সুবিধা না থাকার ফলে তারা বাইরের রাজ্যে গিয়ে কাজ করছে। এটাই হল বর্তমান পরিস্থিতি। এই নিয়ে মন্ত্রীসভার বৈঠকে কোনও আলোচনা হয়েছে কিনা জানা যায় না। সর্বশিক্ষা অভিযানকে সফল করতে গেলে নজরদারির প্রয়োজন রয়েছে এটা কিন্তু মানতে হবে। নাহলে কিন্তু খাতায় কলমে সর্বশিক্ষা অভিযান থাকবে। তার বাইরে সেটা সফল হতে পারবে না।

বইমেলা প্রাঙ্গনে সর্বশিক্ষা অভিযানকে সফল কররা জন্য প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজারাম পুরের বাসিন্দা রতন মণ্ডল। তিনি আবার গঙ্গাসাগরে গিয়েও উপস্থিত হন। কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবেও তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়। একুশে জুলাই শহিদ দিবসের দিনও তঁকে এসপ্লানেডে দেখতে পাওয়া যায়। সর্বত্র তিনি ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে উপস্থিত হন। তবে প্রতিটি রূপ গ্রহণ করার পিছন একটি কারণ থাকে। থাকে একটি অর্থ। সেই অর্থ জানার এবং বোঝার মতো মানসিকতা আমাদের থাকে না। বহু লোক তাকে উপেক্ষা করে। কেউ আবার তাকে একরকম পাগল বলে থাবে। কিন্তু লোক কি ভাবলো তাতে নিয়ে তার কোনও চিন্তা নেই। তিনি নিজের কাজ করে যান। বইমেলা ভাঙলে তিনি আবার নিজের বাসা ফিরে যান কষ্ট করে। আবার তারপর দিন ফিরে আসেন। আবার সাজ গ্রহণ করেন। নিজেই সাজেন। আবার নিজেই সাজ তুলে ফেলেন নারকেল তেল দিয়ে। তাঁর দুই ছেলে রয়েছে। বড় ছেলে রথীনতে দশম শ্রেনির পর আর পড়াতে পারেননি। সে এখন গেঞ্জির কারখানায় কাজ করে। ছোট ছেলে ষষ্ঠ শ্রেনিতে পড়ছে। তার জন্যও চিন্তা করতে হয়। একটি সময়ে বাংলায় বহুরূপী শিল্প হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিল। তখনকার

সময়ে গ্রামের বহুরূপী শিল্পীরা কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়ে ভল্লুক, বাঁদর বা পাখি সেজে ঘুরে বেড়াতো। তার সঙ্গে গ্রামীন গান বা ছড়া থাকতো। থাকতো সঙ্গে ঢোল বা কাঁসর। এই সব বাজিয়ে দর্শকদের মনকে আকর্ষন করানো হতো। দর্শকেরা বেশ মজা করে এই সব বহুরূপীদের কাণ্ডকারখানা দেখতো। কোনও ধনী পরিবারের লোকেরা তাদের বাড়ির উঠানে নিয়ে গিয়ে নিজেরাই এবং পরিবারের মহিলা সদস্যরা অন্দর মহল থেকে বের হয়ে এসে বারন্দায় দাঁড়িয়ে বহুরূপীর খেলা দেখতো। ভল্লুক নাচ দেখতো। পাখির নাচ দেখতো। পশুপাখির মুখোশ পড়ে এই সব নাচ পরিবেশন করতো সেই সময়েকার গ্রামীন মানুষেরা। এখন বহুরূপী শিল্প বলতে গেলে উঠেই গিয়েছে। তার আর চলন নেই বলতে গেলেই চলে। লেখক শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীকান্ত উপন্যাসে শ্রীনাথ বহুরূপীকে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। শ্রীনাথ বহুরূপী বাঘ সেজে ছেলেদের ভয় দেখাতে শুরু করে। তাতে যেসব কাণ্ড ঘটেছিল তা নিয়ে একটি গল্পও তৈরি করে ফেলে ছিলেন লেখক শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বহুরূপীদের কাজই হচ্ছে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে মানুষকে আনন্দ দিয়ে পয়সা রোজগার করা। এটাই তাদের আয়ের একমাত্র পথ ছিল। তখন মাঠে চাষবাস থাকতো না। মাঠের কাজ থাকতো না। তখন তারা বহু পশুপাখীর মুখোশ তৈরি করে পয়সার সন্ধানে শহরাঞ্চলে এসে উপস্থিত হতো। এদের সঙ্গে এসে উপস্থিত হতো ছড়াকার, গল্পকার বা লোকসঙ্গীত শিল্পী। তারা বিভিন্ন রূপের সঙ্গে সমাঞ্জস্য রেখে ছড়া তৈরি করতো। গান গাইতো। কেই আবার গল্প তৈরি করে বিবৃত করতো। সঙ্গে থাকতো বাজনা। ঢাক ঢোল কাঁসর ইত্যাদি। লোক শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যেত। বাংলার লোকশিল্পের সঙ্গে বহুরূপী শিল্প কিন্তু জড়িয়ে রয়েছে। একে একেবারে বাদ দেওয়া যাবে লোক ইতিহাস থেকে। সরকারি সাহায্য না থাকার জন্য এই শিল্প একেবারে লুপ্ত হয়ে য়াওয়ার পথে। সরকার যখন চা শিল্প, চপ শিল্প তৈরি করার ওপরে জোর দিতে শুরু করে দিয়েছে তখন কিন্তু এই হারিয়ে যাওয়া লোক শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার দিকে একবারও নজর দিচ্ছে না। উদাসীন হয়ে রয়েছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় একেবারে খালি হাতে এবং খালি পায়ে স্ট্যাটু হয়ে থাকা এবং ধীরে ধীারে পা ফেলে চলে সর্বশিক্ষা অভিয়ানকে সবার দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার যে সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলার চেষ্টা করছেন রতন মণ্ডল তাকে সাদুবাদ জানাতে হয়। বইমেলার দর্শকেরা এটাকে নিছক বিনোদন বলে গ্রহণ করে থাকে। কেউ কিন্তু সিরিয়াসভাবে বিষয়টাকে নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে না। একটি স্ট্যাটুর বক্তব্য জানার কোনও আগ্রহ কেউ প্রকাশ করে না। সবই একটি বইয়ের স্টল থেকে অন্য স্টলের দিকে পা বাড়াতে থাকে। স্ট্যাচুকে সমানে রেখে শেলফি উঠতে থাকে। সমবেত ছবি উঠতে থাকে। ক্যামেরা ফ্ল্যাস দিতে থাকে। ঝলকে উঠতে থাকে লেন্স। তবুও কেন একটি লোক এই রকম সাজ নিয়ে মেলা চত্বরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কী কারণে তা কিন্তু ভাববার প্রয়োজন রয়েছে। তাঁর প্রতিটি রূপ গ্রহণ করার একটি অর্থ থাকে। সেই অর্থ নিয়ে কি কেউ কোনও দিন ভেবেছে। না চিন্তা করেছে। সবাই এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। তিনি কারোর কাছে হাত পেতে কোনও কিছুই চাননি। কিন্তু যারা জানেন তারা তাকে কিচু সাহায্য দিয়ে যান। এতেই খুশি। হাত পেতে তিনি কারোর কাছ থেকে আজ পর্যন্ত একটি টাকাও গ্রহণ করে নিতে পারেননি।

বহুরূপী রতন মণ্ডল যখন মেলা প্রাঙ্গন ত্যাগ করে রূপকে ধুয়ে মুছে সাফ করে অতি সাধারণ মানুষের মতো বের হয়ে চলে যান তখন কেউ তাকে চিনতে পারে না। কারণ তিনি তখন তো আর বহুরূপী নন। তখন এতি সাধারণ মানুষ। ট্রেনের টিকিট কাটেন। টাকা দিয়ে ট্রেনের যাতায়াত করেন। ভাড়া বেশি লাগে। শিয়ালদহ থেকে বাসে করে কলকাতা বইমেলায় এসে উপস্থিত হন। মেট্রো করে আসার মতো আর্থিক সঙ্গতি তার নেই। সকালে বাড়িতে পান্তা ভাত খান। তারপরে খানিকক্ষণ বাদে ভাত থেকে বের হয়ে পড়েন বইমেলার উদ্দেশ্যে। আবার বিপদের কলকাতায় শিয়ালদহ স্টেশনে বহুবার থাকতে হয়েছে। কলকাতায় তার থাকার আস্তানা নেই বলতে গেলে চলে। বইমেলাতে রাতের বেলায় থাকার ব্যবস্থা নেই। সেটা থাকলে বেশ ভালো হতো তার পক্ষে। কিন্তু সেটা না থাকার ফলে তাকে রোজই বইমেলা প্রাঙ্গন ত্যাগ করে গ্রামের বাড়িতে চলে যেতে হয়। তারপর দিন আবার বইমেলার উদ্দেশ্যে বাড়ি দেওয়ার পালা। এইভাবে কেটে চলে তার দিন। পরিচালক সত্যজিৎ রায় একবার ভেবেছিলেন য়ে তাঁর কোনও একটি বইতে বহুরূপী চরিত্রকে নিয়ে আসবেন। 'ফটিকচাঁদ' বইটিতে বহুরূপীকে নিয়ে আসলে একটি দশ্য আরও বেশি করে জমে উঠতো বলে তিনি মনে করেছিলেন। কিন্তু তখন তো বইটা প্রায় সম্পূর্ণ হওয়ার পথে। সেই কারণে তিনি আর অতিরিক্ত দৃশ্য গ্রহণ করেনি। পরে তিনি চিন্তা করেছিলেন ছোটদের নতুন একটি ছবিতে বহুরূপীকে উপস্থাপিত করবেন। কিন্তু তারপরে সেটা কেন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি সেটা তিনিই বলতে পারবেন। আজও প্রত্যন্ত গ্রামে মেলাতে বহরূপী দেখতে পাওয়া যায় তারা তাবু খাটিয়ে বিভিন্ন পশু পাখির মুখোশ পরে গান করে। পাখির গান। ছড়া পাঠ করে। লোক সঙ্গীত পরিবেশন করে। বানর সেজে লাফ দিতে দিতে দিতে গান করে ছোটরা মজা পায়। গ্রামীন মেলা জমে ওঠে। রামায়ণে সীতা হরণ কালে রাবণকে বাধা দিয়েছিল বাজপাখী। সেই বাজপাখি সেজে বারণকে সীতা হরণের বাধা দানও উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে। রামায়ণের এই একটি ছোট্ট ঘটনা ছোটদের কছে জনপ্রিয়তা লাভ করে। রামায়ণের সুগ্রীব চরিত্রটিকে বহুরূপীরা গ্রহণ করে নাট্যরূপ দিয়ে তাকে পরিবেশ করে থাকে। একেবারে পেশাদারি করে। মনে হয় যেন একটি যাত্রা পালা হতে শুরু করে দিয়েছে। উপস্থাপিত হওয়ার আগে বাজনা বাজানোর মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে পর্দা উঠতে থাকে। তারপরে বহুরূপী কুশিলবরা এসে বিভিন্ন সাজ গ্রহণ করে নাট্যক উপস্থিত করে তা সবাইকে মুগ্ধ করে দেয়। বহুরূপী নাট্য মঞ্চ গড়া যায় কিনা তা নিয়ে চলছে বিস্তর আলোচনা। গ্রামীন বাংলার লোক সংস্কৃতিতে আবার বাঁচিয়ে রাখার উগ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করেছে সরকার।

প্রেমের মাসে ভালোবাসার উদযাপন

কৌশিক দাস ঃ ২৬৯ সালে ইতালির রোম নগরীতে সেন্ট ভ্যালেন্টাইন নামে একজন খৃষ্টান পাদ্রী ও চিকিৎসক ছিলেন। ধর্ম প্রচারের অভিযোগে তৎকালীন রোম সম্রাট দ্বিতীয় ক্রাডিয়াস তাকে বন্দী করেন। কারণ তখন রোমান সাম্রাজ্যে খৃষ্টান ধর্ম প্রচার নিষিদ্ধ ছিল। বন্দী অবস্থায় তিনি জনৈক কারারক্ষীর দৃষ্টিহীন মেয়েকে চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে তোলেন। এতে সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। আর তাই তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে রাজা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। সেই দিন ১৪ই ফেব্রুয়ারি ছিল। অতঃপর ৪৯৬ সালে পোপ সেন্ট জেলাসিউও ১ম জুলিয়াস ভ্যালেন্টাইন স্মরণে ১৪ই ফেব্রুয়ারিকে ভ্যালেন্টাইন' দিবস ঘোষণা করেন। খৃষ্টানজগতে পাদ্রীসাধু সন্তানদের স্মরণ ও কর্মের জন্য এ ধরনের অনেক দিবস রয়েছে। যেমন ২৩ এপ্রিল-সেন্ট জজ দিবস, ১১ নভেম্বর - সেন্ট মার্টিন দিবস, ২৪ আগস্ট- সেন্ট বার্থোলোমিজম দিবস, ১ নভেম্বর-আল সেইন্টম দিবস, ৩০ নভেম্বর-সেন্ট এন্ড্রু দিবস, ১৭ মার্চ- সেন্ট প্যাট্রিক দিবস।

পাশ্চাত্যের ক্ষেত্রে জন্মদিনের উৎসব, ধর্মোৎসব সবক্ষেত্রেই ভোগের বিষয়টি মুখ্য। তাই গির্জা অভ্যন্তরেও মদ্যপানে তারা কসুর করে না। খৃস্টীয় এই ভ্যালেন্টাইন দিবসের চেতনা বিনষ্ট হওয়ায় ১৭৭৬ সালে ফ্রান্স সরকার কর্তৃক ভ্যালেইটাইন উৎসব নিষিদ্ধ করা হয়। ইংল্যান্ডে ক্ষমতাসীন পিউরিটানরাও একসময় প্রশাসনিকভাবে এ দিবস উদ্যাপন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এছাড়া অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি ও জার্মানিতে বিভিন্ন সময়ে এ দিবস প্রত্যাখ্যাত হয়। সম্প্রতি পাকিস্তানেও ২০১৭ সালে ইসলামবিরোধী হওয়ায় ভ্যালেন্টাইন উৎসব নিষিদ্ধ করে সেদেশের আদালত।

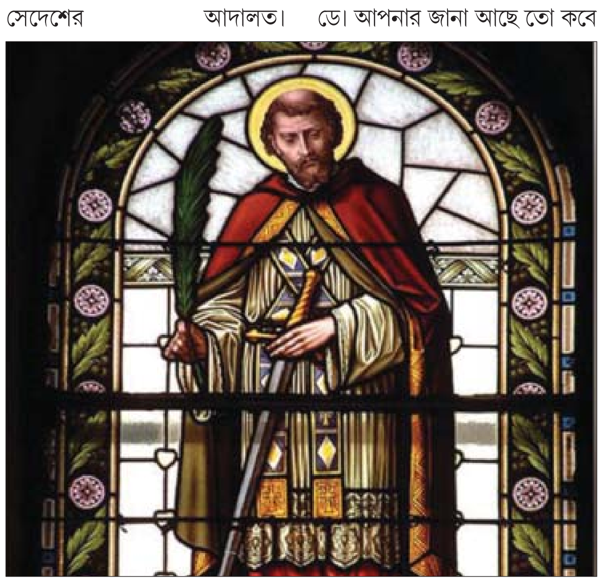

সেন্ট ভ্যালেন্টাইন বন্দী অবস্থায় তিনি জনৈক কারারক্ষীর দৃষ্টিহীন মেয়েকে চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে তোলেন। এতে সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। আর তাই তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে রাজা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। সেই দিন ১৪ই ফেব্রুয়ারি ছিল।

বর্তমানকালে, পাশ্চাত্যে এ উৎসব মহাসমারোহে উদ্যাপন করা হয়। যুক্তরাজ্যে মোট জনসংখ্যার অর্ধেক প্রায় ১০০ কোটি পাউন্ড ব্যয় করে এই ভালোবাসা দিবসের জন্য কার্ড, ফুল, চকোলেট, অন্যান্য উপহারসামগ্রী ও শুভেচ্ছা কার্ড ক্রয় করে এবং আনুমানিক প্রায় ২.৫ কোটি শুভেচ্ছা কার্ড আদানপ্রদান করা হয়। ভালোবাসার মাস শুরু হয়ে গিয়েছে। আর সামনের সপ্তাহ থেকেই শুরু হয়ে যাবে ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহ। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহ। এক এক দিনের অর্থ এক একটি। কোনওটি হাগ ডে আবার কোনওটি চকোলেট ডে। সব শেষে আসবে ভ্যালেন্টাইন্স ডে। আপনার জানা আছে তো কবে কোন 'ডে'? জানা না থাকলে মনের মানুষটাকে কীভাবে শুভেচ্ছা জানাবেন বা কীভাবেই বা উপহার দেবেন? তাহলে দেখে নেওয়া যাক ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি কবে কোন 'ডে'। ৭ ফেব্রুয়ারি রোজ ডে ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহের প্রথম দিনটাই শুরু হচ্ছে ফুল দিয়ে ভালোবাসা প্রকাশ করার দিন। রোজ ডেতে শুধুমাত্র প্রেমিকপ্রমিকারাই তাঁদের সঙ্গীকে ফুল দেন না, যেকোনও কেউ তাঁর প্রিয় মানুষটাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাতে পারেন। তবে, গোলাপের রঙও অবশ্যই সঠিক বেছে নেওয়া দরকার। গোলাপ ফুলের প্রতিটা রঙের অর্থ কিন্তু আলাদা। ভুলে যাবেন না যেন। ৮ ফেব্রুয়ারি প্রোপোজ ডে ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন প্রস্তাব দেওয়ার। প্রোপোজ ডেতে ভালোবাসার মানুষকে মনের কথা জানান। ৯ ফেব্রুয়ারি টকোলেট ডে শুধুমাত্র সঙ্গীরাই একে অপরকে নয়, চকোলেট ডেতে যে কেউ তাঁর প্রিয় মানুষকে চকোলেট উপহার দিতে পারেন। তবে ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহে চকোলেট ডেতে যাঁকে মনের কথা জানাতে চলেছেন, তাঁর জন্য ছোট্ট এই উপারটা দিতেই পারেন। ১০ ফেব্রুয়ারি টেডি ডে এই বিশেষ দিনে পছন্দের মানুষকে টেডি বিয়ার উপহার দিতে পারেন। ছোট বড় নানা মাপের টেডি বিয়ার পাওয়া যায় বাজারে। পছন্দ মতো কিনে নিন আর উপহার দিন। ১১ ফেব্রুয়ারি প্রমিস ডে যেকোনও সম্পর্কে সঙ্গীদের একে অপরের কাছে কিছু জিনিসের অঙ্গীকারবদ্ধ থাকা খুবই জরুরি। এই বিশেষ দিনে আপনিও আপনার সঙ্গীর কাছে কিছু প্রমিস করতে পারেন। তাতে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। ১২ ফেব্রুয়ারি হাগ ডে যদি আপনি কাউকে ভালোবাসেন, তাহলে কীভাবে সেই ভালোবাসা প্রকাশ করবেন, সেটা একেবারেই নির্ভর করছে আপনার উপর। ভালোবাসা প্রকাশের ধরন মানুষ হিসেবে হয়। এই বিশেষ দিনে ভালোবাসার মানুষটাকে জড়িয়ে ধরে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেন। ১৩ ফেব্রুয়ারি কিস ডে জড়িয়ে ধরার মতোই ভালোবাসা প্রকাশের আরেক ধরন চুম্বনও বটে। ১৪ ফেব্রুয়ারি অবশেষে সেই বিশেষ দিন ভ্যালেন্টাইন্স ডে।

ইতিহাস মনে রাখবে বাজপেয়ী-মুশারফের সাক্ষাৎ

অনেক দিন ধরেই হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফ। অবশেষে রবিবার সকালে দুবাইয়ের মার্কিন হাসপাতালে ৭৯ বছর বয়সি মুশারফের প্রয়াত হন। তাঁর এই মৃত্যুই মনে করিয়ে দিচ্ছে কার্গিল যুদ্ধের কথা। তার আমলেই হয়েছে। যা আজও সকলকে মনে করিয়ে দেয় পাক সেনাদের কুকীর্তি। তার পরেও দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী ২০০২ সালে সবাইকে চমকে দিয়ে তার সঙ্গে করমর্দন করেছিলেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীরাজ মনে পরছে সেই কথা। তবে ইতিহাসের পাতায় রয়ে গিয়েছে সেই সমস্ত কাহিনী। তবে এটা বলা যায়, মুশারফের সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন যদি করতে হয়, তবে অবশ্য এটা সেই সময়ই উপত্যকা ইস্যু সমাধানের সবচেয়ে কাছে পৌঁছেছিল। পরবর্তী সময়ে যা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল। এখনও চলছে। ইমরান খান আসার পরেও খানিকটা ভালোর দিকে যাচ্ছিল, কিন্তু তাঁর পদচ্যুত পুনরায় দুই দেশের মধ্যে বিস্তর ফারাক তৈরী করে দিল। তবে বর্তমানে পাক দেশ প্রচন্ড খাদ্যাভাবে পড়েছে। এত পরিমাণ আর্থিক ক্ষতিপূরণ তাদের বইতে হচ্ছে, যে তা বলার নয়। বৈদেশিক অর্থ সহয়তাও তারা পাচ্ছে না। ১৯৯৯ সালে পাকিস্তানের মসনদে বসে পড়েন মুশারফ। ইতিহাসে যা 'ব্লাডলেস ক্যু' নামেই পরিচিত। নওয়াজ শরিফকে সরিয়ে তিনি ক্ষমতা দখল করেন। মুশারফের আমলে পাকিস্তানে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ে। বার্ষিক আর্থিক বৃদ্ধি পৌঁছয় ৭.৫ শতাংশে, যা তিন দশকের মধ্যে ছিল সর্বোচ্চ। তাঁর আমলেরই ফসল কার্গিল যুদ্ধ। লাদাখের বালটিস্তান জেলার অন্তর্গত কার্গিলে ঢুকে পড়েছিল পাক সেনা। কাছেই পাক সীমান্ত ফলে অস্ত্র সরবরাহের সুবিধাও ছিল। এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান পিছু হটে। ফৌজ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। যদিও মুশারফ চেষ্টা করেছিলেন কাশ্মীরপন্থী জঙ্গিদের ঘাড়ে ওই হামলার দায় চাপাতে। কিন্তু যা প্রমাণ মেলে, তাতে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় পাক সেনা এই যুদ্ধের সঙ্গে ভালভাবেই যুক্ত ছিল। এর ঠিক তিন বছর পর। ২০০২ সালে মুশারফ একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশের পরই আচমকা সেখানে উপস্থিত বাজপেয়ীর দিকে এগিয়ে গিয়ে করমর্দন সারেন। প্রস্তাব দেন শান্তি বৈঠকের। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের সবচেয়ে কাছাকাছি ভারত ও পাকিস্তান পৌঁছেছিল মুশারফের আমলেই। কিন্তু তাঁর আমল পেরোতে না পেরোতেই পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ বদল ঘটে। যা আজও একই রয়েছে। মুশারফের মৃত্যুতে সেই ইতিহাসই যেন মনে পড়ছে সবচেয়ে বেশি। তাহলে কি বলতে পারবো তার আমলেই দুই দেশের সম্পর্ক ভালো হয়েছে।

ছিনতাইয়ে ধৃত ৩

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ দলিল লেখকের মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে লুট। দিন পাঁচেকের মধ্যে মূল অভিযুক্ত সহ গ্রেফতার দুই যুবক। পাশাপাশি উদ্ধার হয়েছে নগদ টাকা ও দলিলভুক্ত নথিপত্র। সোমবার ধৃতদের চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। পুলিশি তৎপরতায় খুশি দলিল লেখক সহ এলাকাবাসী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা হল রাজেশ আলি, বরুণ নুনিয়া ও সাজিদ আলি। সকলের বাড়ি চাঁচল এলাকায়। সাজিদকে পুলিশ আগেই আদালতে পেশ করেছে। উল্লেখ্য,গত বুধবার সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার সময় তিন দুষ্কৃতি পথ আটকায় দলিল লেখক ইলিয়াস আলমের। ঘটনাটি ঘটেছিল চাঁচল থানার নদাপাড়া নির্জন এলাকায়। দলিল লেখকের অভিযোগ মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে তার সঙ্গে থাকা নগদ টাকা ছিনতাই করে। বেশ কিছু দলিলভুক্ত নথিপত্র কেড়ে নিয়ে চম্পট দেয় ছিনতাইকারীর দল। কিন্তু একজনকে বাসিন্দারা ধরে ফেলে। সেই সূত্র ধরেই পুলিশ জেরা করে রাজেশকে গ্রেফতার করে। পাশাপাশি তার বাড়ির শোবার ঘর থেকে নগদ ১২ হাজার টাকা ও দলিলভুক্ত নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। এই ঘটনার তদন্তে যথেষ্ট সাফল্য মিলেছে চাঁচল থানার পুলিশের। ঘটনায় গ্রেফতার বরুণ নুনিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদের পর উঠে আসে দুই অভিযুক্তের নাম। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান তিন যুবক ছিনতাইয়ের ঘটনায় পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছে।

রাজবংশী উৎসব

দুরন্ত বার্তা, দিনহাটা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ দিনহাটায় শুরু হলো দুদিন ব্যাপী রাজবংশী উৎসব। পঞ্চানন অনুগামী মঞ্চের উদ্যোগে সোমবার দিনহাটা সংহতি ময়দানে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। এদিন অনুষ্ঠান শুরুর আগে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি শহরের সংহতি ময়দান থেকে বের হয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। র‍্যালি শেষে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায়, দিনহাটা পৌরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরী, ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরী, আয়োজক সংগঠনের সভাপতি বিবেকানন্দ রায় সিংহ, তৃণমূল নেতা বিশু ধর, অশোক রায় প্রমূখ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজবংশী ভাষা ও কৃষ্টিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে উপস্থিত বিশিষ্টরা উদ্যোক্তাদের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন। দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন মঙ্গলবার বেশ কয়েকজনকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। এছাড়াও নানা অনুষ্ঠান হবে।

উদ্ধার দুর্গা মূর্তি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ মালদার মানিকচকে একটি দুর্গা মূর্তি উদ্ধারকে কেন্দ্র করে রীতিমতো পুজো অর্চনায় মাতলেন মালদার মানিকচকের চৌকি মিরদাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দামোদরপুর এলাকার বাসিন্দারা। যদি স্থানীয়দের দাবি এটি সোনার মূর্তি। জানা গেছে, এই এলাকায় বাসিন্দা বিশু ঘোষের পৈত্রিক জমিতে দুর্গা মূর্তি উদ্ধার হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মূর্তি উদ্ধার হওয়া জমিতে একটি ছেলে ছাগল চরাতে গিয়ে মূর্তিটি দেখতে পায়। সেই ছেলের কথা শুনে স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি ছুটে গিয়ে দেখেন সেটি একটি দুর্গা মূর্তি। এই খবর চাউর হতেই স্থানীয় মানুষের ভিড় জমাতে শুরু করেন এবং রীতিমতো ঢাক-ঢোল নিয়ে পুজোয় মেতে উঠেন স্থানীয় মানুষেরা। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন মানিকচক থানার পুলিশ বাহিনী।

হাসপাতাল যাওয়ার পথে লরিতে ধাক্কা মেরে মৃত অ্যাম্বুলেন্স ৫ যাত্রী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ পথ দুর্ঘটনায় একসঙ্গে পাঁচজনের মৃত্যু হল শিলিগুড়িতে। অ্যাম্বুল্যান্সে করে হাসপাতালে যাওয়ার সময়ই পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যু হয় পাঁচজনের। একটি গাড়ির ধাক্কায় অ্যাম্বুল্যান্স দুমড়ে-মুচড়ে যায়। রবিবার গভীর রাতে এই ঘটনা ঘটেছে শিলিগুড়িতে। যার জেরে তীব্র আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। ময়নাগুড়ি থেকে শিলিগুড়িতে রোগী নিয়ে যাওয়ার পথে অ্যাম্বুল্যান্স পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বলে খবর। স্থানীয় সূত্রে খবর, এই পথ দুর্ঘটনার জেরে রোগী-সহ অ্যাম্বুল্যান্সের পাঁচজন আরোহীরই একসঙ্গে মৃত্যু হয়েছে। রবিবার বেশি রাতে ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি সংলগ্ন জটিয়াখালি এলাকায়। এঁদের মধ্যে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তিনজনের। বাকি দু'জন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মারা যান বলে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ সূত্রে খবর। পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার গভীর রাতে ময়নাগুড়ি থেকে অ্যাম্বুল্যান্সটি রোগীকে নিয়ে রওনা দিয়েছিল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে। কিন্তু তখন জলপাইগুড়ি রোডের আমাইদিঘি এলাকায় অ্যাম্বুল্যান্সটি ইটবোঝাই লরিতে সজোরে ধাক্কা মারে। অ্যাম্বুল্যান্সে পাঁচজন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে তিনজনের মৃত্যু হয় ঘটনাস্থলে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় অ্যাম্বুল্যান্সের বাকি দুই আরোহী মারা যান উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই। মৃতরা হলেন অ্যাম্বুল্যান্স চালক প্রশান্ত রায় (৫০), যাত্রী বাপন ঘোষ (৩৫), রীতা সাহা, মুক্তি সাহা, গোপাল কর। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এই মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনার পর নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। আরও একজনের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। তিনি আহত হয়ে চিকিৎসাধীন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ঘন কুয়াশার জেরেই ঘটেছে এই পথ দুর্ঘটনা। উলটোদিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় অ্যাম্বুল্যান্সটির। তার জেরেই মৃত্যু হয় পাঁচজনের। মৃত ও জখমরা প্রত্যেকেই ময়নাগুড়ির বাসিন্দা। আহতদের ভর্তি করা হয়েছে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে। অন্যদিকে তেলের ট্যাঙ্কারকে ওভারটেক করতে গিয়ে উলটে গেল বাস। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মাটিগাড়া ও সিটি সেন্টারের মাঝামাঝি চামটা নদীর রেল সেতুর কাছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে নকশালবাড়িগামী যাত্রিবাহী একটি বাস একটি তেলের ট্যাঙ্কারকে ওভারটেক করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায় রাস্তার ওপর। সেই সঙ্গে তেলের ট্যাঙ্কারটিও বাসটিকে সাইড দিতে গিয়ে উলটে যায় নয়ানজুলিতে। এই ঘটনায় বাসের ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আরও একটি গাড়ি। এদিনের এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১৫ জন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সকালে রাস্তা ফাঁকা ও সিটি সেন্টারের সামনে পুলিশ না থাকার সুযোগে অতিরিক্ত গতিতে চালানোর কারণেই দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে বাসটি। এদিকে দুর্ঘটনা ঘটার পরপরই উদ্ধারকার্যে হাত লাগায় স্থানীয়রা। পরে পুলিশও আসে। আহত বাসযাত্রীদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মাটিগাড়া গ্রামীণ হাসপাতাল ও উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে। রাস্তার ওপর বাসটি উলটে যাওয়ার কারণে দীর্ঘক্ষণ এই সড়কে বন্ধ থাকে যান চলাচল। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাস ও তেলের ট্যাঙ্কারের চালক পলাতক।

মাড়গ্রাম বিস্ফোরণকাণ্ডে ধৃত ৬ জনকে ৮ দিন পুলিশি হেফাজত

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ মাড়গ্রাম বিস্ফোরণে দুই তৃণমূল কর্মীকে খুনের অভিযোগে সোমবার ধৃত ৬ জনকে হাজির করানো হয় আদালতে। তাঁদের ৮ দিন পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। নিহতের দেহ সোমবার কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে পৌঁছয় তাঁর গ্রামে। শনিবার রাতে বিস্ফোরণের পর থেকেই থমথমে গোটা এলাকা। মৃতদেহ পৌঁছতেই নতুন করে উত্তেজনা যাতে না ছড়ায় সে জন্য পুলিশি নিরাপত্তা ছিল গ্রামে। শনিবার রাতে বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছিল নিউটন শেখের। গুরুতর জখম অবস্থায় এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল লাল্টু শেখকে। রবিবার মৃত্যু হয় লাল্টুর। সোমবার বেলার দিকে তাঁর দেহ পৌঁছয় মাড়গ্রামে। শনিবারের ঘটনার পর থেকে থমথমে গোটা এলাকা। সেখানে ছিল পুলিশি টহলদারি। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, মাড়গ্রাম-১ পঞ্চায়েতের প্রধান তথা লাল্টুর দাদা ভুট্টু শেখের সঙ্গে ধৃত সুজাউদ্দিন শেখের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে। তৃণমূলের অভিযোগ, গত বিধানসভা নির্বাচনের সময় বিজেপিতে যোগ দেন সুজাউদ্দিন। মাস তিন আগে তিনি আবার ফিরে যান কংগ্রেসে। তৃণমূলের মাড়গ্রাম-২ ব্লকের সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি বলেন, সুজাউদ্দিন এক সময় তৃণমূল করেছেন। তবে সক্রিয় ভাবে কোনও দিনই যুক্ত ছিলেন না। মূলত বিজেপির হয়ে কাজ করতেন। বিধানসভাতেও বিজেপির হয়ে কাজ করেছেন। ভুট্টু শেখ ওই এলাকার ভাল সংগঠক। তাই এই আক্রোশ। সুজাউদ্দিনের স্ত্রী সোনালি বেগমের দাবি, আমার স্বামী তৃণমূল করত। ও এখনও পঞ্চায়েতের সদস্য। দলের সমস্ত সভা-মিছিলেও যেত। আব্দুল গফ্ফর নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, ওদের দু'জনের মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরেই অশান্তি। শনিবারের ঘটনা তারই ফলশ্রুতি বলে মনে করছেন অনেকে। স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গিয়েছে, সুজাউদ্দিন মাড়গ্রামের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান। তিনি দায়িত্বে ছিলেন ২০১৩ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত। ২০১৮ সালে তৃণমূলের টিকিটে পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচিত হন সুজাউদ্দিন। কিন্তু তাঁকে প্রধান না করে ভুট্টুকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তখন থেকেই দু'জনের মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত।

সরস্বতী প্রতিমা সম্মেলন

দুরন্ত বার্তা, কোলাঘাট, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ সরস্বতী সম্মেলন ২০২৩ শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লকের শান্তিপুর দু'নম্বর অঞ্চলের অন্তর্গত দাঁড়িয়ালা যুবগোষ্ঠী ও নেতাজি সংঘ আয়োজিত সরস্বতী প্রতিমা সম্মেলনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনাতে উপস্থিত ছিলেন শহীদ মাতঙ্গিনী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজেশ কান্তি হাজরা, শান্তিপুর দু'নম্বর অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান সন্তোষ কুমার ঘড়া, হলদিয়া পৌরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলার আজগর আলি, হলদিয়ার বিশিষ্ট সমাজসেবী অর্ণব দেবনাথ, তমলুক পৌরসভার কাউন্সিলার স্বস্তিকা দাস, শহীদ মাতঙ্গিনী পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা বাসন্তী ঘড়া পণ্ডিত, বিশিষ্ট সমাজসেবী রঘুনাথ পন্ডিত সহ অন্যান্যরা।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - সংশোধনী

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিআরএস-এসআরসি-এলসিএসি-২৩-১৫০ সম্পর্কিত সংশোধনী। বর্তমান যোগ্যতার শর্তাবলীর পরিবর্তে বিশেষ আর্থিক শর্তাবলী পড়তে হবে ক্রমিক নং ১ ঃ টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার হতে হবে ভি/এন বা 'ভি', যেটি কম; যেখানে ভি = টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য কোটি টাকায়। এন = যে কাজের জন্য দরপ্রস্তাব আহ্বান করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ করার নির্ধারিত বছরের সংখ্যা।

পরীক্ষিত ব্যালেন্স শীট অনুযায়ী, পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরের 'মোট চুক্তিভিত্তিক অর্থপ্রদান'-এর গড় হিসাবে গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভারের হিসাব করা হবে। যদিও, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালেন্স শীট প্রস্তুত/পরীক্ষা বাকী থাকলে, পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের পরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটকে গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার হিসাব করার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হবে।

টেন্ডারদাতাদের অ্যানেক্সার-৬বি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দিতে হবে, সাথে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা যথাযথভাবে শংসায়িত পরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটের প্রতিলিপি/পরীক্ষিত ব্যালেন্স শীট দ্বারা সমর্থিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের শংসাপত্র জমা দিতে হবে। বি.দ্র.ঃ টেন্ডারের অন্যান্য সকল নিয়ম ও শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

(PR-1082C)

বয়লারের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ০৯-সিএমসি-বয়লার-এনজেপি-২৩, তারিখ ০১-০২-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর পক্ষ থেকে "সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম"-এ ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের বিবরণঃ জলপাইগুড়িতে ০২ (দুই) বছরের জন্য ০২ (দুই)টি বয়লারের ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার মূল্যঃ ৬,০৮,৯৩১.৭১ টাকা, বিড সিকিউরিটিঃ ১২,২০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২৩-০২-২০২৩ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং ২৩-০২-২০২৩ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায় খোলা হবে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৩-০২-২০২৩ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিএমই/আইপি/কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

হঠাৎ জীবন্তি লাল চা কমিটিতে সেলিম

'চা চৌকি আড্ডায়' বাজেট থেকে বর্তমান সময়ে নানা সমস্যার কথা

এজাজ আহম্মদ, কান্দি, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ এ যেন অন্য সেলিম। মানুষের পাশে মানুষের সাথে। সাধারণ মানুষ থেকে বিরোধী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেলেন যেন মনেই হচ্ছে না এ যেন সেই ব্রিগেড কাঁপানো মহম্মদ সেলিম। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কার কথা বলছি। হ্যাঁ সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের কথাই বলছি। রবিবার বীরভূমে পার্টির কর্মসূচি সেরে রাত্রি ৮ দিকে কান্দি হয়ে বহরমপুর যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে বাম ছাত্র-যুবদের সাড়া জাগানো 'জীবন্তি লাল চা কমিটিতে' হঠাৎ প্রবেশ করেন মহম্মদ সেলিম। এরপরই হুলুস্থুল পড়ে যায় জীবন্তিতে। স্বচক্ষে একপলক দেখতে কিংবা তাঁর সঙ্গে একবার কথা বলতে ভিড় জমতে থাকে জীবন্তি লাল চা কমিটিতে। প্রসঙ্গত, মুর্শিদাবাদের কান্দি থানার অন্তর্গত জীবন্তি বাজারে মহম্মদ জসীমউদ্দিনের নামকরা চায়ের দোকান জীবন্তি লাল চা কমিটি। যেখানে বামপন্থী থেকে ডানপন্থী এবং শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী সকলেই সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত চা চৌকি আড্ডায় রাজনৈতিক বিশ্লেষণে এবং বিতর্কে ঝড় উঠে। জীবন্তি লাল চা কমিটির সোশ্যাল মিডিয়া বামপন্থীদের মতাদর্শ তুলে ধরেছেন দীর্ঘদিন ধরে। এই লাল চা কমিটির উদ্যোগে মায়ানমারের রোহিঙ্গা থেকে কেন্দ্র সরকারের এনআরসি বিরোধী আন্দোলন কান্দিজুড়ে গড়ে উঠেছিল। তাই জীবন্তি লাল চা কমিটি জেলাজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল, যার প্রভাব এখনও বর্তমান রয়েছে যা মহম্মদ সেলিমের উপস্থিতিতে অনুধাবন করা যায়। উল্লেখ্য, জীবন্তি লাল চা কমিটির সদস্যের সঙ্গে আগেও বামফ্রন্টের রাজ্য নেতৃত্ব যেমন মুজাফ্ফর হোসেন, মিহির বাগ থেকে একাধিক নেতা দেখা করলেও সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক হিসাবে মহম্মদ সেলিম এই প্রথম জীবন্তি লাল চা কমিটিতে প্রবেশ করেন। যার ফলে বামপন্থী কর্মীদের মধ্যে দ্রুত উৎসাহ ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমান সময়ের রাজনৈতিক থেকে এলাকায় বিভিন্ন সমস্যা আলোচনায় উঠে আসে। বিশেষভাবে বর্তমানে সময়ে কেন্দ্র বাজেট প্রসঙ্গ থেকে ১০০ দিনের কাজ, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা অবস্থা ছাড়াও আবাস যোজনার প্রসঙ্গ। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ সিপিএমের জেলা সম্পাদক জামির মোল্লা, জীবন্তি লাল চা কমিটির সম্পাদক সফিউর রহমান টনিক সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। জীবন্তিতে মহম্মদ সেলিমকে পেয়ে কেবলমাত্র বামপন্থী কর্মীদের মধ্যেই উৎসাহ ছিল তা নয়, কংগ্রেস এমনকি শাসক দল থেকে সাধারণ মানুষের মহম্মদ সেলিমের সঙ্গে ছবি তোলা এবং কথা বলার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে সেলিম বলেন, জীবন্তি লাল চা কমিটিতে এসে খুব ভালো লাগলো এখানে বেশিরভাগ ছাত্র-যুব এবং শিক্ষকেরা বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী। তার চেয়েও বড়ো কথা অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব এখানে একসঙ্গে চা খান, বিভিন্ন বিষয়ে রাজনৈতিক বিষয়ে চর্চা করেন। কোনো ভেদাভেদ নেই। আমার সঙ্গে অনেক তৃণমূল, কংগ্রেস, এমনকি বিজেপির অনেক নেতৃত্ব এসে পাশে বসে গল্প করলেন। অথচ বোঝাই যাচ্ছে না রাজনৈতিক হিসাবে আমরা বিরোধী। আমি বলব জীবন্তি লাল চা কমিটির এখানেই বড়ো সাফল্য। এ বিষয়ে জীবন্তি লাল চা কমিটির সম্পাদক সফিউর রহমান টনিক বলেন, আমরা কখনোই ভাবতে পারিনি যে রাজ্য সম্পাদক হিসাবে মহম্মদ সেলিম সাহেবকে জীবন্তি লাল চা কমিটিতে চায়ের আড্ডায় পেয়ে যাব তাও আবার হঠাৎ।

ছাত্রের রহস্যমৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ সরকারি হোমে এক কিশোরের অস্বাভাবিক মৃত্যু। যার কারণে জোর চাঞ্চল্য। মৃত কিশোরের নাম রাহুল বাউরী। রবিবার বিকালে হোমের বাথরুম থেকে গলায় ফাঁস লাগানো ও ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় দেহ। গোটা ঘটনায় মুখে কুলুপ এঁটেছে হোম কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি আতঙ্ক ছড়িয়েছে সমগ্র হোম জুড়ে। বিষ্ণুপুর শহর লাগোয়া ওই সরকারি হোম সমাজ কল্যাণ দপ্তরের অধীনে রয়েছে। জানা যায়, ২০২১ সালের ১৮ ডিসেম্বর এই হোমে পশ্চিম বর্ধমান থেকে রাহুল বাউরী ও তাঁর এক ভাইকে আবাসিক হিসাবে পাঠানো হয়। তারপর থেকে ওই দুই ভাই হোমেই ছিল। নিয়ম অনুযায়ী হোমের অন্যান্য আবাসিকদের মতোই রাহুল পড়ত পার্শ্ববর্তী মড়ার সম্মিলনী হাইস্কুলে। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, নবম শ্রেণিতে পড়া রাহুল ছিল অত্যন্ত প্রাণচঞ্চল। হোমের নিরাপত্তারক্ষীদের তত্ত্বাবধানে ওই হোমের অন্যান্য আবাসিকদের সঙ্গেও রাহুলও নিয়মিত স্কুলে আসত। রবিবার স্কুল ছুটি থাকায় হোমেই ছিল সে। জানা গিয়েছে, রবিবার বেলা তিনটা নাগাদ হোমের বাথরুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ বুঝতে পেরে হোমের কর্মীরা দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকেন। তখন সরস্বতী পুজোর প্যান্ডেল তৈরির কাজে ব্যবহৃত কাপড়ের দড়ি দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে বাথরুমের এক্সহস্ট ফ্যানের সঙ্গে ঝুলতে দেখেন রাহুলকে। এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই হোমের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। আজ বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালের মর্গে মৃতদেহের ময়না তদন্ত করানো হয়। এদিকে ঘটনার পর থেকেই বিষয়টি নিয়ে কার্যত মুখে কুলুপ এঁটেছে হোম কর্তৃপক্ষ। প্রশাসনিক আধিকারিকরাও বিষয়টি নিয়ে মুখ খোলেননি। হোমের তরফে রাহুলের মৃত্যু সংবাদ জানানো হয়নি তার স্কুল মড়ার সম্মিলনী হাইস্কুলকেও। ঘটনার কথা শুনে হতবাক স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও রাহুলের অন্যান্য সহপাঠীরা।

সিপিএমে যোগদান

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, রাজ্যজুড়ে চাকরিতে দুর্নীতি ও বেকারত্বের প্রতিবাদে কান্দি মহকুমাজুড়ে সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই-এর নেতৃত্ব মিছিল অবস্থান বিক্ষোভ এবং সমাবেশের আয়োজন করা হয় সালার, কান্দি এবং বড়ঞায়। বড়ঞায় সমাবেশে তৃণমূল ছেড়ে প্রায় ১১০ কর্মী বাম যুব সংগঠনে যোগদান করেন। সোমবার মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমার ভরতপুর ২ অর্থাৎ সালার ব্লকে ডিওয়াইএফআই-এর অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগদান করেছিলেন ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। এদিন সকালে পদযাত্রা এবং বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল ভরতপুর দুই নম্বর ব্লকের সালারে। এরপর রাজ্য সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখার্জি, সোমবার দুপুর ১২ টার সময় কান্দি রাজ কলেজের সামনে থেকে ব্লক অফিস পর্যন্ত এই প্রতিবাদ মিছিল করেন। দুপুরে কিছুটা বিশ্রাম নেওয়ার পর বড়ঞা থানার ডাকবাংলো মোড়ে বিশাল সমাবেশ করেন। এদিনের সমাবেশে প্রায় ১১০ জন তৃণমূল কর্মী সিপিএমের যুব সংগঠনে যোগদান করেন। তাদের হাতে পতাকা তুলে দেন রাজ্য সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখার্জী। প্রসঙ্গত এখানকার বিধায়ক জীবন কৃষ্ণ সাহাকে ঘর এবং রাস্তার অভিযোগ নিয়ে দুদিন আগে তাড়া করেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এ প্রসঙ্গে মীনাক্ষী বলেন, চোরদের মানুষ চিনতে শুরু করেছে তাই বসার জন্য চেয়ার না দিয়ে তাড়া করতে শুরু করেছে। আরও বড়ো কিছু হবে ধৈর্য্য ধরুন। মীনাক্ষী মুখার্জী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যুব রাজ্য সভাপতি ধ্রুবজ্যোতি সাহা, বহরমপুর যুব সংগঠনের সম্পাদক সন্দীপন ঘোষ, সভাপতি নুরুল হাসান সহ অন্যান্যরা।

পরীক্ষার্থীর রহস্যমৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, ডালখোলা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলা থানার সূর্যাপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডুমুরিয়া গ্রামাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতার নাম দীপা মজুমদার (১৬)। ডালখোলা এলাকার একটি বেসরকারি স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী ছিল সে। জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে অনেক দেরি পর্যন্ত দীপা নিজের ঘর থেকে বের না হলে, পরিবারের লোকজন তাকে ডাকাডাকি শুরু করে। কিন্তু কোনও সাড়া না মেলায় অবশেষে জানলা দিয়ে দীপাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান তাঁরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ডালখোলা থানার পুলিশ। ওই কিশোরীকে উদ্ধার করে ডালখোলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায় ডালখোলা থানার পুলিশ। কী কারণে ওই কিশোরী আত্মঘাতী হল তা নিয়ে ধোঁয়াশায় পরিবার। জানা গিয়েছে, এলাকায় ভালো মেয়ে বলে সুখ্যাতি ছিল দীপার। মৃতার জামাইবাবু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের বক্তব্য, বাড়িতে কারও সঙ্গে মতপার্থক্য ছিল না তার। এমনকি সে মোবাইলও ব্যবহার করত না। ডালখোলা থানার ওসি বিশ্বনাথ মিত্র জানান, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

স্টপেজের দাবি মন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, হরিশচন্দ্রপুর, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশনে কুলিক এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজের দাবিতে এবারে কাটিহার ডিভিশনের কাছে দাবিপত্র পেশ করলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী তথা হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তজমুল হোসেন। এদিন তিনি ট্রেন যোগে কাটিহারে পৌঁছে ডিআরএম এস কে চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন তার অফিসে বসে। সর্বোপরি ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের হাতে তিনি তার দাবিপত্র তুলে দেন।। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী তজমুল হোসেন বলেন, কয়েক মাস হলো কুলিক এক্সপ্রেসের সময়সীমা পরিবর্তন করা হয়েছে। এই সময়সীমার মধ্যে হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশনে স্টপেজ দেওয়া হয়নি। আমি এলাকার বাসিন্দাদের বাসিন্দাদের সুবিধার্থে আজ কাটিহার ডিভিশনে ডিআরএমের সঙ্গে দেখা করলাম এবং তার হাতে কুলিক এক্সপ্রেসের স্টপেজের জন্য দাবি পত্র তুলে দিলাম। তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখার। ডিআরএম এস কে চৌধুরী জানান আজ মন্ত্রী এসেছিলেন হরিশচন্দ্রপুর স্টেশনে কুলিককের স্টপেজের দাবি নিয়ে। উনার দাবিটি আমরা বিবেচনা করে দেখব।

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet service during the programme to be attended by VVIP at Panchla, District -Howrah during February, 2023" **[Job No. KIT/RW/195 of 22-23]. SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-171/KIT/Q of 22-23).** Bid Submission Closing : **08.02.2023 up to 03.00 PM.** 2. Name of Work: "Provision for Temporary IT & Allied Infrastructural works in connection with VVIP Program at Vidyasagar Krirangan (Barasat Stadium) on 9th February, 2023" **[Job No. KIT/RW/196 of 22-23]. SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-172/KIT/Q of 22-23).** Bid Submission Closing : **08.02.2023 up to 03.00 PM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/- Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division

Notice Inviting Quotation

NIQ vide memo no. 125/DRDC/BNK Dt. 06/02/2023 By Project Director DRD Cell, & Additional District Mission Director, DMMU, Bankura. Details may be seen at office notice board of the undersigned.

Sd/-
Project Director
DRD Cell, Bankura.

e-Tender Notice

e-tenders are invited by Prodhan, Eral Gram Panchayat under Ausgram-2 Dev. Block Dist. – Purba Bardhaman, from resourceful/ bonafide contractors with experience and requisite credential vide **Tender ID – 2023_ZPHD_467584_1.** Last date of closing of submission of technical & financial Bid on **13/02/2023 upto 18.00 IST.** For details visit the website: **http://wbtenders.gov.in**

বিকে স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

রেজি অফিস ঃ ''ল্যান্সডাউন টাওয়ারস'',
৪ ফ্লোর, ২/ ১এ, শরৎ বোস রোড,
কলকাতা-৭০০০২০
CIN:L27106WB1981PLC033490

এতদ্বারা সূচিত করা যায় যে

ক) শেয়ার শংসাপত্র নং. ৮৪০৫ এবং ৯০৯৫ যার স্বতন্ত্র নং. ২৫২৫৮২৫ থেকে ২৫২৬১৫৭ পর্যন্ত এবং ৪০৮৮৭২৩ থেকে ৪০৯০৩৮৭ পর্যন্ত সাল ১৯৯৮ টাকা ১০ /- প্রতিটি শেয়ার যার ফোলিও নং. ০০২৬০০ রেজিস্টার রয়েছে দেবেন্দ্র নাথ পালের নামে, এবং

খ) শেয়ার শংসাপত্র নং. ৮২৮৩ এবং ৮৯৭৩ যার স্বতন্ত্র নং. ২৫০০৮৪৩ থেকে ২৫০১০০৯ পর্যন্ত এবং ৩৯৬৪৬৪৮ থেকে ৩৯৬৫৪৮২ পর্যন্ত সাল ২০০২ টাকা ১০ /- প্রতিটি শেয়ার যার ফোলিও নং. ০০২৪৭৭ রেজিস্টার রয়েছে কল্পনা পালের নামে,

যা হারিয়ে গেছে এবং কোম্পানি আবেদন পেয়েছে নকল শেয়ার শংসাপত্র জারি করার। যদি কোনরূপ আপত্তি আসে কারোর কাছ থেকে কোম্পানির রেজিস্টারের কাছে, মাহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রা.লি., ২৩ আর.এন. মুখার্জি রোড, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১ ঠিকানায়, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে, কোম্পানি আবেদনকারীদের নকল শেয়ার শংসাপত্র জারির প্রক্রিয়া শুরু করবে।

স্থান ঃ কলকাতা — স্ব /-
তারিখ ঃ ৩১.০১.২০২৩ — রণদীপ পাল

Puncha Gram Panchayat
Vill & P.O-Puncha, Dist.-Purulia(W.B),Pin-723151
Notice Inviting E-Tender no-PGP/NIT(e)-05/2022-23, Date: 02/02/2022
Notice Inviting E-Tender no-PGP/NIT(e)-06/2022-23, Date: 02/02/2022

E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of total 22 (Twenty two) nos. similar nature of works. Date of sale of tender form on any working day from **06/02/2023 6.00pm to 13/02/2023 at 12.00 p.m.** Last date of dropping of e-tender document on or before **13/02/2023 up to 12.00 pm.** Date of opening of tender **15/02/2023 (at 12.00 pm).** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Puncha Gram Panchayat

Amgachia Gram Panchayat
Bishnupur-I Panchayat Samity
Vill-Krishnarampur, P.O.- Amgachia,
Dist.-South 24 PGS, PIN-700104
Email id: amgachiagp91@gmail.com
NOTICE OF INVITING TENDER

Amgachia Gram Panchayat has invited 3 no. **NIeTs on 03.02.2023 vide NIT No. 74/AGP/TN/2023, 75/AGP/TN/2023 and 76/AGP/TN/2023 Dt. 03.02.2023** scheduled to be opened on **15.02.2023** and last date of submission is on **11.02.2023 (up to 5.00 pm).** For more details visit:- **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Amgachia Gram Panchayat

Panchghara Gram Panchayat Tender Notice

The Pradhan, Panchghara Gram Panchayat invited interested agencies or bidder or participator to participate for the following tenders: **NIT No: PGP/068/2023, Dt: 03/02/2023,** Sl No: 1 to 7. Bid submission start date (Online) **04/02/2023 9.30 am** and last date for online bid submission up to **10/02/2023 3.00 pm.** The details information and uploading / Downloading are available in the website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan,
Panchghara Gram Panchayat,
Joykrishnapur, Begampur, Hooghly.

Office of The Krishnapur Gram Panchayat
Vill-Krishnapur, PO-Krishnapur, Kaliachak-III Dev. Block, Malda
Notice Inviting Tender No:- 03/KGP/2023, Dated: 03-02-2023

Sealed Tender is invited by Prodhan, Krishnapur G.P. under Kaliachak-III Dev. Block from bonafide outsider agencies for 63(Sixty Three)nos. works, Source of Fund: XV FC. Date & time for issuing tender paper **15.02.2023 up to 2:30 pm.** Date of Opening of tender **16.02.2023 up to 2:30 pm.** Details please visit **https://wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.

Sd/- Prodhan
Krishnapur Gram Panchayat

DECILLION FINANCE LIMITED
Regd. Off: "Jajodia Tower", 3, Bentinck Street,Room No.D-8,4th Floor, Kolkata-700001,
CIN : L65999WB1995PLC067887 E-MAIL:info@decillion.co.in WEBSITE:www.decillion.co.in

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2022

(₹. in Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
		31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.03.2022
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	22.83	24.87	19.11	68.31	57.86	81.49
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	13.58	15.81	-59.30	38.04	-37.99	-11.98
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	13.58	15.81	-59.30	38.04	-37.99	-11.98
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	9.99	11.93	-45.53	28.00	-36.00	-17.63
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	9.03	6.50	-60.70	1.81	-16.98	6.40
6	Equity Share Capital	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)						
	Basic & Diluted:	0.29	0.34	-1.3	0.8	-1.03	-0.5

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of the Un-Audited Financial Results for the Quarter & Nine Months ended 31st December, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarter & Nine Months ended Financial Results is available on the Stock Exchange at www.bseindia.com & www.cse-india.com and also on the websites of the company at www.decillion.co.in.
2 The above results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 6th February, 2023.

For and on behalf of the Board
For Decillion Finance Limited
Sd/-
(Jitendra Kumar Goyal)
Managing Director
DIN: 00468744

Place : Kolkata
Dated : 06.02.2023

বিসর্জনের সুরে বিষাদের ছোঁয়া গ্রামজুড়ে

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ আবারও বছর ঘোরার অপেক্ষা। ঠিক যেন শারদীয়ায় উমার মর্ত্য থেকে কৈলাসে ফেরার চিত্র। না তবে উমা নয়, এ উমার রুপেই বাগদেবীর নিরঞ্জন। গ্রামে নেই চাকচিক্যময় শারদ উৎসবের আবহ তাই মূল উৎসব বাগদেবীর আরাধনা। গ্রামজুড়ে একাধিক পাড়ার প্রতিটি পরিবার আটদিন উল্লাস ও হৈ-হুল্লোড় করার পর বিসর্জনের সুরে তাই বিষাদের ছোঁয়া। মর্ত থেকে কৈলাশ পর্বতের পথে বিসর্জনের চালায় দেবী তার সন্তান-সন্ততি নিয়ে যেনো কৈলাসে ফিরছেন। তার আগে শেষবারের মত মাকে দেখতে, মায়ের বরণ পর্ব সারতে দেবীর মন্দিরে মেয়েরা। গ্রামবাসী বিষাদ ভুলে হাসিমুখে দেবী মাকে বিদায় জানাতে উৎসবে মেতে ওঠেন। বিসর্জনের আগপর্যন্ত তারা একে-অন্যকে সিঁদুরে রাঙান, ঢাকঢোলের তালে নাচ-গান করেন, যেন সারা বছর এমন আনন্দে কাটে। চলে ঢাকের তালে নাচ, সিঁদুরখেলা ও একে অন্যকে বিজয়া দশমীর মতো শুভেচ্ছা জানানো। গ্রামের দুই পাড়াতেই দেবী সরস্বতী একা আসেন না। সাথে থাকেন ভগবতী অর্থাৎ দেবী দুর্গা এবং লক্ষ্মী, গনেশ ও কার্তিক। এক চালার দুর্গা প্রতিমার আদলে দুই মেলাতেই দেবী সরস্বতীর বিগ্রহ তৈরী করা হয়। তবে প্রতিমায় এখানকার বিশেষত্ব হল দুই মন্ডপেই দেবী সরস্বতী থাকেন মাঝখানে। কথিত আছে, এই গ্রামে দেবী অম্বিকার সিংহবাহিনী চতুর্ভূজা মুর্তি পুজিত হন বলে দুর্গা প্রতিমার পুজো নিষিদ্ধ। ফলে দুর্গাপূজায় মাঠের মধ্যে দেবী অম্বিকাকেই দুর্গা রূপে আরাধনা করা হয়। আটদিনব্যাপী আয়োজনের শেষদিন যেনো অকাল বিজয়া দশমী। ধুমধাম আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে সম্প্রতি শেষ হয় বাঁকুড়ার রতনপুরের শেষ হয় এ বছরের শ্রীপঞ্চমীর উৎসব। প্রতিমা নিরঞ্জন গ্রামের দুই পাড়ার বিশেষ আকর্ষণ। দেবীর শতাব্দী প্রাচীন রেওয়াজ এই প্রতিমা নিরঞ্জন এক দেবীর প্রতিমা আর এক মন্ডপের সন্মুখে না, মন্দিরের পশ্চাদ হয়ে সমগ্র গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। এই বিসর্জন চাক্ষুষ করতে শুধু পার্শ্ববর্তী গ্রামই নয়, বাইরে থেকেও মানুষ আসেন রতনপুর গ্রামে। এই বিসর্জনকে ঘিরে একেবারে অন্যরকম আবেগ ও অনুভূতি কাজ করে গ্রামের দাস ও বিশ্বাস পাড়ায়। বিসর্জনের শোভাযাত্রায় আলোর খেলা ভরিয়ে দিল দর্শনার্থীদের মন। শোভাযাত্রায় শামিল হয়েছিল গ্রামের আট থেকে আশি, বিদায় বেলায় বিষাদ ভুলে মহিলাদের নাচ।

নিরাপত্তায় বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। একাধিকবার শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট ও স্বাস্থ্য দপ্তরের দ্বারস্থ হলেও কোনও লাভ হয়নি। এমতাবস্থায় হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে সমস্যায় পড়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সোমবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠক হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র তথা রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান গৌতম দেব, মাটিগাড়া নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন, হাসপাতালের সুপার সঞ্জয় মল্লিক, অধ্যক্ষ ইন্দ্রজিৎ সাহা, ডিন সন্দীপ সেনগুপ্ত সহ বিভাগীয় প্রধানরা। তবে সমিতির বৈঠক হলেও হাসপাতালের উন্নয়নে তেমন বড়ো কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারা যায়নি বলে বৈঠক সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে বৈঠকে হাসপাতাল ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তাতেই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

অভিযান সূর্যে হবে, গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ইসরোর

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শক্তির উৎস হল সূর্য। এবার সেখানেই অভিযান করতে চায় ইসরো। কিন্তু সেই সূর্যই সবচেয়ে রহস্যময়। এবার তাই সৌর অভিযানে নামবে দেশের বিজ্ঞান ও গবেষণা কেন্দ্র ইসরো। এমনই ঐতিহাসিক ঘোষণা করেছেন ইসরোর চেয়ারম্যান এস সোমনাথ। আগামী জুন বা জুলাই মাসে অভিযান শুরু হওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। লক্ষ্য, সূর্যের করোনাগ্রাফ নিয়ে গবেষণা। এই কাজে ইসরোকে সাহায্য করতে পারে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোফিজিক্স। এর আগে একাধিকবার চাঁদে পাড়ি দিয়েছে ইসরো। মঙ্গলাভিযানের প্রস্তুতিও চলছে। তারই মাঝে ইসরো ঘোষণা করে দিল সূর্য অভিযানের কথা। সূত্রের খবর, আইআইএ'র বসানো যন্ত্র আদিত্য এল১'এর মাধ্যমে সম্প্রতি সূর্যের ভিজিবল লাইন এমিশন করোনাগ্রাফ থেকে কিছু তথ্য মিলেছে। তার উপর ভিত্তি করে আরও বিস্তারিত জানার লক্ষ্যে সূর্য অভিযানের সিদ্ধান্ত ইসরোর। এটাই ইসরোর প্রথম সৌর অভিযান। এই নিয়ে ইসরোর চেয়ারম্যান এস সোমনাথ জানিয়েছেন, আসলে পৃথিবীর আশপাশে এই ব্রহ্মাণ্ডে কী ঘটে চলেছে, তা বোঝা খুবই দরকারি। আদিত্যএল১ এই লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। ১৫ বছর আগে RELC একটি ধারণা দিয়েছিল মাত্র। এবার তার জটিল, যৌগিক স্তরগুলি আমাদের বুঝতে হবে। ইসরো ও আইআইএ-র মধ্যে সমন্বয় করে কাজ করার জন্য এটাই সবচেয়ে ভাল বিষয়। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের তরফে জানানো হয়েছে, তাদের আদিত্যএল১ RELC সম্পর্কে যা যা তথ্য দিয়েছে, তা বিশ্লেষণের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ। এবার নতুন করে গণনা ও গবেষণার কাজ শুরু হবে এবং তা ইসরোর হাত ধরেই।

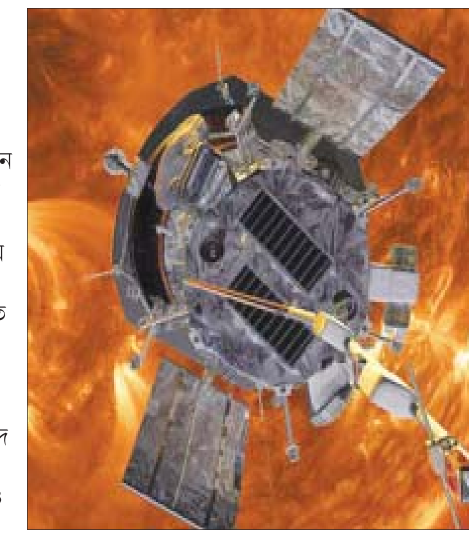

এবার সহজে বুঝে নেওয়া যাক এই আদিত্যএল১ ঠিক কী? ল্যাগরাঞ্জিয়ান পয়েন্টের কাছ থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করা পৃথিবীর মধ্যস্থলে একটি সিস্টেম, যা মূলতঃ সূর্য সম্পর্কিত তথ্যই জানাতে পারবে। এবার প্রশ্ন, ল্যাগরাঞ্জিয়ান পয়েন্ট কী? মহাজাগতিক বস্তু নিয়ে পড়াশোনার ক্ষেত্রে এটি অতি সাধারণ একটি ব্যাখ্যা। দুই ভারী বস্তুর মহাকর্ষ বলের মধ্যে যে ছোট বস্তুটির অবস্থান, তিন বস্তুর মধ্যে সাম্য বজায় রাখা বিন্দুগুলিকে বলা হয় ল্যাগরাঞ্জিয়ান পয়েন্ট। এই বিন্দুকে কাজে লাগিয়ে এই সংক্রান্ত বহু গাণিতিক সমস্যা সমাধান করা যায়। সৌর অভিযানের ক্ষেত্রে এই ল্যাগরাঞ্জিয়ান পয়েন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে নিঃসন্দেহে। আর সেই কারণে RELC 'র তথ্যকে এত গুরুত্ব দিচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

প্রকৃতির কোলে কতটা সুরক্ষিত পাখিরা

সাঁতরাগাছির ঝিলে কখনও গিয়েছিলেন? কত বিদেশি পাখি সেখানে আসে। গণনা শুরু করল পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদ। পাশাপাশি বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীদের চেনানো হল কি কি পাখি সেখানে আসে। এছাড়া সাঁতরাগাছি ঝিলের সঙ্গে সঙ্গে শীতে হাওড়া জেলায় আর কোথায় কোথায় বিদেশি পরিযায়ী পাখির আগমন ঘটে তা নিয়ে সমীক্ষা শুরু করলেন পর্ষদের সদস্য তথা গবেষকরা। দিনভর সাঁতরাগাছি ঝিলে পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদের তরফে একটি কর্মশালা করা হয়। এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন পর্ষদের সদস্য তথা বিভিন্ন কলেজের প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপকরা। প্রায় দেড়শো জন ছাত্রছাত্রীও ছিলেন। তাঁরা স্পটিং স্কোপ, বাইনোকুলার, ক্যামেরার মাধ্যমে ঝিলে আসা পাখি দেখেন। সেগুলি ছাত্রছাত্রীদের চেনান ও পাখির গণনা করেন। এদিন কর্মশালার পর হাওড়া শিবপুরের দীনবন্ধু ইনস্টিটিউশন কলেজের প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক জানালেন, প্রায় সাড়ে চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার পাখি তাঁরা সাঁতরাগাছি ঝিলে আসতে দেখেছেন। 'বিশ্ব জলাভূমি দিবস' বর্তমানে পাখিরা প্রকৃতির কোলে কতটা সুরক্ষিত রয়েছে তাও এদিন বোঝার চেষ্টা করেন পক্ষীপ্রেমীরা। এদিনের কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন পর্ষদের সিনিয়র রিসার্চ অফিসার, শ্রীরামপুর কলেজের প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যার গবেষক। প্রসঙ্গত, শীতে অনেক পরিযায়ী পাখির আনাগোনা এখানে হয়। তাই সকলেই এই ঝিল নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এবছর শীত জাঁকিয়ে পড়ার আগে থেকেই তাদের আগমন শুরু হয়েছে। এই ঝিলে প্রায় ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে পরিযায়ী পাখিরা আসে। করোনা পরিস্থিতিতে পরিবেশ দূষণের মাত্রা কমার পরে ভিড় বেড়েছিল ঝিলে। তাই সময় নষ্ট না করে একবার গিয়ে দেখে আসুন এই ঝিল। তবে আর কিছুদিন পরে গেলে কাউকেই দেখতে পারবেন না।

পাঁচটি বড় মেট্রো প্রকল্প এই বছর উদ্বোধন করা হবে

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ এ বছরের কেন্দ্রীয় বাজেটে, কলকাতা মেট্রোর বিভিন্ন চলমান মেট্রো প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৩২২০.২৫ কোটি। এটি ২০২২-২০২৩ সালের বাজেট প্রস্তাবের তুলনায় ১৬৪.৭৭ বেশি। ১২১৬.২৫ কোটি মেট্রো রেলওয়ে প্রায় মোট পরিকল্পনা ব্যয়ও অভূতপূর্ব ১৫৩.৩৬ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং নির্ধারণ করা হয়েছে। ৩৪৬৬.৫৪ কোটি যেহেতু পর্যাপ্ত তহবিল এখন উপলব্ধ, মেট্রো রেলওয়ে ২০২৩ সালে নতুন মেট্রো রুট খোলার এবং বিদ্যমান রুটগুলি প্রসারিত করার পরিকল্পনা করছে। রাজারহাট মেট্রো প্রকল্প (অরেঞ্জ লাইন) হয়ে নিউ গড়িয়ার হেমন্ত মুখার্জি প্রসারিত নতুন গড়িয়া থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত কমিশনার দ্বারা ইতিমধ্যেই পরিদর্শন করা হয়েছে। রেলওয়ে নিরাপত্তা, K.F. সার্কেল এবং আশা করা হচ্ছে যে এই প্রসারিত বাণিজ্যিক পরিষেবাগুলি শুরু করার জন্য তার বাধ্যতামূলক অনুমোদন খুব শীঘ্রই পাওয়া যাবে। এই অনুমোদন পাওয়ার পরে, এই ৫.৪ কিমি দীর্ঘ প্রসারিত বাণিজ্যিক পরিষেবাগুলি ফেব্রুয়ারি, ২০২৩-এ শুরু হতে পারে। ২০২৩ সালের অক্টোবরের এই প্রসারিত সল্টলেক সেক্টরও (৯.৮২কিমি দৈর্ঘ্য) পর্যন্ত প্রসারিত করা হবে। একই মাসে নোয়াপাড়া বিমানবন্দর বারাসাত মেট্রো প্রকল্পের (ইয়েলো লাইন) নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দর প্রসারিত (৭.০৪ কিলোমিটার) হবে। উদ্বোধন করা হবে। জোকা থেকে তারাতলা পর্যন্ত পার্পল লাইনে বাণিজ্যিক পরিষেবা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। ২০২৩ সালের অক্টোবরের মধ্যে এই পরিষেবাটি তারাতলা থেকে মাঝেরহাট (১.২৪কিমি) পর্যন্ত আরও বাড়ানো হবে। মেট্রো রেলওয়ে জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অরুণ অরোরা বলেছেন, এই এক্সটেনশন এবং নতুন রুটের উদ্বোধন কলকাতাবাসীদের জন্য এই বছরের পুজোর উপহার। এই বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে শিয়ালদহ থেকে হাওড়া ময়দান (৭.২৫ কিমি) পর্যন্ত বহু প্রতীক্ষিত মেট্রো পরিষেবা বাড়ানোর লক্ষ্যও নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি অর্জিত হলেই এদেশে হুগলির মতো শক্তিশালী নদীর তলদেশে প্রথমবারের মতো মেট্রো চলবে। শহরতলী থেকে আসা যাত্রীরা এসপ্ল্যানেড, শিয়ালদহ বা সল্টলেকের মতো জায়গায় দ্রুত এবং মসৃণভাবে পৌঁছাতে পারবে কোনো যানজটের সম্মুখীন না হয়ে এই বছরে মেট্রো খুব দ্রুত তার ডানা প্রসারিত করার পরিকল্পনা করছে এবং বিদ্যমান ৪৭.৯৩ কিলোমিটারের সাথে কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কে মোট ৩০.৭৫ কিলোমিটার যুক্ত হতে চলেছে।

আসছে ফোল্ডেবল আইপ্যাড

আগামী বছরই ফোল্ডেবল আইপ্যাড আনতে যাচ্ছে অ্যাপল। চলতি বছর কোনো আইপ্যাড বাজারে না এনে একবারে ফোল্ডেবল আইপ্যাড আনতে পারে তারা এমনটাই খবর মিলেছে। এক টুইট বার্তায় এসব তথ্য দিয়েছেন অ্যাপল বিশ্লেষক মিং চি কু। এ ছাড়া চলতি বছর আইপ্যাডের বিক্রি ১০ থেকে ১৫ শতাংশ কমে যাবে বলে আভাস দিয়েছেন। অ্যাপল প্রোডাক্ট বিশ্লেষক মিংচি কুও এর আগে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, অ্যাপল একটি ভাঁজ করা যায় এমন আইপ্যাডের ওপর কাজ করছে। তবে কবে এটি বাজারে আসবে, তা তখন বলা যাচ্ছে না। তবে এখন কুও একটি টুইট বার্তায় বলেছেন যে, তিনি ইতিবাচক যে ফোল্ডেবল আইপ্যাড আগামী বছরের মধ্যেই বাজারে উপলব্ধ হতে পারে। এই টুইটে কুও ২০২৩ সালে আইপ্যাড শিপমেন্টে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ হ্রাসের পূর্বাভাসও দিয়েছেন। তবে, বিশ্লেষক বলেন যে ২০২৪ সালে নতুন ফোল্ডেবল আইপ্যাডের আগমন প্রোডাক্ট মিক্সের উন্নতির পাশাপাশি শিপমেন্টে বৃদ্ধি করবে। মিংচি কুও নতুন ফোল্ডেবল আইপ্যাডটি কি কি অফার করতে পারে, সে সম্পর্কে খুব বেশি কিছু খবরও পাওয়া যায়নি। শুধুমাত্র এটা বলা হয়েছে যে, অ্যাপল নির্মিত ট্যাবলেটটি কার্বন ফাইবার দিয়ে তৈরি একটি কিকস্ট্যান্ড সহ আসতে পারে।

ইউটিউবে প্রতি ১০ লাখ ভিউয়ে আয় কত

আমরা কি জানি, ইউটিউব বিশ্বের সবচেয়ে বড় ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম। এই স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে ভিডিও নির্মাতারা নির্দিষ্ট ভিউয়ে বিপরীতে নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ আয় করেন বলে শোনা গিয়েছে। জানেন কি, একজন ইউটিউবার তার একটি ভিডিওর মাধ্যমে কত টাকা আয় করবেন, সেটি নির্ভর করে তার ভিডিওটি কেমন, সেটি কোন কোন দেশ থেকে দেখা হয়েছে, সেসব দেশে ইউটিউবের বিজ্ঞাপণের রেট কেমন ইত্যাদির ওপর। তবে ভিডিওটি কত দর্শক দেখেছেন সেটিই মূলতঃ একটি ভিডিওকে বিচারের অন্যতম মানদণ্ড। যখন ইউটিউবে একটি ভিডিওর ভিউ ১০ লাখ অতিক্রম করে, তখন নির্মাতা সেটি থেকে ভালো আয় করেছেন এমনটা ধরে নেওয়া যায়। কখনো কখনো তো একটি ভিডিও থেকে ১০ হাজার ডলারেরও বেশি আয় করা সম্ভব, সেটি যদি যথেষ্ঠ দর্শক টানতে পারে। প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান অ্যামাজনের ওপর বানানো একটি ভিডিও থেকে তখনই ৩০ হাজার ডলারেরও বেশি আয় হয়েছে। তখন তার ভিডিওটির ভিউ ছিল ১৮ লাখ। নির্দিষ্ট দর্শককে লক্ষ্য করে ভিডিও বানানোয় আরপিএম রেট (প্রতি হাজারে আয়) অনেক বেশি। ব্যবসা ও প্রযুক্তি-বিষয়ক ভিডিও থেকে আয় তুলনামূলক বেশি। 'ইউটিবাররা সবসময় অনেক অর্থ আয় করেন না। আয়ে বিষয়টি নির্ভর করে আপনি কোন ধরনের ভিডিও বানাচ্ছেন তার ওপর।' ভিডিও নির্মাতারা যদি ইউটিউবের পার্টনার প্রোগ্রাম বা ওয়াইপিপির তালিকাভুক্ত হন, তাহলে নির্দিষ্ট ভিডিওর মোট বিজ্ঞাপনী আয়ে ৫৫ শতাংশ অর্থ তাদের পকেটে যায়। ন্যূনতম ১ হাজার সাবস্ক্রাইবার ও চ্যানেলের মোট ওয়াচ টাইম ৪ হাজার ঘণ্টা হলে ইউটিউবের পার্টনার প্রোগ্রামের জন্য যোগ্য বিবেচিত হওয়া যায়। এখন ইউটিউব শর্টস থেকেও নির্মাতারা অর্থ আয় করতে পারেন। প্রতি ১০ লাখ ভিউয়ে জন্য ইউটিউব কত অর্থ দেয়, সেই বিষয়ে ধারণা পেতে বিজনেস ইনসাইডার ২০২০ সালে ৩ জন ইউটিউবারের সঙ্গে কথা বলে। সেমিডকোকো ৩ লাখ ৪০ হাজার টাকা (১১ লাখ ভিউ) চ্যানেলটি পরিচালনা করেন সেমিড, নিরাপত্তার স্বার্থে তিনি নিজের আসল নাম প্রকাশ করতে রাজি হননি। ২০২০ সালের ডিসেম্বরে এই চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার ছিল দেড় লাখ এবং তখন তার চ্যানেলের দুটি ভিডিওর ভিউ ১০ লাখ ছাড়িয়েছিল। তিনি বলেন, সাধারণত এই ভিডিওগুলো থেকে ২৫০০ থেকে ৪০০০ মার্কিন ডলার আয় করা যায়। ১১ লাখ ভিউ হওয়া একটি ভিডিও থেকে তিনি আয় করেছেন ৩৪৭০ মার্কিন ডলার বা প্রায় সাড়ে ৩ লাখ টাকা। জেড ডার্মাওয়াংসা- ৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা (১২ লাখ ভিউ) ২০২০ সালের মে মাসে জেড যখন বিসনেস ইনসাইডারের সঙ্গে কথা বলেন, তখন তার চ্যানেলের সাবস্কাইবার ছিল ৩ লাখ ৮১ হাজার। তার চ্যানেলে 'হাউ টু গ্রো অন ইনস্টাগ্রাম' শিরোনামের একটি ভিডিও ১২ লাখ দর্শক দেখেছেন এবং সেটি থেকে তিনি আয় করেছেন ৩৬০০ মার্কিন ডলার বা ৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা।

টিকিট চেকিং কর্মীদের সংবর্ধনা

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ মোঃ ওয়েইস, প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার, দক্ষিণ- পূর্ব রেলওয়ে ০৬.০২.২০২৩ তারিখে গার্ডেন রিচের

হেডকোয়ার্টারে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে বাণিজ্যিক বিভাগের ৭৯ জন কর্মীকে তাদের প্রশংসনীয় কাজের জন্য সম্মাননা সনদ প্রদান করেন। এই ৭৯ জন কর্মীদের মধ্যে, ৫৩ জন টিকিট চেকিং কর্মীকে শিশুদের উদ্ধার, পিছনে ফেলে যাওয়া হারানো যাত্রীর লাগেজ ফেরত দেওয়া, অসুস্থ যাত্রীদের সহায়তা প্রদান, টাউটঅপরাধী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ইত্যাদির জন্য অনুকরণীয় পরিষেবার জন্য সংবর্ধিত করা হয়ে। বাকি ২৬ জন কর্মীকে সম্মানিত করা হয়েছে। এপ্রিল, ২০২২ থেকে ডিসেম্বর, ২০২২-এর মধ্যে টিকিট চেকিংয়ে সর্বোচ্চ আয়। এপ্রিল ২০২২ থেকে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত সর্বাধিক উপার্জনকারীরা হলেন শ্রী পীযূষ কুমার, টিকিট পরীক্ষক, রাঁচি, শ্রী পিন্টু দাস, বিশেষ টিকিট চেকিং স্টাফ, রামরাজতলা এবং শ্রীমতি সাবিত্রী শ, ট্রেন টিকিট পরিদর্শক, হাওড়া। শ্রী মনোজ কুমার চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার (প্যাসেঞ্জার মার্কেটিং) কর্মীদের স্বাগত জানান যারা অনুকরণীয় সেবা প্রদানে অতিরিক্ত মাইল হেঁটেছেন। তাদের নির্ধারিত দায়িত্ব পালন ছাড়াও, তারা চিত্তাকর্ষক এবং বিশ্বাসযোগ্য জনসেবা প্রদানের জন্য নিজেদের নিয়োজিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। তিনি তাদের অবদানের জন্য সমস্ত কর্মীদের ধন্যবাদও জানান। দক্ষিণ- পূর্ব রেল ইতিমধ্যেই জানুয়ারি, ২০২৩ মাস পর্যন্ত ৯০.২৮ কোটি টাকা টিকেট চেকিং আয় অর্জন করেছে। টিকেট চেকিং আয় ২০২২-২৩ এর জন্য ১০০ কোটি টাকা, যা একটি মাইলফলক অর্জন হবে।

বিস্ফোরণে ঝলসে গেল একই পরিবারের পাঁচ সদস্য

পাটনা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ পাটনার কদমকুয়ান থানা এলাকার আমরুদি গলিতে সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ঝলসে গেল একই পরিবারের পাঁচ সদস্য। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে রান্না করার সময় । এদিন সকালে একটি বাড়িতে বসবাসকারী এক ভাড়াটিয়ার ঘরে সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটেছে। এতে পরিবারের পাঁচ সদস্য গুরুতর আহত হয়েছেন। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান সিলিন্ডারে গ্যাস লিকেজের জন্য এই বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটেছে। আহতদের মধ্যে দুই নারী, একজন পুরুষ ও দুই শিশু রয়েছে। সবাইকে পাটনার পিএমসিএইচে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে। সবার অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গেছে। যে এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে সেটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা এবং কাছাকাছি একটি পেট্রোল পাম্প রয়েছে ।

লাহৌল-স্পিতিতে তুষারপাতে মৃত দুই, নিখোঁজ এক

সিমলা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ হিমাচল প্রদেশের লাহৌল স্পিতি জেলায় তুষারধসে বর্ডার রোড অর্গানাইজেশনের দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে এবং একজন নিখোঁজ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ত্রাণ ও উদ্ধার কাজের দল দুটির মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। নিখোঁজ যুবকের সন্ধান অব্যাহত রয়েছে। রাজ্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মুখপাত্রের মতে, মৃত শ্রমিকদের নাম নেপালের বাসিন্দা ১৯ বছর বয়সী রাম বুদ্ধ এবং রাকেশ চাম্বার বাসিন্দা। নিখোঁজ ব্যক্তির নাম শেরিং লামা (২৭), যিনি নেপালের বাসিন্দা। জেলা সদর দফতর কেলং থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে শিকুনলা পাসের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। রবিবার সন্ধ্যায় দারচা-শিঙ্কুলা সড়কের ছিকা গ্রামের কাছে এই বরফটি পড়ে। এ সময় সীমান্ত সড়ক সংস্থার কর্মীরা বরফ অপসারণ করছিলেন। আকস্মিক তুষারধসের কারণে ঘটনাস্থলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। তিন শ্রমিকের পাশাপাশি একটি তুষার কাটার যন্ত্র ও যন্ত্রপাতিও তুষারধসের নিচে পড়ে যায়।

ভারতে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার বাড়াতে মিশন মোডে কাজ করছে সরকার ঃ প্রধানমন্ত্রী

বেঙ্গালুরু, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারতে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার বাড়াতে মিশন মোডে কাজ করছে সরকার। জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কর্নাটকে বিশেষ সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানেই তিনি এই এনার্জি সপ্তাহের উদ্বোধন করলেন। পাশাপাশি আরও কিছু কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। সোমবার কর্ণাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরুতে 'ইন্ডিয়া এনার্জি উইক ২০২৩' উদ্বোধন করার পর প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভারতের গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্ক বর্তমানে ২২ হাজার কিলোমিটার থেকে আগামী চার-পাঁচ বছরে ৩৫ হাজার কিলোমিটারে প্রসারিত হবে। তিন দিনব্যাপী ইন্ডিয়া এনার্জি উইক ২০২৩ ইভেন্টের লক্ষ্য হল- একটি এনার্জি স্থানান্তর পাওয়ার হাউস হিসাবে ভারতের ক্রমবর্ধমান দক্ষতা প্রদর্শন করা। অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বৈশ্বিক বিনিয়োগকারীদের ভারতের জ্বালানি সেক্টরে বিনিয়োগের সুযোগ অন্বেষণ করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এনার্জির পরিবর্তনে ভারত বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী কণ্ঠস্বর। তিনি বলেন, সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের এনার্জির মিশ্রণে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার বাড়াতে মিশন মোডে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অপরিশোধিত পরিশোধন ক্ষমতা রয়েছে ভারতের। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ভারত পেট্রোলের সঙ্গে ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রণের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আরেকটি সেক্টর যেটিতে ভারত বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছে তা হল সবুজ হাইড্রোজেন।

তিনি বলেন, ন্যাশনাল গ্রিন হাইড্রোজেন মিশন একুশ শতকের ভারতকে নতুন দিকনির্দেশনা দেবে। প্রধানমন্ত্রী এদিন ইন্ডিয়ান অয়েলের ইনডোর সোলার কুকিং সিস্টেমের টুইন-কুকটপ মডেলও চালু করেন এবং এর বাণিজ্যিক রোল-আউটকে ফ্ল্যাগ-অফ করেন। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আজ সূচনা হওয়া সোলার কুকটপ ভারতে সবুজ ও পরিচ্ছন্ন রান্নাকে একটি নতুন মাত্রা দিতে চলেছে। তিনি বলেন, সার্কুলার ইকোনমি, একভাবে, প্রত্যেক ভারতীয়ের জীবনধারার একটি অংশ। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোটি কোটি মানুষ দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে মধ্যবিত্তে প্রবেশ করেছে। তিনি বলেন, ভারত দ্বিতীয় বৃহত্তম মোবাইল ফোন উৎপাদনকারী দেশ হয়ে উঠেছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী, রাজ্যপাল থাওয়ারচাঁদ গেহলট এবং মুখ্যমন্ত্রী বাসভরাজ বোম্মাই প্রমুখ। বেঙ্গালুরুতে এই এনার্জি সপ্তাহ চলবে আজ, ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি। এই দেশ ক্রমশ এনার্জি ট্রানজিশন পাওয়ারহাউস হিসেবে উঠে আসছে। এই ধরনের সপ্তাহ পালন এরই প্রতি আরও বেশি মনোযোগ বাড়ানোর অন্যতম পন্থা। পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ পুরী এই প্রসঙ্গে বলেছেন, এটা ভারতের প্রথম কোনও বড় মাপের এনার্জি ইভেন্ট। জি২০ প্রেসিডেন্সি পাওয়ার সঙ্গে এই প্রকল্পের উজ্জীবনের একটা যোগসূত্র রয়েছে। জি২০ ক্যালেন্ডারে এনার্জি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার পরিসর থাকছে।

বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর বড় হামলা, ১৪ টি মন্দিরে ভাঙচুরের অভিযোগ

ঢাকা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ আবার হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের উপর বড়সড় হামলার অভিযোগে উত্তপ্ত বাংলাদেশ। ১৪ টি হিন্দু মন্দিরে ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। সোমবার এই নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত শনিবার রাতে। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ সোমবার জানান, ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গা উপজেলায় তিনটি ইউনিয়নের ১২টি মন্দিরের বিভিন্ন দেব-দেবীর ১৪টি প্রতিমা ভাঙ্গচুর হয়েছে। এই ঘটনায় ঘটনায় আমরা হতবাক হয়েছি। সাম্প্রদায়িক হামলায় আক্রান্ত তিনটি ইউনিয়নের মধ্যে ধনতলা ইউনিয়নে বর্তমানে ৮০ পাড়িয়া ইউনিয়নে ৭৫ এবং চাড়োল ইউনিয়নে ৪৫ হিন্দুদের বসবাস। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ও পরবর্তীতে এই সকল এলাকায় এর পূর্বে কখনও এ ধরনের ঘটনা কেউ ঘটতে দেখেনি। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার রাত থেকে রবিবার সকালের মধ্যে এই ঘটনা ঘটেছে। পরিকল্পনা করেই এই হামলা ঘটানো হয়েছে বলে মনে করছে পুলিশ। দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করে উপযুক্ত শাস্তির আশ্বাস দিয়েছেন পুলিশ কর্তারা। বাড়ানো হয়েছে এলাকার নিরাপত্তা। কোথাও মন্দিরের একাংশ, কোথাও আবার দেবদেবীর মূর্তি ভাঙা হয়েছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দারা এলাকার পুকুরে ভাঙাচোরা অংশ দেখতে পেয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় পুলিশে। বালিয়াডাঙ্গি থানার পুলিশ তদন্তে নেমেছে। মনীন্দ্র কুমার নাথ বলেন, ঘটনার দু'দিন বাদেও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। ঠাকুরগাঁও এর পুলিশ সুপারের সাথে আমি কথা বলেছি। উনি উনাদের তৎপরতার কথা জানালেন। আমরা উনাদের কথায় ভরসা রাখতে পারছি না। এই ধরনের ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করলেও তাদের ছেড়ে জামিন দিয়ে দেওয়া হয়। কোনও বিচার হয় না। যদি দুই একটি ঘটনারও বিচার হত তাহলে এ ধরনের ঘটনা বার বার ঘটতো না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত নির্বাচনী ইশতেহারে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের সুরক্ষায় আইন ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন করবেন বলে কথা দিয়ে ছিলেন। অদ্যাবধি তার কোন প্রতিফলন ঘটেনি। বালিয়াডাঙ্গির হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতা বৈদ্যনাথ বর্মনের কথায়, অজ্ঞাতপরিচয় কয়েকজন দুষ্কৃতী এখানকার তিনটি ইউনিয়ন এলাকার ১৪ টি মন্দিরে ভাঙচুর চালিয়েছে। কোথাও কোথাও মূর্তি ভেঙে পুকুরে ফেলে দিয়েছে। এই দুষ্কৃতী কারা, কেন এ কাজ করল, সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অন্ধকারে। তবে তাদের গ্রেফতার করে কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

যাত্রীদের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ ফুড ডেলিভারি সুবিধা চালু করেছে রেল

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারতীয় রেলে ভ্রমণকারী যাত্রীরা এখন তাদের পিএনআর নম্বর ব্যবহার করে ভ্রমণের সময় হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে অনলাইনে খাবার অর্ডার করতে পারবেন। রেল মন্ত্রক সোমবার এক বিবৃতিতে বলেছে, ভারতীয় রেলওয়ের ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন লিমিটেড (আইআরসিটিসি), একটি বিশেষভাবে তৈরি ওয়েবসাইট www.catering.irctc সহ তার ই- কেটারিং সেন্টার চালু করেছে। ফুড অন ট্র্যাক অ্যাপের মাধ্যমে ই-ক্যাটারিং পরিষেবা শুরু করেছে। ই-ক্যাটারিং পরিষেবাগুলিকে আরও গ্রাহক-কেন্দ্রিক করার দিকে এক ধাপ এগিয়ে ভারতীয় রেলওয়ে সম্প্রতি রেল যাত্রীদের ই-ক্যাটারিং পরিষেবার মাধ্যমে খাবার অর্ডার করার জন্য হোয়াটসঅ্যাপ যোগাযোগ চালু করেছে। এর জন্য ব্যবসা শুরু করা হয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ৯১-৮৭৫০০০১৩২৩। প্রাথমিকভাবে, হোয়াটসঅ্যাপ যোগাযোগের মাধ্যমে ই-ক্যাটারিং পরিষেবার দুই- পর্যায়- বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। প্রথম ধাপে, ব্যবসার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর www.ecatering.irctc.co.in লিঙ্কে ক্লিক করে ই-ক্যাটারিং পরিষেবা বেছে নেওয়ার জন্য একটি ই-টিকিট বুকিং গ্রাহককে একটি বার্তা পাঠাবে। প্রাথমিকভাবে, গ্রাহকদের প্রতিক্রিয়া এবং পরামর্শের ভিত্তিতে নির্বাচিত ট্রেনগুলিতে ই-ক্যাটারিং পরিষেবার জন্য হোয়াটসঅ্যাপ যোগাযোগ কার্যকর করা হয়েছে। এটি শেষ পর্যন্ত অন্যান্য ট্রেনগুলিতে বাড়ানো হবে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পূর্ণরূপে এগোচ্ছে

মালিগাঁও, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমানোর জন্য ভারতীয় রেল বিশ্বের বৃহত্তম ''গ্রিন রেলওয়ে'' হয়ে ওঠার লক্ষ্যে মিশন মোডে কাজ করে চলছে। সমগ্র ভারতীয় রেলওয়ে নেটওয়ার্কে ৮৫ আরকেএম বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সম্পূর্ণ বিদ্যুতায়নের প্রয়াসে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে চলতি আর্থিক বছরের শেষ তিন

ত্রৈমাসিকে ১৩২ রুট কিলোমিটারের বেশি বিদ্যুতায়নের কার্য সম্পন্ন করেছে। নেট জিরো কার্বন নির্গমনের লক্ষ্য মাত্রার অংশ হিসাবে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ১১০৮ রুট কিলোমিটারের বিদ্যুতায়ন অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, যা নেটওয়ার্কের মোট ৪২১৬ রুট কিলোমিটারের ২৬.২৮ শতাংশ। অসমে ৪৪৫ কিলোমিটার রেলপথ বিদ্যুতায়িত হয়েছে। জোনটি ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে তার সম্পূর্ণ রুট কিলোমিটার বিদ্যুতায়িত সম্পন্ন করার পরিকল্পনা করেছে। সাম্প্রতিক অগ্রগতিতে, আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের শিলিগুড়ি জং - নিউ মাল জং, কাটিহার ডিভিশনের বাগডোগরা হয়ে শিলিগুড়ি জং - আলুয়াবাড়ি রোড জং এবং লামডিং ডিভিশনের হয়বরগাঁও - মৈরাবাড়ি এর মধ্যে সাফল্য সহকারে বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রায় ৮০ জোড়া মেলএক্সপ্রেস ট্রেন এবং ০৩ জোড়া যাত্রীবাহী ট্রেন বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন দিয়ে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে চালিত হয়েছে। যদিও উপরের বেশিরভাগ ট্রেনগুলিই ইলেকট্রিক ইঞ্জিনেই শেষ থেকে শেষ পর্যন্ত চলেছে ডিজেল ইঞ্জিনে স্যুইচ ওভার করার আগে প্রায় ১৮ জোড়া গুয়াহাটি পর্যন্ত চলেছে, ০৫ জোড়া কামাখ্যা পর্যন্ত এবং ০৩ জোড়া বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনে জাগিরোড পর্যন্ত চলেছে। নতুন সেকশনগুলির সাম্প্রতিক বিদ্যুতায়নের সাথে বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনে চালিত মেল এবং যাত্রীবাহী ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যুতায়নের ফলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-তে ট্রেনের গতিশীলতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করবে এবং উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিতে রেল নেটওয়ার্ককে আরও শক্তিশালী করবে। দূষণ হ্রাসের পাশাপাশি জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে বিদ্যুতে স্থানান্তরের কারণে রেলওয়ের আর্থিক কর্মক্ষমতাও উন্নত হবে। নির্বিঘ্ন ট্র্যাফিককে সহজতর করবে এবং ট্রেনের গড় গতি বাড়াবে যার ফলে ট্রেন চলাচলের সময়ানুবর্তিতা মেনে চলা ও সম্ভব হবে।

Name Change

I, Hasan Biswas (Old Name) S/o Nasir Mondal residing at Vill & PO – Padmamala, PS- Chapra, DIST – Nadia, Pin - 741123 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) Hasan Mondal (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 06/02/2023. Hasan Biswas and Hasan Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, PRONAB KUMAR MAJUMDER (Old Name) S/o SATINDRA CHANDRA MAJUMDER residing at 9 Rabindra Sarani, Rabindra Nagar, South Dumdum, Pin 700065 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) PRANAB KUMAR MAJUMDER, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 06/02/2023. PRONAB KUMAR MAJUMDER and PRANAB KUMAR MAJUMDER both are same and one identical person.

Name Change

I, EMA GURUNG alias EMMA GURUNG (Old Name) W/o LATE JUM BAHADUR GURUNG residing at 2/89 MAHENDRA BANERJEE ROAD, PARNASREE PALLY, KOLKATA-700040 WB India, I have changed my name (Shall henceforth be known as) EMMA MARY GURUNG, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 06/02/2023. EMA GURUNG, EMMA GURUNG and EMMA MARY GURUNG both are same and one identical person.

Name Change

I, GOPAL DEY (Old Name) S/o NIRANJAN DEY residing at 696, SECTOR-I, SALT LAKE, PO BIDHANNAGAR CC BLOCK, BIDHANNAGAR-700064 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) GOPAL CHANDRA DEY, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 06/02/2023. GOPAL DEY and GOPAL CHANDRA DEY both are same and one identical person.

Name Change

I, SK ALI RAJA MASUD (Old Name) S/o SK HASANUL MASUD residing at 9/H/12, Abinash Chowdhury Lane, Kolkata- 700046 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) SK ALI RAZA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 28/01/2023. SK ALI RAJA MASUD and SK ALI RAZA both are same and one identical person.

Name Change

I, SURYADEB PANDA (Old Name) S/o BANOMALI PANDA residing at Tentulberia, PO-Garia, Rajpur Sonarpur, S 24 Pgs- 700084 WB India, I have changed my name (Shall henceforth be known as) SURJYA MANI PANDA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 02/02/2023. SURYADEB PANDA and SURJYA MANI PANDA both are same and one identical person.

Name Change

I, DIPAK RAJAK (Old Name) S/o L BAITHAK (Old Name) residing at 21 M D ROAD C M C QRTS KOLKATA 700007 WB India, I have changed my & my father's name (Shall henceforth be known as) DEEPAK RAJAK S/o LALO BAITHA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 06/02/2023. DIPAK RAJAK S/o L BAITHAK and DEEPAK RAJAK S/o LALO BAITHA both are same and one identical person.

Name Change

I ASHWATH KEREKERI GURAPPA residing at 16/200, Turf View Defence Officers Flats, Maidan- Kolkata-700022 WB India, do hereby solemnly affirm & declaring my son's actual name KANAV ASHWATH instead of KANAV, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 04/02/2023. KANAV and KANAV ASHWATH both are same and one identical person.

Name Change

I, Sajimuddin Shaikh (Old Name) S/o Alihim Sekh residing at Dompukur Potar Para, PO-Dompukur, PS-Chapra, Nadia- 741123 WB India, I have changed my name (Shall henceforth be known as) Sajim Sekh, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 02/02/2023. Sajimuddin Shaikh and Sajim Sekh both are same and one identical person.

Name Change

I, RAJESH KUMAR PANDA (Old Name) S/o SURJYA MANI PANDA residing at Tentulberia, PO-Garia, Rajpur Sonarpur, S 24 Pgs-700084 WB India, I have changed my name (Shall henceforth be known as) RAJESH PANDA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 02/02/2023. RAJESH KUMAR PANDA and RAJESH PANDA both are same and one identical person.

অঞ্চল সভাপতি নির্বাচন ঘিরে ক্ষোভ তৃণমূলে

তনুজ জৈন, মালদা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ দুর্নীতিগ্রস্ত পঞ্চায়েত সদস্যকে অঞ্চল সভাপতির দায়িত্ব দিলে মানবে না তৃণমূল কর্মীরা। অঞ্চল সভাপতি হিসেবে সেই সদস্যের নাম শোনা যেতেই টায়ার জ্বালিয়ে পঞ্চায়েত দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ তৃণমূল কর্মীদের। ব্লক সভাপতি মোটা টাকার বিনিময়ে দুর্নীতিগ্রস্ত পঞ্চায়েত সদস্যকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। এমনটাই বিস্ফোরক অভিযোগ। পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে প্রকাশ্যে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। তীব্র কটাক্ষ বিজেপির। সাফাই তৃণমূলের। যদিও তার বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা বিক্ষোভকারীদের দিকেই আঙুল তুলেছেন পঞ্চায়েত সদস্য। শোরগোল রাজনৈতিক মহলে। তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন অঞ্চলের অঞ্চল কমিটি ঘোষণা হয়ে গেলেও মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত কুশিদা অঞ্চলের কমিটি এখনও ঘোষণা হয়নি। তবে শোনা যাচ্ছে নতুন অঞ্চল সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেতে পারেন কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের হুসেনপুর বুথের পঞ্চায়েত সদস্য অলোক পোদ্দার। আর তার নাম শোনা যেতেই বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন এলাকার তৃণমূল কর্মীরা। অঞ্চল সভাপতি হিসেবে অলোক পোদ্দারকে তারা মানবেন না, এমনটাই জানান তৃণমূল কর্মীরা। তাদের অভিযোগ অলোক পোদ্দার এলাকায় ব্যাপক দুর্নীতি করেছেন। আবাস যোজনার ঘর দেওয়ার নামে বহু মানুষের কাছ থেকে ৩০-৪০ হাজার টাকা করে কাটমানি নিয়েছেন। ভাতা দেওয়ার নাম করে অনেকের কাছ থেকে কাটমানি নিয়েছেন। এমনকি আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে প্রার্থী করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পাঁচ লক্ষ টাকা চাওয়ার অভিযোগ অলোক পোদ্দারের বিরুদ্ধে। তৃণমূল কর্মীদের দাবি, এমন দুর্নীতিগ্রস্ত একজন মানুষ অঞ্চল সভাপতি হলে দলের প্রতিচ্ছবি নষ্ট হবে। পঞ্চায়েত ভোটে দলের ফলাফল খারাপ হবে। তাই তারা অলোক পোদ্দারকে কোন ভাবেই মেনে নেবেন না। সাথে তৃণমূল কর্মীদের দাবি, ব্লক সভাপতি মানিক দাস প্রশ্রয় দিচ্ছেন অলোক পোদ্দারকে। মোটা টাকার লেনদেন হয়েছে এমনটাই মনে করছেন তৃণমূল কর্মীরা। সমগ্র ঘটনাটা সামনে আসতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য রাজনৈতিক মহলে। দুর্নীতি এবং গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ইস্যুতে তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ বিজেপির। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা অস্বীকার করে পাল্টা সাফাই তৃণমূলের। যদিও পঞ্চায়েত সদস্য অলক পোদ্দার তার বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তার পাল্টা দাবি এখনও অঞ্চল কমিটি ঘোষণা হয়নি। দল সিদ্ধান্ত নেবে অঞ্চল সভাপতি কাকে করা হবে। যারা বিক্ষোভ করছে তারাই দুর্নীতিগ্রস্ত। আর দুর্নীতি করার জন্যই তারা অঞ্চল সভাপতি নিজেদের মধ্যে নেওয়ার জন্য এই ভাবে বিক্ষোভ করছে। ব্লক সভাপতি মানিক দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে এই নিয়ে তিনি কোন প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি। সমগ্র ঘটনায় অস্বস্তিতে তৃণমূল। বিক্ষোভকারী তৃণমূল কর্মী ইমরান আলী বলেন, শোনা যাচ্ছে অলোক পোদ্দার অঞ্চল সভাপতি হবেন। আমরা অঞ্চল সভাপতি হিসেবে তাকে মানবো না। তিনি চারিদিকে প্রচুর দুর্নীতি করেছেন। বিক্ষোভকারী তৃণমূল কর্মী সাকির আলী বলেন, অলোক পোদ্দার ঘর দেওয়ার নাম করে টাকা নিয়েছে। পঞ্চায়েতের প্রার্থী করার নাম করে টাকা চেয়েছে। এরকম একজন অঞ্চল সভাপতি হলে দলের ক্ষতি হবে। বিক্ষোভকারী তৃণমূল কর্মী মহম্মদ আরিফ বলেন, উচ্চ নেতৃত্ব প্রশয় দিচ্ছে। টাকার বিনিময়ে পদ দিচ্ছে। অলোক পোদ্দার অনেক দুর্নীতি করেছে। এই মানুষ পদ পেলে আরও

দুর্নীতি করবে। জেলা তৃণমূল মুখপাত্র শুভময় বসু বলেন, যারা বিক্ষোভ করছে তারা দলের কেউ না। এর পেছনে স্বার্থ এবং চক্রান্ত রয়েছে। দল এসব ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। আর নতুন অঞ্চল সভাপতির নাম ঘোষণা হয়নি। তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য অলোক পোদ্দার বলেন, এই সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন। যারা বিক্ষোভ করছে তারা পদ নিয়ে দুর্নীতি করতে চাই। আমাকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। বিরোধীরা দুর্নীতি ইস্যু নিয়ে বারবার আক্রমণ করছে তৃণমূলকে। এদিকে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ করছে তৃণমূল কর্মীরাই। অঞ্চল সভাপতির পদ নিয়ে প্রকাশ্যে সংঘাত। মুখে না বললে অস্বস্তি বাড়ছে তৃণমূলের।

মিড ডে মিলের রান্নার ডাক না মেলায় রান্নাঘরে ঝুলল তালা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ মিড ডে মিলের রান্নার কাজ না পেয়ে রান্নাঘরে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দেয় শালতোড়ার চাঁদড়া কল্যাণ সংঘ হরিজন উচ্চ বিদ্যালয়ে। পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। ঘটনার বিবরনে জানা গেছে, স্কুলের মিড ডে মিলের রান্না করাকে কেন্দ্র করে কাজিয়া শুরু হয়েছে মহিলা স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলির মধ্যে। রাজ্যের জেলায় জেলায় মিড ডে মিল খতিয়ে দেখছে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল বাঁকুড়া জেলায় আসার আগেই যে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে তা নিয়ে বেশ বিপত্তি বেঁধেছে এই মিড ডে মিলের রান্না করাকে ঘিরে। প্রসঙ্গত এই স্কুলে দীর্ঘদিন ধরে মিড ডে মিলের রান্না করে আসছেন ২টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা। আর এই কারনে বঞ্চিত হচ্ছেন অন্যান্য গোষ্ঠীর মহিলারা। বঞ্চিত গোষ্ঠীর মহিলাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে কেবলমাত্র ২টি গোষ্ঠীকে দিয়ে রান্না করাচ্ছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। তাদের কোনো সুযোগই দেওয়া হয় না। তারা দাবি করেন স্কুলের মিড ডে মিলে দীর্ঘদিন ধরেই দুর্নীতি চলছে। আন্দোলনকারী গোষ্ঠীর এক নেত্রী রীনা আখুলির অভিযোগ, স্কুল ছুটি থাকলেও কি করে শেষ হচ্ছে রান্নার গ্যাস। নভেম্বর মাস পুরো ছুটি থাকলেও সেই মাসেও ৯টা গ্যাস শেষ হয়। এর তদন্ত চাইছি আমরা। সোমবার নানা অভিযোগ তুলে স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা স্কুল চত্বরে হাজির হয়ে মিড ডে মিলের রান্নাঘর ও স্টোর রুমে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখান। ফলে থমকে যায় বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন থেকে রান্নার কাজ। সমস্যার সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দেন তারা। পরে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে ঘটনার সামাল দেয়। তবে এই বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন সংশ্লিষ্ট স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। এবিষয়ে শালতোড়া ব্লক তৃণমূল সভাপতি সন্তোষ মন্ডল বলেন, অসংখ্য গোষ্ঠীকে দিয়ে তো আর রান্নার কাজ করানো সম্ভব নয়। এই ঘটনার পিছনে বিরোধীদের উস্কানি আছে। তবে কি হয়েছে খোঁজ নিয়ে দেখছি। জয়েন্ট বিডিও মিলন মালাকার জানান, কয়েকটি গোষ্ঠী রান্না করার আবেদন জানিয়ে দরখাস্ত করেছিল। তারপর কোনো আলোচনা ছাড়াই তারা মিড ডে মিলের ঘরে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং: সিএম/পিইউবি/ইএমইউ/এইচডব্লুএইচ/২২, তারিখ ঃ ০৩.০২.২০২৩। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া, পিন- ৭১১১০১ (পশ্চিমবঙ্গ) ও বছর চুক্তিভিত্তিক সময়কালের জন্য হাওড়া ডিভিশনে চলাচলকারী ১২ কোচের ইএমইউ রেকের সবদিকের দেওয়ালের বহির্ভাগে (জানালা ও বাধ্যতামূলক সাইনেজ ব্যতীত) এবং কোচের ভিতরকার নির্দিষ্ট জায়গায় ভিনাইল র‍্যাপিং (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুসারে প্রাপ্তব্য ফিল্ম)-এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রচার ও বিজ্ঞাপন-এর স্বত্ব প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। আরও বিস্তারিত জানতে এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখুন। অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এইচডব্লুএইচ-এসএ-ইএমইউ-১০। অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ২১.০২.২০২৩ তারিখ বেলা ১১.০০টা। লট নং ঃ (১) এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউ আর১-২২-১। (২) এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৩-২২-১। (৩) এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৪-২২-১। (৪) এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৫-২২-১। (৫) এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৬-২২-১। (৬) এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৭-২২-১। (৭) এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৯-২২-১। (৮) এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর১০-২২-১। (৯) এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর১১-২২-১। (১০) এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর১২-২২-১। (১১) এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর১৩-২২-১। (১২) এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর১৪-২২-১। (১৩) এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর১৮-২২-১। (১৪) এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর১৯-২২-১। (১৫) এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর২০-২২-১। (১৬) এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর২১-২২-১। (১৭) এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর২৩-২২-১। (১৮) এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর২৫-২২-১। (১৯) এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর২৬-২২-১। (২০) এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর২৭-২২-১। (২১) এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর২৮-২২-১। (২২) এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর২৯-২২-১। (২৩) এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৩১-২২-১। (২৪) এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৩৩-২২-১। (২৫) এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৩৭-২২-১। (২৬) এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৩৮-২২-১। (২৭) এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৪১-২২-১। (২৮) এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৪২-২২-১। (২৯) এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৪৪-২২-১। (৩০) এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৪৫-২২-১। (৩১) এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৪৬-২২-১। (৩২) এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৪৭-২২-১। (৩৩) এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৪৯-২২-১। (৩৪) এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-এস১-ইএমইউআর৫০-২৩-১। (HWH-403/2022-23)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

VIRAT LEASING LIMITED

Regd. Off: 1,Crooked Lane, 3rd Floor, Room No.324, Kolkata-700001
Corp. Off.: "Jajodia Tower", 3, Bentinck Street,Room No.D-8,4th Floor, Kolkata-700001, W.B.
CIN:L65910WB1984PLC098684 EMAIL:info@vll.co.in WEBSITE:www.vll.co.in

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2022

(₹. in Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
		31.12.2022 Unaudited	30.09.2022 Unaudited	31.12.2021 Unaudited	31.12.2022 Unaudited	31.12.2021 Unaudited	31.03.2022 Audited
1	Total Revenue from Operations	24.32	24.27	21.88	75.19	71.46	88.8
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-5.04	19.74	12.03	32.10	49.79	21.78
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-5.04	19.74	12.03	32.10	49.79	21.78
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-4.97	13.97	7.85	23.32	41.21	3.04
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-5.98	9.22	7.85	15.87	41.43	14.89
6	Equity Share Capital	1298.05	1298.05	1298.05	1298.05	1298.05	1298.05
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)						
	Basic & Diluted:	-0.04	0.11	0.06	0.18	0.32	0.02

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of the Un-audited Financial Results for the Quarter and Nine Month ended 31st December, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarter & Nine Month ended Un-Audited Financial Results is available on the Stock Exchange at www.bseindia.com and also on the websites of the company at www.vll.co.in.
2 The above results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 6th February, 2023.

For Virat Leasing Limited
Sd/-
Jitendra Kumar Goyal
Managing Director
DIN: 00468744

Place : Kolkata
Dated : 06.02.2023

পূর্ব রেলওয়ে

ডেপুটি সিপিএম/ইস্কি/জিএসইউ/হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেড/সিপিডব্লুডি/এমইএস/এইচএল অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ ঠিকাদারদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **ই-টেন্ডার নং:** ০৯_২০২২-২৩, **কাজের বিবরণ:** সিপিএম/জিএসইউ/হাওড়ার অধীনে সাঁইথিয়াতে পুরনো আরওবি (বিআর ১২২) ভেঙে ফেলা এবং তার চলাকালীন সড়ক যানের বি-রুটিংয়ের জন্য বাতাসপুর এবং সাঁইথিয়া স্টেশনের মধ্যে কিমি ৯৯/২৪-২৬-তে অস্থায়ী লেভেল ক্রসিং গেটের ব্যবস্থা। **আনুমানিক ব্যয়:** ৪,৭৯,২৪,৯৮৮.৯৯ টাকা। **বায়নামূল্য:** ৩,৮৯,৬০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য:** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমা:** চুক্তি পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ৬ মাস। টেন্ডার আহ্বান বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বন্ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়:** ২৭.০২.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্য:** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-তে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসাবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না। HWH-400/2022-23

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

KAUSHAL INVESTMENTS LIMITED

Regd. Off:3, Bentinck Street, 4th Floor, Room No. D8, Kolkata-700001
CIN : L65993WB1981PLC033363 ; EMAIL : info@kaushalinvest.com WEBSITE : www.kaushalinvest.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2022

(₹. in Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
		31.12.2022 Unaudited	30.09.2022 Unaudited	31.12.2021 Unaudited	31.12.2022 Unaudited	31.12.2021 Unaudited	31.03.2022 Audited
1	Total Income from Operations	0.75	0.91	4.39	2.64	17.42	21.72
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	-1.65	-2.90	-1.67	-6.31	4.13	4.09
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	-1.65	-2.90	-1.67	-6.31	4.13	4.09
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	-1.65	-2.90	-1.67	-6.31	4.13	4.09
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-1.65	-2.90	-2.33	-6.31	10.64	2.60
6	Equity Share Capital	314.00	314.00	314.00	314.00	314.00	314.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year						
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted:	-0.05	-0.09	-0.05	-0.2	0.13	0.13

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of the Un-audited Financial Results for the Quarter & Nine Months Ended December 31, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarter & Nine Months ended Un-audited Financial Results is available on the Stock Exchange at www.cse-india.com and also on the websites of the company at www.kaushalinvest.com.
2 The above Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors on February 6, 2023.

For Kaushal Investments Limited
Sd/-
Jitendra Kumar Goyal
Director
DIN: 00468744

Place : Kolkata
Dated : 06.02.2023

Office of the Matgoda Gram Panchayat (Under Raipur P.S) Matgoda, Bankura, Mail:- matgodagpnrega.wb@gmail.com Phone :- 03243267620
Nit Memo-271/MGP/22-23, 03/02/2023,
Nit Memo-272/MGP/22-23, 03/02/2023.

Pradhan, Matgoda G .P. invites E-tenders from experienced bidders for excecution of 04 nos of works under 15th CFC untied. For details visit https://wbtenders.gov.in and office of Matgoda GP, Block-Raipur, Dist-Bankura.

Sd/-Pradhan
Matgoda Gram Panchayat

NOTICE INVITING TENDER

NIT No. 10/HCSD-III of 2022-2023 the A.E. Hooghly Construction Sub-Division-III, P.W.D. are invited from benefited agencies. Last date of Application is **13.02.2023 up to 2.00 pm** and dropping opening date – **17.02.2023 up to 2:00 pm & after 2:30 pm.** Others details may be seen from the office notice board and also in website **www.wbpwd.gov.in**

Sd/-Assistant Engineer P.W.D, Hooghly Construction Sub-Division No-III, Baliguri, Tarakeswar, Hooghly

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Ex. Eng.(W/S), S.S.UNIT, Br-XIV, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work :-

NIT NO. : WS/EE/SSU/W-132/22-23/L1

Name of work **: Laying of 100 MM Dia. D.I. Pipe at Parnashree Central Govt. Quarter from overhead reservoir to block No.1 in Ward No.132, Br.-XIV.** Estimated Amount (including GST & CESS) **: Rs.2,90,657.20.** Earnest Money **: Rs.5,815.00.** Period of Completion **: 21 Days.** Call of Tender : **First.** Date of uploading of N.I.T. & other Documents (online) **: 08.02.2023 at 12.00 noon.** Documents download/sell start date (online) **: 08.02.2023 at 4.00 p.m.** Documents download/sell end date (online) **: 17.02.2023 at 4.00 p.m.** Bid submission start date (Online) **: 08.02.2023 at 4.00 p.m.** Bid submission closing date (Online) **: 17.02.2023 at 4.00 p.m.** Bid opening date for Technical Proposals (Online) : **20.02.2023 at 4.00 p.m.** The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer, Water Supply (West), KMC invites e-Tender for the following work :-

NIT NO. : KMC/WS/West/W74/T-03/R1/2022-23

Name of work **: Improvement/Replacement of F.W. supply at 20/1, Chetla Hut Road (Bustee), 42, Raja Santosh Road (Bustee) and surrounding Bustee area in Ward No.74.** Estimated Amount **: Rs.1,99,980.00.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 20 Days.** Last Date of receipt/opening of Tender (Online) **: 17.02.2023 at 1.00 p.m./20.02.2023 at 1.00 p.m.** The bid forms and other details are available from the website : **https://etender.wb.nic.in, https://wbtenders.gov.in**

The D.G. (Mech.)/Roads, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT NO. : KMC/ASPH/TRKGORA-15/2022-23

Name of work **: Improvement of road surface at Matangini Colony from Premises No.33 to 53 in Ward No.108, Br-XII under Roads Mechanical Deaprtment.** Estimated Cost : **Rs.4,94,669.98.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 10 Days.**

2. NIT NO. : KMC/ASPH/PB/CM-08/2022-23

Name of work **: Continuation of Operation of Departmental Vehicles at Asphaltum Deptt. P.B.** Estimated Cost **: Rs.3,14,904.00.** Earnest Money **: Rs.6,300.00.** Period of Completion **: 365 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 20.02.2023 at 1.00 p.m. (for Sl.No.1) and 17.02.2023 at 1.00 p.m. (for Sl.No.2).** Bid Opening and date for Technical proposal **: 20.02.2023 at 1.00 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **08.02.2023 at 1.00 p.m. (for Sl.No.1) and 07.02.2023 at 5.00 p.m. (for Sl.No.2)** from the website **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No. 1 & 2).**

Chief Manager (Systems), KMC is inviting e-Tenders for the following :-

NIT NO. : KMC/IT/21/2022-2023

Name of work **: Supply of Printer Ribbon Cartridges for Lipi 6815L/6815/6800 and Lipi 6215/6218 High Speed Line Matrix Prinetrs.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Cost of Tender **: NIL.** Contract Period **: 15 Days.** Last Date & Time for submitting Bids **: 15.02.2023 upto 04.30 p.m.** Tender document is available at **https://www.kmcgov.in and at https://wbtenders.gov.in from 12.30 p.m. of 06.02.2023.** e-Tenders are to be submitted at **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Water Supply/GRWW), KMC invites e-Tender for the following works :-

1. NIT NO. : EEWS/KMC/GRWW/22-23/120

Name of work **: Repairing of leakage on 1000 MM dia M.S. dedicated main for Gandhi Maidan UGR filling line infront of Santoshpur Drainage Pumping Station on Santoshpur Road with other allied works.** Estimated Amount **: Rs.2,50,963.00.** Earnest Money **: Rs.5,019.00.** Period of Completion **: 07 Days.**

2. NIT NO. : EEWS/KMC/GRWW/22-23/07A

Name of work **: Construction of M.S. Platforms on the ducts of the V.T Pump No.4 to 6 within CWPS PH-IV of GRWW including other allied works.** Estimated Amount **: Rs.2,48,792.00.** Earnest Money **: Rs.4,976.00.** Period of Completion **: 15 Days.** Last Date and Time of receipt/opening of Tender (Online) **: 15.02.2023 at 02.00 p.m./17.02.2023 at 02.00 p.m. (for Sl.No. 1 & 2).** The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (E)/Ltg./Zone-III, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work :-

NIT NO. : KMC/LTG/Z-III/2022-2023/359

Name of work **: Additional Fire Hydrant, Sprinkler System with pump house & FDA System at Khidirpur Health Unit in Ward No.80.** Estimated Amount **: Open Quotation.** Earnest Money **: 2 percent of quoted rate.** Period of Completion **: 30 Days.** Last Date & Time of submission of Bid **: 15.02.2023 at 2.00 p.m.** Tender Opening Date **: 16.02.2023 at 2.00 p.m.** The bid forms and other details are available on & from **07.02.2023 at 2.00 plm.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (E)/LTG./Z-IV, KMC invites tender online two part Bid system for the following work :-

NIT NO. : KMC/LTG/Z-IV/289/22-23

Name of work **: Improvement of St. Lighting System with energy efficient LED fittings at Viveknagar, Protapgarh, Eastern Park etc. area in Ward No.104, Br.-XI.** Estimated Amount : **Rs.2,56,701.94.** Earnest Money **: Rs.5,200.00.** Period of Completion **: 15 days.** Last Date and time of Completion of Bid : **15.02.2023 upto 3.00 p.m.** The Bid form and other details are available on and from **: 04.02.2023 from 3.00 p.m.** Website : **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Electrical)/Lighting Zone-II invites E-Tender by Two Bid system for the following works :-

1. NIT NO. : LTG/400/46/VI/Z-II/2022-2023

Name of the work **: Improvement of illumination at various places in Ward No.46.** Estimated Amount **: Rs.1,99,905.00.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.**

2. NIT NO. : LTG/401/47/VI/Z-II/2022-2023

Name of the work **: Improvement of illumination at various places in Ward No.47.** Estimated Amount **: Rs.1,99,619.00.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.**

3. NIT NO. : LTG/402/51/VI/Z-II/2022-2023

Name of the work **: Improvement of illumination at various places in Ward No.51.** Estimated Amount **: Rs.1,99,879.00.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 07 days (for Sl.No. 1 to 3).** Last date and time of Submission of Bid **: 17.02.2023 upto 12.00 noon (for Sl.No. 1 to 3).** The Bid forms and other details are available on and from **07.02.2023 at 04.00 p.m. (for Sl.No. 1 to 3)** from the E-tender website **: https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 3).**

The Director General (Roads), KMC invites tender online percentage rate two bid system for following work :-

NIT NO. : KMC/ROADS/SOUTH/2022-2023/286 (1st Call)

Name of work **: Repairing of roads by laying Hotmix at Banamali Banerjee Road, Motilal Gupta Road, Banerjee Para Road and other surrounding area under Br.-XIII.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS) **: Rs.4,89,370.88** (Excl. Contingency Amt.). Earnest Money **: Rs.9,800.00.** Period of Completion **: 150 days.** Last date and time of submission of all Bids **: 21.02.2023 at 12.00 noon.** The bid forms and other details are available on and from **10.02.2023 at 12.00 noon** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (E)/Lighting/Zone-I, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT NO. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD8/17/22-23

Name of work **: Operation of One No.40 KVA D.G. set for Bagh Bazar Treasury (E-Governance Center) at 54/1 Raja Raj Ballav Street in Ward No.08.** Estimate Amount **: Rs.1,73,208.00.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 365 days.**

2. NIT NO. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD2/27/22-23

Name of work **: Renovation of lighting arrangement at K.C. Ghosh Road & different other places in Ward No.02.** Estimate Amount **: Rs.1,79,563.00.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 15 days.** Last date and time of submission of Bids : **16.02.2023 at 4.00 p.m. (for Sl.No. 1 & 2).** The Bid forms and other details are available on and from **08.02.2023 at 5.00 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 & 2).**

Corrigendum

NIT NO. KMC/EE(C)/Br-V/049/035/2022-23 Published in this Newspaper on 30/01/2023 (Key No.1023/22-23) of Engineering(C) Borough-V Department. Last date and time submission of bid will be read as **08/03/2023** instead of 8/2/23 and Opening of tender will be **10/3/2023** instead of 10/2/23. All the other details will remain same.

1057/22-23

DUDHORIA CONSTRUCTION CO. LTD.

CIN No. L45201WB1981PLC033825
Regd. Office : 53C, Mirza Ghalib Street, Kolkata - 700 016
Email: progressiveservicesindia@gmail.com

Statement of Standalone Un-audited Financial Results for the Quarter/Nine ended 31st December, 2022

PART- I (Rs. In Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
		31.12.2022 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.12.2022 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)
1	**Revenue From Operations**						
	(a) Interest Income	14.13	11.99	7.77	38.10	22.31	34.45
	Total Revenue From Operations	**14.13**	**11.99**	**7.77**	**38.10**	**22.31**	**34.45**
2	Other Income	63.51	-	58.11	63.52	58.12	58.19
3	**Total Income**	**77.64**	**11.99**	**65.88**	**101.62**	**80.43**	**92.64**
4	**Expenses**						
	(a) Finance Costs	0.33	0.68	0.35	1.18	0.48	0.80
	(b) Purchase of Stock In Trade	-	9.00	3.00	9.00	89.00	98.00
	(c) Changes in Inventories of Work In Progress	(0.16)	(9.00)	(3.05)	(9.16)	(89.10)	(98.16)
	(d) Employees Benefit Expenses	1.66	2.13	2.06	5.44	4.88	6.61
	(e) Depreciation and Amortisation Expenses	2.15	2.15	2.41	6.35	4.22	6.80
	(f) Other Expenses	5.50	3.76	3.65	13.12	10.61	14.47
	Total Expenses	**9.48**	**8.71**	**8.42**	**25.93**	**20.09**	**28.52**
5	**Profit / (Loss) before tax (3-4)**	**68.16**	**3.28**	**57.46**	**75.69**	**60.34**	**64.12**
6	**Tax Expenses**						
	1) Current tax	-	-	-	-	-	2.11
	3) Deferred Tax	-	-	-	-	-	(0.78)
	Total Tax Epenses	-	-	-	-	-	1.33
7	**Profit/(Loss) for the period (5-6)**	**68.16**	**3.28**	**57.46**	**75.69**	**60.34**	**62.79**
8	Other Comprehensive Income	-	-	-	-	-	-
9	**Total Comprehensive Income (7-8)**	**68.16**	**3.28**	**57.46**	**75.69**	**60.34**	**62.79**
10	Paid Up Equity Share Capital (F. V. Rs. 10/- each)	142.68	142.68	142.68	142.68	142.68	142.68
11	Earning Per Share (F.V. Rs.10/- each) (not annualised)						
	1) Basic	4.78	0.23	4.03	5.30	4.23	4.40
	2) Diluted	4.78	0.23	4.03	5.30	4.23	4.40

Statement of Standalone Un-audited Financial Results for the Quarter/Nine ended 31st December, 2022

Notes:-
1 The above financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 4th February. The Statutory Auditors have conducted a "Limited Review" of these results in terms of Regulation 33 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligation & Disclosures Requirements) Regulations 2015.
2 The Company operates mainly in one business segment i.e Investment & Finance and all other activities revolve around the main activity and as such there are no other reportable segment as identified by the Chief Operating Decision Maker of the company as required under Ind AS 108.
3 Provision for Income Tax will be accounted for at the end of the financial year.
4 No Investors Complaints were pending at the beginning of the quarter and none were received during the quarter.
5 Previous Year figures are regrouped / reclassified, to confirm to the current period classification.
6 As the company has no subsidiary Regulation 33(3)(b) of SEBI (LODR) (Amendment) Regulations, 2018 is not applicable on our Company.
7 Disclosures of Debt Service Coverage Ratio and Interest Service Coverage Ratio is not mandatory for NBFCs registered with RBI as exempted under Regulation 54(2) of SEBI (LODR), 2015. Hence, the same has not been disclosed by virtue of such exemption.

For and on behalf of Board of Directors
Sd/-
Rishabh Jain
Managing Director
DIN : 06663369

Place : Kolkata
Date : 04.02.2023

SCINTILLA COMMERCIAL & CREDIT LIMITED

CIN : L65191WB1990PLC048276
Regd.Off: "Mercantile Building",Block-E,2nd Floor, 9/12, Lalbazar Street,Kolkata-700001
Corp. off.: Jajodia Tower, 3, Bentinck Street, Room No. D-8, 4th Floor, Kolkata-700001
E-MAIL: info@scintilla.co.in, **WEBSITE:** www.scintilla.co.in

EXTRACT OF UN-AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2022

(₹ in Lakhs)

Sl No	Particulars	Standalone						Consolidated					
		Quarter Ended			Nine Months Ended		Year ended	Quarter ended			Nine Months ended		Year Ended
		31.12.2022 Unaudited	30.09.2022 Unaudited	31.12.2021 Unaudited	31.12.2022 Audited	31.12.2021 Unaudited	31.03.2022 Unaudited	31.12.2022 Unaudited	30.09.2022 Unaudited	31.12.2022 Unaudited	31.12.2022 Unaudited	31.12.2021 Unaudited	31.03.2022 Audited
1	Total Income from Operations	13.44	12.60	12.84	38.90	41.26	55.99	13.44	12.60	12.84	38.69	41.26	55.99
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	7.37	5.93	-1.44	14.03	17.96	6.67	7.37	5.75	-1.44	14.52	18.18	10.46
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	7.37	5.93	-1.44	14.03	17.96	6.67	7.37	5.75	-1.44	14.52	18.18	10.46
4	Net Profit /(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	5.72	4.19	-2.47	10.50	13.11	5.05	5.72	4.00	-2.47	10.98	13.33	7.60
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	5.72	4.19	-2.47	10.50	13.11	12.97	5.72	4.00	-2.47	10.98	13.33	15.52
6	Equity Share Capital	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78	1002.78
	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations):												
	Basic & Diluted	0.06	0.04	-0.02	0.10	0.13	0.05	0.06	0.04	-0.02	0.11	0.13	0.08

Notes :
1 The above is an extract of the detailed format of the Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter & Nine Months ended 31st December, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended Un-audited Financial Results is available on the Stock Exchanges at www.bseindia.com & www.cse-india.com and also on the websites of the company at www.scintilla.co.in.
2 The above results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 6th February, 2023.

For SCINTILLA COMMERCIAL & CREDIT LIMITED
SD/-
JITENDRA KUMAR GOYAL
Managing Director
DIN : 00468744

Place : Kolkata
Dated : 06.02.2023

কিপিং করবেন না রাহুল! দেড় বছর পর অভিষেক হতে পারে ভরতের

নাগপুর, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ ঋষভ পন্থের দুর্ঘটনায় ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের স্ট্র্যাটেজিতে অনেক বদল এনেছে। পন্থের বিকল্প কিপার হিসেবে অনেকে থাকলেও, কাউকেই স্থায়ী ভাবে বাছতে পারছে না টিম ম্যানেজমেন্ট। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতেই পন্থের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে সিরিজ জিতে ফিরেছিল টিম ইন্ডিয়া। সীমিত ওভারের পাশাপাশি টেস্টেও দলকে ভরসা জোগাচ্ছিলেন পন্থ। কিন্তু তাঁর দুর্ঘটনা সমস্ত হিসেব নিকেশই পাল্টে দিয়েছে। কাকে খেলাবেন, কাকে বসাবেন তা নিয়ে দোটানায় রোহিত শর্মা, রাহুল দ্রাবিড়রা। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে কখনও কেএল রাহুল বা কখনও ঈশান কিষাণরা খেলছেন। কিন্তু টেস্টে পন্থের বিকল্প কে? এমনিতেই বাংলার উইকেটকিপার ঋদ্ধিমান সাহার দরজা অনেক দিন আগেই বন্ধ করে দিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট। এই সঙ্কটের সময়ে দেশের মাটিতে ঋদ্ধির চেয়ে ভালো কিপার কেই বা হতে পারতেন! কেএল রাহুল দলের সঙ্গে অনুশীলন করলেও, কিপার হিসেবে তাঁকে ভাবছে না টিম ম্যানেজমেন্ট। রোহিতের সঙ্গী হিসেবেই হয়তো ওপেন করবেন রাহুল। শুধুমাত্র ব্যাটার রাহুলকেই ভাবছে টিম ম্যানেজমেন্ট। ব্যাটিং-বোলিংয়ের পাশাপাশি উইকেটকিপিং নিয়ে ভাবতে হচ্ছে থিঙ্ক ট্যাঙ্ককে। অনেকে মনে করছেন পন্থের বিকল্প হিসেবে ঈশান কিষাণকে খেলানো যেতে পারে। কিন্তু টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা নেই ধোনির রাজ্যের এই কিপারের। সেই জায়গায় অন্ধ্রপ্রদেশের কেএস ভরত হতে পারেন দ্রাবিড়ের ট্রাম্প কার্ড। গত এক বছরে অনেক চোট আঘাতের কবলে পড়েছেন রাহুল। এ ছাড়া টেস্টের জন্য স্পেশালিস্ট কিপার প্রয়োজন। সেই জায়গায় ঈশানকে টেক্কা দিতে পারেন ভরত। দেড় বছর ধরে জাতীয় দলে থাকলেও এখনও শিকে ছেঁড়েনি তাঁর। নাগপুর টেস্টেই হয়তো অভিষেক হতে পারে ভরতের। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে বেশ ভালো রেকর্ড রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের এই কিপারের। সেই জায়গাতেই ঈশান কিষাণকে টপকে এগারো জনের দলে ঢুকে পড়তে পারেন কেএস ভরত। এ দিকে বর্ডার-গাভাসকার সিরিজের জন্য জোরকদমে প্রস্তুতি ভারতীয় দলের। সমস্ত রকম প্রস্তুতিই সেরে রাখছেন রোহিত-বিরাটরা। চার টেস্টের সিরিজ জিতলে মিলবে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের টিকিট। তাই অল আউট ঝাঁপাতে চায় টিম ইন্ডিয়া। একই সঙ্গে অধিনায়ক রোহিত শর্মার কাছেও প্রমাণের চ্যালেঞ্জ। বৃহস্পতিবার থেকে ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রথম টেস্ট।

মধ্যপ্রদেশ বধের মহড়া

ইন্দোর, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ রঞ্জি ট্রফির সেমিফাইনাল খেলতে রবিবার বিকেলেই ইন্দোর উড়ে গিয়েছে বাংলা। এ মরসুমে দুরন্ত ফর্মে আছেন মনোজ-অভিমন্যুরা। টানা তিন বার রঞ্জির শেষ চারে পৌঁছেছে টিম বেঙ্গল। গত বার রঞ্জি সেমিফাইনালে মধ্যপ্রদেশের কাছে হেরেই বিদায় নিয়েছিল বাংলা। এ বারও সামনে সেই মধ্যপ্রদেশ। বিপক্ষের ডেরাতেই আবার মেগা ম্যাচে মাঠে নামবেন অনুষ্টুপরা। কঠিন চ্যালেঞ্জ বাংলা দলের সামনে। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে রঞ্জি জেতেনি বাংলা। কখনও ফাইনাল বা কখনও সেমিফাইনালে থামতে হয়েছে। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাও ক্রিকেটার জীবনে ফাইনাল খেলেছেন। তবু কাপ আর ঠোঁটের মাঝে ব্যবধান ঘোচাতে পারেননি। ক্রিকেটার জীবনের ব্যর্থতা কোচিং জীবনে ঘোচাতে চান লক্ষ্মী। অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারিও ফোকাস ধরে রাখছেন। সোমবার সকালে ইন্দোরের মাঠে অনুশীলন করল বাংলা শিবির। মূলত কালো মাটির উইকেট। গতির পাশাপাশি পরের দিকে উইকেটে বলও টার্ন করবে। তাই বাড়তি সতর্ক থাকতেই হবে শাহবাজদের। মঙ্গলবারের অনুশীলনের পরই বুধবারের চূড়ান্ত একাদশ বাছবে টিম ম্যানেজমেন্ট। মধ্যপ্রদেশ গত বারের রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন। রজত পাতিদার, যশ দুবে, শুভম শর্মা, হিমাংশু মন্ত্রীরা দাপট দেখিয়ে চলেছেন। বোলিংয়ে আবেশ খানের মতো পেসার আছেন। এ ছাড়া স্পিনার কুমার কার্তিকেয়া আইপিএল খেলার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চান। বঙ্গশিবিরকে ভাবাচ্ছে ওপেনিং বিভাগ। অভিমন্যু ঈশ্বরন ছাড়া কেউই সে ভাবে থিতু হতে পারেননি। প্রতি ম্যাচেই ওপেনিং স্লটের ব্যর্থতা চোখে পড়েছে। আবেশ খানদের গতির

সামনে বাংলা শিবিরের কাছে এই ধাক্কাটা সামলানোই প্রাথমিক চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে। সূত্রের খবর, মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে খেলানো হতে পারে করণ লালকে। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি অফস্পিনও করতে পারেন। স্পেশালিস্ট স্পিনার হিসেবে আছেন শাহবাজ আহমেদ। তৃতীয় স্পিনারের কাজ করতে পারেন অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি। বাংলার পেস অ্যাটাক রঞ্জির আসরে অন্যতম সেরা লাইন আপ। আকাশদীপ, ঈশান পোড়েল, মুকেশ কুমারদের পারফরমেন্স ঈর্ষণীয়। মিডিয়াম পেসার আকাশ ঘটককে নিয়ে ভাবনা চিন্তা চলছে ড্রেসিংরুমে। যদিও ঝাড়খণ্ড ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেট নেন আকাশ ঘটক। বোলিংয়ের পাশাপাশি ব্যাটিংয়েও দলকে ভরসা দিতে পারেন। বদলার ম্যাচে মধ্যপ্রদেশকে হারাতে সমস্ত রকম অঙ্কই সাজিয়ে রাখছেন লক্ষ্মী-মনোজরা।

হিজাব পরে পদক নিতে হবে, হুমকি ভারতীয় ব্যাডমিন্টন তারকাকে

বেঙ্গালুরু, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ বিশ্বজুড়ে হিজাব বিরোধী আন্দোলন এখনও চলছে। পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে, তা সত্ত্বেও ইরানে কোনও পরিবর্তন নেই। ইরানে সদ্য এক ভারতীয় ব্যাডমিন্টন প্লেয়ারকে

এক টুর্নামেন্টে হিজাব পরতে বাধ্য করা হয়েছে। ইরানের রাজধানী তেহরানে ৩১তম ইরান ফজির ইন্টারন্যাশনাল চ্যালেঞ্জ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন ভারতের ১৯ বছর বয়সী শাটলার তান্যা হেমন্ত। ভারতীয় শাটলার মাত্র ৩০ মিনিটেই টুর্নামেন্টের গত বারের চ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে দেন। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই আসে পদক নেওয়ার পালা। আর পদক নিতে গিয়েই যত বিপত্তি। তান্যাকে জানানো হয়, হিজাব পরেই পদক নিতে হবে তাঁকে। ভারতীয় ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার বাধ্য হয়ে হিজাব পরে পোডিয়ামে ওঠেন। ভারতীয় কিংবদন্তি শাটলার প্রকাশ পাড়ুকোনের ব্যাডমিন্টন অ্যাকাডেমিতে অনুশীলন করেন তান্যা হেমন্ত। ইরান ফজির ইন্টারন্যাশনাল চ্যালেঞ্জ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বাছাই হিসেবে টুর্নামেন্ট শুরু করেছিলেন তান্যা হেমন্ত। ইভেন্টের ফাইনালে ভারতীয় শাটলার তাসনিম মীরের বিরুদ্ধে খেলতে নামেন তান্যা। মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যেই তান্যা স্ট্রেট সেটে গত বারের চ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে দেন। উল্লেখ্য, টুর্নামেন্টের আয়োজকরা সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন, মহিলা পদকজয়ীদের হিজাব পরতে হবে। যদিও সরকারিভাবে এই নিয়মের উল্লেখ ছিল না। মহিলাদের ম্যাচ চলাকালীন পোশাক নিয়ে কোনও সমস্যার মুখে পড়তে হয়নি। তবে পোডিয়ামে ওঠার জন্য আলাদা পোশাকবিধির উল্লেখও ছিল না। কিন্তু পদক নিতে যাওয়ার সময় ভারতীয় শাটলারকে হিজাব পরার কথা জানানো হয়। তা মেনে নেন তিনি। এই টুর্নামেন্টে মেয়েদের ম্যাচের সময়ে পুরুষদের স্টেডিয়ামে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়নি। গ্যালারিতে শুধু হাজির ছিলেন মহিলা দর্শকরাই। যার ফলে একাধিক মহিলা প্লেয়ারদের কোচ ও পরিবারের সদস্যারা খেলা দেখার সুযোগ পাননি। যদিও তা নিয়ে সেভাবে বিতর্ক দানা বাঁধেনি। জানা গিয়েছে, ওই টুর্নামেন্টে মহিলাদের ইভেন্ট সকালে এবং পুরুষদের ইভেন্ট বিকেলে রাখা হত। তবে ডাবলস ম্যাচ চলাকালীন একসঙ্গে পুরুষ ও মহিলা শাটলারদের কোর্টে দেখা যেত।

২ বছরের মধ্যে রাজারহাটে ক্রিকেট স্টেডিয়াম হবে সৌরভ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ এ বছর দেশের মাটিতে ক্রিকেট বিশ্বকাপ। নভেম্বরে বিশ্বকাপ শেষের পরই খোলনলচে বদলে ফেলা হবে ইডেন গার্ডেন্সের। নতুন ভাবে সাজানো হচ্ছে ক্রিকেটের নন্দনকানন। তার পরিকল্পনাও হয়ে গিয়েছে। ক্লাব হাউসের লোয়ার টিয়ারের আসনগুলো আগেই বদলে ফেলা হয়েছে। ফ্লাডলাইটেও আনা হয়েছে বদল। অত্যাধুনিক ভাবে তৈরি হবে ক্রিকেটের নন্দনকানন। বিশ্বকাপের পর ঢেলে সাজানো হবে ইডেন গার্ডেন্স। বাড়ানো হবে আসন সংখ্যাও। এই মুহূর্তে প্রায় ৭০ হাজার দর্শকাসন রয়েছে ইডেনে। সেই সংখ্যাটা এক লক্ষে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে সিএবির। তবে ইডেন সংস্কারের পাশপাশি শহরে আরও একটি ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। ডুমুরজোলাতে আগেই জমি পেয়েছিল সিএবি। একই সঙ্গে রাজারহাটেও রয়েছে জমি। আর সেখানে গড়ে তোলা হবে ক্রিকেট স্টেডিয়াম। সোমবার এক অনুষ্ঠানে হাজির হন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সেখানে তিনি বলেন, ''রাজারহাটে সিএবির জমি রয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিএবি-কে সেই জমি দিয়েছে। সেখানে একটা ছোট ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরি হবে। এটা তৈরি হতে ২ বছর সময় লাগবে। এই স্টেডিয়ামে টেস্ট ম্যাচের পাশাপাশি রঞ্জি ট্রফির ম্যাচ এবং অন্যান্য ঘরোয়া টুর্নামেন্টও হবে। বিশ্বকাপের পর ইডেন গার্ডেন্সের সংস্কারেও হাত দেওয়া হবে। গ্যালারিতে আসন সংখ্যা বাড়াতে হবে। দুটো স্টেডিয়াম একসঙ্গে পরিচালনা করা খুবই খরচ সাপেক্ষ। সেক্ষেত্রে একটি স্টেডিয়ামকে ক্রিকেটের উন্নতিতে ব্যবহার করতে হবে। সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হবে।'' বাংলা থেকে সৌরভের পর ঋদ্ধিমান সাহা, মহম্মদ সামি ছাড়া সে ভাবে কেউ উঠে আসেননি। তাও সৌরভের মতো বৃহত্তর সাফল্য নেই ঋদ্ধি বা সামির। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক অবশ্য মনে করেন, একাধিক ক্রিকেটার জাতীয় স্তরে খেললেই যে সাফল্য আসবে তা নয়। বরং একজন ক্রিকেটার যদি জাতীয় দলের জার্সিতে বৃহত্তর ছাপ রেখে যান সেটাই অনেক। উদাহরণ হিসেবে মহেন্দ্র সিং ধোনির কথা বলেন তিনি। ঝাড়খণ্ডের মতো ছোট শহর থেকে উত্থান। অথচ ভারতীয় ক্রিকেটে ধোনির প্রভাব ব্যাপক।

আদানির পাশে দাঁড়িয়ে হিন্ডেনবার্গকে আক্রমণ বীরুর

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ হিন্ডেনবার্গের একটা রিপোর্ট ঝড় তুলেছে ভারতের শেয়ার মার্কেটে। এই শর্ট সেলিং সংস্থার অভিযোগেই রীতিমতো মুখ থুবড়ে পড়েছিল আদানি গ্রুপের বাজার। টালমাটাল পরিস্থিতি এখনও চলছে। সূচকের হঠা পতন আতঙ্ক ধরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় শেয়ার মার্কেটে। অনেকেরই আশঙ্কা, আদানি গ্রুপ আর ঘুরে দাঁড়াতে পারবে না। আর এরই প্রগাঢ় প্রভাব পড়তে পারে শেয়ার বাজারেও। ধস নামতে পারে হু হু করে। এদিকে, আদানি গ্রুপের তরফে হিন্ডেনবার্গের অভিযোগ নস্যাৎ করা হয়েছে। এলআইসি, এসবিআই-এর মতো আদানির ব্যবসায় লগ্নি করা রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থাও তাদের মতো করে আশঙ্কার মেঘ কাটাতে বার্তা দিয়েছে। এমনই আবহে এবার আদানি গ্রুপের পাশে দাঁড়িয়ে পড়লেন এক প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটার। হিন্ডেনবার্গকে সরাসরি আক্রমণ করলেন বীরেন্দ্র শেহওয়াগ। যে আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে প্রতিপক্ষ বোলারদের নিধনযজ্ঞে নামতেন, ঠিক তেমনই আক্রমণাত্মক দেখিয়েছে তাঁকে। টুইটারে বীরু রাখঢাক না করেই লিখেছেন, 'গোরোঁ সে ইন্ডিয়া কি তরক্কি দেখি নেহি যাতি।' যার অর্থ হল, বিদেশিরা কখনওই ভারতের সাফল্য, উন্নতি দেখতে পারে না। এতেই তিনি থেমে থাকেননি। লিখেছেন, 'ভারতীয় শেয়ার মার্কেটের উপর এই হামলা খুব চমৎকার ভাবে সাজানো একটা ষড়যন্ত্রের মতো লাগছে।' শেহওয়াগ বা ক্রিকেট মহল সাধারণত শেয়ার মার্কেট নিয়ে অতীতে কখনও মন্তব্য করেছেন কিনা, মনে পড়বে না অনেকেরই। প্রাক্তন ক্রিকেটাররা খুব বেশি হলে রাজনৈতিক ইস্যুতে মুখ খোলেন। কিন্তু বীরুর ভারতীয় শেয়ার মার্কেট, আদানি গ্রুপ, হিন্ডেনবার্গ নিয়ে মুখ খোলার তাৎপর্য অন্য। ভারতের উন্নতি শেয়ার মার্কেটের সঙ্গে যে ওতোপ্রতো ভাবে জড়িয়ে, তা ভালো করেই জানেন শেহওয়াগ। যে কারণে তিনি এই মন্তব্য করেছেন। বীরুর একই সঙ্গে

মন্তব্য, 'যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, বরাবরের মতো ভারত আরও ভালো ভাবে ঘুরে দাঁড়াবে।' একাংশের শেয়ার মার্কেট বিশেষজ্ঞরাও একই কথা বলছেন। হিন্ডেনবার্গের যাবতীয় অভিযোগ মিটিয়ে আবার আলোয় ফিরবেন আদানি গ্রুপ। মেয়েদের আইপিএল শুরু করতে চলেছে বিসিসিআই। সবচেয়ে বেশি দাম দিয়ে মেয়েদের আইপিএলে একটা টিমও কিনেছেন গৌতম আদানি। হিন্ডেনবার্গের অভিযোগের পর অনেকেই প্রমাদ গুনছিলেন যে, এর ফলে মেয়েদের আইপিএল খানিকটা হলেও না চাপে পড়ে! তবে এমন কোনও সম্ভাবনা শেহওয়াগ এবং ক্রিকেট মহল আপাতত দেখতে পাচ্ছে না।

ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ দিয়ে টি২০ মহিলা বিশ্বকাপে অভিযান শুরু হরমনপ্রীত-স্মৃতিদের

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ হাতে গোনা আর কয়েকদিন দক্ষিণ আফ্রিকায় শুরু হবে আইসিসি মহিলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকায় এই ফরম্যাটের বিশ্বকাপ জিতেছে ভারতীয় অনুর্ধ্ব-১৯ দল। টিম ইন্ডিয়া গতবার টুর্নামেন্টের ফাইনালে পৌঁছেছিল, কিন্তু টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রানার্স হয়েই ক্ষান্ত থাকতে হয়েছে, তাই এবার পুরো উদ্যোমে ট্রফি জয়ের লক্ষ্যে নামবেন হরমনপ্রীত-স্মৃতিরা। আইসিসি মহিলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ টুর্নামেন্টে যতদিন যাচ্ছে তত জনপ্রিয় হচ্ছে। এ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার মহিলা দল সবচেয়ে বেশিবার এই টুর্নামেন্ট জিতেছে। এবারের টুর্নামেন্টে ভারত ও পাকিস্তান একই গ্রুপে রয়েছে। তারা মুখোমুখি হচ্ছে ১২ ফেব্রুয়ারি। ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে আইসিসি মহিলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ১০ দলের মধ্যে মোট ২৩টি ম্যাচ খেলা হবে। দলগুলিকে দুটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। আয়োজক দক্ষিণ আফ্রিকার পাশাপাশি ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, নিউজিল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কাকে রাখা হয়েছে 'এ' গ্রুপে। বি গ্রুপের কথা বললে সেখানেই রয়েছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। সেই গ্রুপে পাকিস্তান, ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড

এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজও রয়েছে। এই টুর্নামেন্টে অস্ট্রেলিয়া এখনও অবধি সফলতম দল। অস্ট্রেলিয়া এখন পর্যন্ত ৭টির মধ্যে ৫ বার দখল করেছে। অস্ট্রেলিয়া দল ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৮, ২০২০ সালে মহিলা টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জয়ে সফল হয়েছে। প্রথম সংস্করণ ২০০৯ সালে ইংল্যান্ড জিতেছিল এবং ২০১৬ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে, ভারত এখনও পর্যন্ত মোট ৩১টি ম্যাচ খেলেছে, যার মধ্যে ১৭টি জিতেছে এবং ১৪ টি হেরেছে। শেষবার টিম ইন্ডিয়া ফাইনালে উঠেছিল কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার কাছে টি টোয়েন্টি মহিলা বিশ্বকাপের ফাইনালে খারাপভাবে হেরে গিয়েছিল এবং অস্ট্রেলিয়া মহিলা দল ট্রফি জিতেছিল। অস্ট্রেলিয়া দল ৪ উইকেটে ১৮৪ রান করেছিল কিন্তু ভারতীয় দল মাত্র ৯৯ রানে গুটিয়ে যায়। এই টুর্নামেন্টে, পাকিস্তান এখন পর্যন্ত মাত্র ২১টি ম্যাচ খেলেছে, যার মধ্যে তারা জিতেছে মাত্র ৭টিতে। ২০ ম্যাচে পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছে এবং ১ ম্যাচ নিষ্পত্তি হয়নি। ভারত বনাম পাকিস্তান টি টোয়েন্টি মহিলা বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচের আগে ধারেভারে এগিয়ে রয়েছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলই।

পাহাড়ে বিপ্লব! মার্চে ইম্ফলে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ সুনীলদের

ইম্ফল, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ মার্চেই জাতীয় দলের জার্সিতে মাঠে নামবেন সুনীল ছেত্রী, লিস্টন কোলাসো, আকাশ মিশ্ররা। মায়ানমার আর কির্ঘিজস্তানের বিরুদ্ধে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবে ব্লু টাইগার্স। মার্চের ফিফা ইন্টারন্যাশনাল উইন্ডোয় জাতীয় দলের জার্সিতে খেলবেন ইগর স্টিম্যাচের ছেলেরা। উল্লেখযোগ্য, তিন দেশের এই ফ্রেন্ডলি ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে মণিপুরের খুমান লাম্পাক স্টেডিয়ামে। পাহাড়ে ফুটবলের জনপ্রিয়তা ব্যাপক। শেষ কয়েক দশকে মণিপুর, মিজোরাম থেকে প্রচুর ফুটবলার উঠে এসেছেন। খেলেছেন জাতীয় দলে। এমনকি আইএসএলেও বেশ নজর কাড়ছেন সেখানকার ফুটবলাররা। প্রথম বার মণিপুরের মাটিতে আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ খেলবে ভারতীয় দল। ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট কল্যাণ চৌবে আর সচিব সাজি প্রভাকরণের সঙ্গে বৈঠকের পরই এ কথা জানান মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং।

হ্যারি কেনের জোড়া রেকর্ড, ইতালির হাসপাতাল থেকে এল শুভেচ্ছাবার্তা

লন্ডন, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ আরও একবার টটেনহ্যামের ডেরা থেকে খালি হাতে ফিরল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। প্রিমিয়ার লিগে টটেনহ্যামের মাঠে শেষ চার ম্যাচে গোল করতে ব্যর্থ সিটি। হ্যারি কেনের গোলে সিটিকে হারায় স্পার্স। একই সঙ্গে লিগ টেবল জমিয়ে দিল টটেনহ্যাম। ম্যাচে একমাত্র গোল হ্যারি কেনের। খেলার ১৫ মিনিটে জয়সূচক গোল অধিনায়কের। এরই সঙ্গে জোড়া রেকর্ড গড়েন হ্যারি কেন। প্রিমিয়ার লিগে ২০০ গোল করার নজির গড়লেন ইংল্যান্ডের স্ট্রাইকার। এমনকি স্পার্সের জার্সিতেও রেকর্ড গোলের কীর্তি গড়লেন হ্যারি কেন। ম্যাচের পর হ্যারি কেনকে সংবর্ধনাও জানানো হয় স্টেডিয়ামে। গ্যালারি ভর্তি দর্শকের অভিবাদনও কুড়োন তিনি। বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে পেনাল্টি মিসে খলনায়ক বনে গিয়েছিলেন। এমনকি লিগের ম্যাচেও কটূক্তি শুনতে হয়েছিল তাঁকে। তবে ধাক্কা কাটিয়ে আবারও ফিরলেন

স্বমহিমায়। টটেনহ্যাম হটস্পারের জার্সিতে ২৬৭ গোল করলেন হ্যারি কেন। ক্লাবের ফুটবল ইতিহাসে যা সর্বোচ্চ মাইলস্টোন। ভেঙে দিলেন জিমি গ্রিভসের রেকর্ড। ১৯৬১ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত টটেনহ্যামে খেলেন গ্রিভস। তাঁর গোলসংখ্যা ছাপিয়ে যান হ্যারি। প্রিমিয়ার লিগে ২০০ গোলেও গড়লেন নজির। ইংল্যান্ডের তৃতীয় ফুটবলার হিসেবে ২০০ গোলের মাইলস্টোন স্পর্শ। সর্বাধিক গোলের মালিক অ্যালান শিয়ারার (২৬০)। তাঁর পরে আছেন ওয়েন রুনি (২০৮)। তিন নম্বরে হ্যারি কেন। ২০১১ সালে টটেনহ্যামের জার্সিতে প্রথম গোল করেছিলেন। ড্রেসিংরুমে ফেরার পর ফোনে হ্যারি কেনকে শুভেচ্ছা জানান কোচ অ্যান্তোনিও কন্তে। গলব্লাডারে অস্ত্রোপচারের জন্য ইতালিতে আছেন টটেনহ্যামের কোচ। ম্যাচ শেষের পর আর উত্তেজনা থামিয়ে রাখতে পারেননি তিনি। হাসপাতাল থেকেই ফোন করলেন হ্যারি কেনকে। জানালেন শুভেচ্ছা। একই সঙ্গে বলেন, ''তুমি আমাকে গর্বিত করলে''। ড্রেসিংরুমের সেই ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়। কন্তের সহকারী ক্রিশ্চিয়ান স্টেলিনি তো হ্যারি কেনকে সর্বকালের সেরা ফুটবলারের তালিকায় রাখলেন। কন্তের অনুপস্থিতিতে তিনিই এখন ডাগ আউটে। ম্যাচের পর কন্তের সহকারী বলেন, ''হ্যারি কেনের ডিএনএ-তে ফুটবল রয়েছে। ফুটবলকে ও খুব ভালো বোঝে। যে কোনও পজিশনে ও খেলতে পারে। প্রিমিয়ার লিগের সর্বকালের সেরা ফুটবলার। ও উদাহরণ স্থাপন করল।''

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501